৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ২২ অগ্রহায়ণ – ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪ ঃ ৯ ডিসেম্বর – ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৭

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 8, 9 December - 15 December, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাণীকুঠির জিডি বিড়লা

স্কুলে ৪ বছরের শিশু ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে অভিযুক্ত দুই শিক্ষক। অপসারিত প্রিন্সিপাল। লালবাজারে ম্যারাথন জেরা চলছে স্কুল কর্মীদের। রাজপথে আছড়ে পড়ছে অভিভাবক সহ শুভ বুদ্ধিসম্পন্নদের প্রতিবাদ। লজ্জায় মুখ ঢেকেছে কলকাতা।

রবিবার : সাইক্লোন অক্ষির দাপটে বিপর্যস্ত কেরল, তামিলনাড়ু

ও লাক্ষাদ্বীপ। মৃত্যু হয়েছে প্রায় ২০ জনের। আহতের সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়েছে। অক্ষির ধ্বংসলীলা খতিয়ে দেখে কেরলের দাবি জাতীয় বিপর্যয়ের। কেন্দ্র সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে।

সোমবার : দিল্লির দূষণ ভারতের মুখ পোড়াল আন্তর্জাতিক দুনিয়ায়।

ফিরোজ শা কোটলায় ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামা শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়রা মুখ ঢেকে ভাইরাল করে দিয়েছেন দিল্লির দূষণকে।

মঙ্গলবার : অবজ্ঞা, অজানা জ্বরের ঢাল দিয়েও শেষ পর্যন্ত

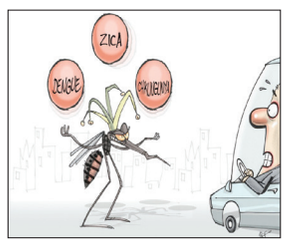

ডেঙ্গু যুদ্ধে জিততে পারল না রাজ্য সরকার। নভেম্বর প্রস্থান করেছে, শীত পড়েছে তবু বাংলা জুড়ে ডেঙ্গুর দাপট কমার কোনও লক্ষণ নেই দেখে এবার পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা ভিত্তিক কমিটি গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর।

বুধবার : অমরনাথ যাত্রীদের উপর জঙ্গি হামলার জ্বালা এখনও

কাটেনি। সেই জ্বালা কিছুটা জোড়াল কাশ্মীরের কাজিগুন্দে সেই দলের তিন জঙ্গি খতমে। এক জঙ্গিকেও ধরেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার : ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন

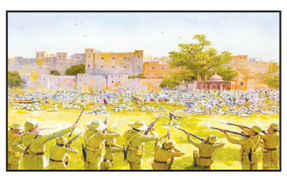

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা করলেও ক্ষমা চাননি। এবার অমৃতসর সফরে এসে সেই দাবি জানালেন লন্ডনের মেয়র সাদিক খান।

শুক্রবার : আন্তর্জাতিক সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়ে কেন্দ্র–

রাজ্য চাপানউতোর লেগেই থাকে। রাজ্যগুলি আঙুল তোলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দিকে। এবার সীমান্ত নজরদারিতে কেন্দ্র–রাজ্য সমন্বয় ঘটাতে রাজ্যের মুখ্যসচিবদের নিয়ে রাজ্য ভিত্তিক কমিটি গড়তে চায় কেন্দ্র। শুরু হয়েছে উদ্যোগ।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

নিঃস্ব শিক্ষা যোগ্য মানবসম্পদ আহরণে ব্যর্থ

ওঁকার মিত্র

আধুনিক ভারত চাই, ডিজিটাল ইন্ডিয়া চাই, মহান ভারত চাই। অথচ এই ভারত যারা গড়বে সেই মানব সম্পদের অধোগতি নিয়ে চিন্তিত ভারত সরকার। গুরু–শিষ্যের আশ্রমিক শিক্ষাকে পিছনে ফেলে ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা ঔপনিবেশিক ছোঁয়ায় বস্তুবাদী হতে হতে আজ মনুষ্যত্বহীন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে বিদ্যালয় শিক্ষা খাতে বছরে ৪৬০০০ কোটি টাকা খরচ করেও যোগ্য মানব সম্পদ তৈরি করতে ব্যর্থ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা। তাই ভারতীয় শিক্ষার মুখ বদল করতে মত বিনিময়ের আয়োজন হয়েছিল গত ২ ডিসেম্বর দুপুরে কলকাতার পার্ক হোটেলের পাইন হলে। উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের সচিব অনিল স্বরূপ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের প্রিন্সিপাল স্বামী বেদপুরুষানন্দ, ইন্দাস ভ্যালি ওয়ার্ল্ড স্কুলের ডাইরেক্টর জোসেফ ম্যাথিউ ও বিশিষ্ট অতিথি ও শিক্ষাবিদরা।

আলোচনাচক্রে উঠে আসে নানা সরকারি তথ্য। যা বলছে, ১৫ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৬৫টি বিদ্যালয়

মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত এক আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের সচিব অনিল স্বরূপ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের প্রিন্সিপাল স্বামী বেদপুরুষানন্দ, ইন্দাস ভ্যালি ওয়ার্ল্ড স্কুলের ডাইরেক্টর জোসেফ ম্যাথিউ ও বিশিষ্ট অতিথি ও শিক্ষাবিদরা। – নিজস্ব চিত্র

(২০১৪–১৫ আর্থিক বছরের হিসাবে অনুযায়ী) ও ২৫ কোটি পড়ুয়া নিয়ে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ভারতীয় বিদ্যালয় শিক্ষা আজ মেরুকরণের পাঁকে নিমজ্জিত। মানব সম্পদের সম বিকাশ কষ্ট কল্পনায় পরিণত হয়েছে। একদিকে বেসরকারি দামি বিদ্যালয়ে আধুনিকতার ছোঁয়ায় গড়ে উঠছে একদল মানব সম্পদ যারা পরবর্তীতে মালিক–শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। আর এক দল মানব সম্পদ পরিকাঠামোহীন, শিক্ষক–শিক্ষিকাহীন সরকার পোষিত বিনি পয়সার শিক্ষা লাভ করে দিন গুনছে শোষিত হওয়ার অপেক্ষায়। উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তর এই টানাপোড়েনের মাঝে মধ্যবিত্তরা কোনও রকমে খেয়ে পড়ে বাঁচার তাগিদে খুঁজে বেড়াচ্ছে সস্তায় পুষ্টিকর ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের শিক্ষা। ফলে কোনওটিই ডিজিটাল ভারত গড়ার পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠছে না। কারণ আধুনিক ভারত গড়তে বিত্ত নয়, চাই মেধা। বাস্তব পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে ১২ লক্ষ বিদ্যালয়ে ১১ কোটি শিশুকে মিড ডে মিল খাইয়েও বিকশিত মেধার স্বপ্ন অধরাই রয়ে গিয়েছে। তাই আলোচনাচক্রে উপস্থিত সকলের দাবি বদল চাই।

এ তো গেল বস্তুবাদী শিক্ষার কথা। কিন্তু যে শিক্ষায় বলীয়ান ছিল ভারত সেই নৈতিক ও জাতীয়বাদী শিক্ষার কি হবে তা নিয়ে কোনও আলোচনা সরকারি স্তরে উহ্যই রয়ে গেল। ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করা লর্ড ম্যাকলের রিপোর্ট বলেছিল প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির নৈতিকতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য না ভাঙতে পারলে ভারতে শাসন করা অসম্ভব। কারণ, তারা মনে করে বিদেশি ইংরাজি শিক্ষার থেকে তাদের দেশি শিক্ষা অনেক মহান। সেই ১৮৩৫ এর শিক্ষা আজ ভেঙেচুরে চুরমার হয়ে গিয়েছে। বিদেশি বস্তুবাদী শিক্ষা গ্রাস করেছে ভারতীয় সমাজকে। ফলে ভোগবিলাস যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে অসুস্থ মানসিকতা ও অপরাধ বোধ। যার বিষময় ফল শিশুদের যৌন নিগ্রহ।

ভেবে দেখতে হবে আধুনিক ভারত কি শুধু বর্তমান ভোগবাদী উপার্জন ভিত্তিক শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা সম্ভব? নৈতিক জাতীয়তাবাদী শিক্ষা বাদ দিয়ে সত্যিই কি ডিজিটাল ভারত নির্মাণ করা যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে প্রতিটি পরিবারে। কারণ সেখানেই প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছে বিকৃত মানবসম্পদ। তা না হলে নিস্তার নেই। সামনে অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর জীবন।

সিপিএম নয়, তৃণমূলের হাত ধরতে পারে কংগ্রেস

পার্থসারথি গুহ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এখন কোন অভিমুখে যাত্রা করছে সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ২০১৮–র পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ হিসেবে তৃণমূল আর বিজেপি ছাড়া আর কাউকে দূরবীন দিয়েও দেখা যাচ্ছে না। তাও মুকুল রায়ের হাজারো তর্জনগর্জনের মধ্যেই বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের একটা সেটিংয়ের অভিযোগ থেকে যাচ্ছে এই আবহের প্রেক্ষিতে। সারদা বা নারদ নিয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও আর্থিক এজেন্সিগুলি মাঝেমধ্যে ব্যাপক দৌড়ঝাঁপ করলেও কখনও কখনও তারা পুরো মাঠের বাইরে চলে যাচ্ছে। এখন থেকে ইডি, সিবিআইদের দেখে মনে হচ্ছে তারা শীতঘুমে চলে গিয়েছে। কারণ সেভাবে তাদের আর উচ্চবাচ্য শোনা যাচ্ছে না। একদিকে মুকুল রায় তৃণমূলের যুবরাজ অভিষেকের বিরুদ্ধে প্রায় রোজ শানিত আক্রমণ শানছেন। কিন্তু তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ করছে না যেন কেন্দ্রীয় সরকার। সেক্ষেত্রে খালি চোখে যেটা মনে হচ্ছে তা হল কেন্দ্র এখন মুকুল ও মমতা দুজনকেই খেলাতে ব্যস্ত। দুজনের মধ্যে অহরহ অশান্তি বাঁধিয়ে রেখে ফাঁকতালে নিজেদের কার্যসিদ্ধি ঘটাতে ব্যস্ত মোদী সরকার। এ যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ নীতির মতো ব্যাপার স্যাপার। নিজেদের অস্ত্র বিক্রি তথা পেন্টাগনের পসার ঘটাতে দিনের পর দিন আমেরিকা পরিকল্পনা মাফিক এশিয়া ও দুনিয়ার নানা প্রান্তে অস্থিরতার জিগির তুলেছে বলে বারংবার অভিযোগ উঠেছে। সেই খেলার যেন অ্যাকশন রিপ্লে ঘটাচ্ছে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার। এই ধরনের হুবহু খেলার সঙ্গে অবশ্য আমার এর আগেও বেশ পরিচিত, এই রাজ্যেই যার নমুনা এখনও জ্বলজ্বল করছে। রাজ্যে ৩৪ বছরের বাম শাসনকে এজন্যই বলা হয় গান্ধি পরিবার তথা কংগ্রেসের উপহার। সিপিএম–কংগ্রেস রেষারেষি দিনের পর দিন গণমাধ্যমে জায়গা করে নিয়েছে, বিরোধী রাজনীতি করার অপরাধে এ রাজ্যে শাসকের হার্মাদ বাহিনীর হাতে দিনের পর দিন অত্যাচারিত হতে হয়েছে তৎকালীন বিরোধী কংগ্রেস ও পরবর্তীকালের তৃণমূলীদের। তাও কেন্দ্রের শাসক কংগ্রেসকে দিনের পর দিন নানাভাবে

সাহায্য করে প্রতিদানে রাজ্যের মৌরসিপাট্টা হাতে রেখে দিয়েছেন কমরেডবাহিনী। পরে অবশ্য সে সংযোগ কেটে যায় প্রকাশ কারাটের দুর্বল মস্তিষ্কের এক সাড়ে সর্বনাশী সিদ্ধান্তে। যার জন্য সোনিয়া গান্ধির বিষ নজরে পড়ে যায় সিপিএম তথা বামপন্থীরা। আর এই ফাঁক গলে রাজ্যে জায়গা দখল করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস। কং–বাম যোগ যে সত্যিই ছিল তার সর্বোকৃষ্ট উদাহরণ হল, গত বিধানসভা নির্বাচনে একসময়ের 'শ্রেণিশত্রু' কংগ্রেসের হাত ধরা। শর্টকাটে ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য বামেরা এই পথ নিয়েছিল। যা কার্যত ব্যুমেরাঙে পরিণত হয়।

পড়শী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার লালুপ্রসাদের সঙ্গে জোট ভেঙে ফের পদ্মফুলের বৃত্তে ফিরে যান প্রায় একইসময় এ রাজ্যে মঞ্চস্থ হচ্ছিল এক অন্য নাটক। যাঁর কুশীলব গত বিধানসভা নির্বাচনের যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ কংগ্রেস ও শাসক তৃণমূল। সিপিএমও অবশ্য এই রঙ্গমঞ্চে বর্তমান ছিল। কিন্তু খানিকটা আড়ালে থেকে এই যা। আর এই নাট্যপালার জেরে আরও একবার উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় পা রেখেছেন কংগ্রেস নেতা অধ্যাপক প্রদীপ ভট্টাচার্য। ভাবা যায় সারদা থেকে নারদ অহরহ তৃণমূলের বিরুদ্ধে যিনি বোমা ফাটিয়ে এসেছেন সেই বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান ও প্রদেশ সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বডি ল্যাঙ্গুয়েজও কেমন যেন অন্যরকম হয়ে উঠেছিল এইসময়। ভাবখানা এমন হাইকমান্ড যা বলে দিয়েছে তা শিরোধার্য করাই তাঁদের কাজ। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে 'মমতা–বন্দনা'তেও আপত্তি নেই। সন্দেহটা দানা বেঁধেছিল তখন থেকেই। কবে আবার কংগ্রেস নেতারা এতটা সুবোধ বালক হয়ে উঠলেন। আসলে পালটে যাওয়া আবহে যতই বাম নেতাদের সঙ্গে ছবিতে মান্নান–অধীরদের দেখা যাক না কেন, আসলে তৃণমূলের তল্পিবাহক হওয়ার দিকেই এগোচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস। এই আবহকে উসকে দিয়েছে সবংয়ে বামেদের চটজলদি নিজেদের প্রার্থীর নাম ঘোষণায়। এতে বেজায় চটেছে প্রদেশ কং নেতৃত্ব। এর সঙ্গে গুজরাতকে কেন্দ্র করে নিজেদের রিচার্জ করতে চাওয়া কংগ্রেস হাইকমান্ড স্বাভাবিক মিত্র তৃণমূল তথা মমতার সখ্যতাই চাইছে বেশি করে।

প্রদেশ কংগ্রেসের নেতাদের একাংশের (সিপিএম প্রেমী কং নেতা) গুড়ে কার্যত বালি দিয়ে রাজ্যে আগামী পঞ্চায়েত ভোটের পর খুব সম্ভবত লোকসভা নির্বাচনের আগে কং–তৃণমূল জোট গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ফের প্রবল হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কংগ্রেস হাইকমান্ড ও তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব সূত্রে সেখবরই মিলেছে। তবে তার আগে নিজেদের ঝালাই করে নেওয়ার পালা চলছে জোরকদমে।

এরপর পাঁচের পাতায়

মমতার মোহিনী চৌধুরি মেট্রো স্টেশন শপথেই শেষ

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হল বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে', 'পৃথিবী আমারে চায় রেখো না বেঁধে আমায়', 'ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে, তোমারে করেছে রাণী', 'কী মিষ্টি দেখো মিষ্টি কী মিষ্টি এ সকাল', 'সখি চন্দ্রবদনী সুন্দরী ধনি তোমায় দেখে কী ভোলা যায়'— এরকম অসংখ্য গানের রচয়িতা মোহিনী চৌধুরীকে মনে পড়ে? চল্লিশ–পঞ্চাশ–ষাট দশকের বিখ্যাত গীতিকার। যাঁর লেখা গীতিতে গলা দিয়েছেন জগন্ময় মিত্র, গীতা দত্ত, শচীনদেব বর্মণ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, অনুপ ঘোষাল, অনুপ জালোটা, নির্মলা মিশ্র, কুমার শানু, মনোময় ভট্টাচার্যের মতো শিল্পীরা।

আধুনিক কাব্য–গীতিকার মোহিনী চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন ১৯২০–র ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায়। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের পাঠশালায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রায় দু'দশকের আগে কলকাতায় আসা। বাসভবন বেহালার পর্ণশ্রী থানার অন্তর্গত কলকাতা পুরসংস্থার ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডের ইউনিক পার্কে।

আমাদের দেশের স্বাধীনতার বীর সেনানীরা যাঁর লেখা গানে উদ্বুদ্ধ তিনি যে বেহালার ইউনিক পার্ক অঞ্চলে যুগোত্তীর্ণের দিনটি পর্যন্ত বসবাস করেন, তা প্রায় ১০ লক্ষ বেহালাবাসীর কাছে প্রথম অবগত করেন ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন পুর প্রতিনিধি ১৪ নম্বর বরো কমিটির প্রাক্তন অধ্যক্ষ অঞ্জন দাশ। মূলত তারই উদ্যোগে কলকাতা পুরসংস্থার সুবৃহৎদায়তন দৃষ্টিনন্দন উদ্যানগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ১২৯ ওয়ার্ডস্থিত গীতিকারের বাসগৃহ সংলগ্ন উদ্যানটির নামকরণ হয় 'মোহিনী কুঞ্জ'। আর তারপর থেকে স্বনামধন্য গীতিকারের নামে নামাঙ্কিত হতে থাকে একটির পর একটি বিষয়ের। বেহালার সেনপল্লিস্থিত তিন মিলিয়ন গ্যালন জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন সেমি আন্ডারগ্রাউন্ড বুস্টার পাম্পিং–স্টেশনটির নামকরণ হয় 'মোহিনী চৌধুরী বুস্টার পাম্পিং স্টেশন' এবং পরবর্তী কালে বেহালা ম্যান্টন বাসস্টপটির নামকরণ হয় 'মোহিনী চৌধুরী বাসস্টপ'।

এরপর ঘটলো এক দৃষ্টান্তমূলক স্মরণীয় ঘটনা। মোহিনী চৌধুরীকে সরকারি স্তরে স্মরণীয় করে রাখতে প্রথম ও একমাত্র উদ্যোগ যাঁর তিনি হলেন পশ্চিমবঙ্গের যথার্থ সংস্কৃতি মনস্ক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১০–এর ২২ সেপ্টেম্বর জোকায় তৎকালীন দেশের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল, রাজ্যের তৎকালীন রাজ্যপাল এম কে নারায়ণন, তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে জোকা–বিবাদী বাগ মেট্রোরেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় ইউপি সরকারের তৎকালীন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্বের ভাষণে জোকা–বিবাদী বাগ মেট্রো রেলের বেশ কয়েকটি স্টেশনের নামকরণের শুরুতেই ঘোষণা করেন বেহালা বাজার মেট্রো স্টেশনের নামকরণ হলো 'মোহিনী চৌধুরি মেট্রো স্টেশন'।

কিন্তু বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কলকাতা মেট্রো রেলের তরফে প্রাথমিক পর্যায়ে বেহালা বাজার (বেহালা ট্রাম ডিপো) স্টেশন নির্মাণ স্থলে বোর্ডে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে 'বেহালা বাজার মেট্রো স্টেশন'। কাব্য–গীতিকার মোহিনী চৌধুরির দ্বিতীয় পুত্র দিগ্বিজয় চৌধুরির অভিমত, 'আমার বাবার নামে বেহালার একটি মেট্রো স্টেশনের নামকরণের অগ্রগতি কতটা এগোলো, এ বিষয়ে এই মুহূর্তে বলা খুবই মুশকিল। কেন্দ্রে যখন যিনি রেলমন্ত্রী থাকেন, কোনও মেট্রো স্টেশনের নামকরণ তাঁর ইচ্ছার ওপরেই নির্ভর করে। অতীত দিনে তাই তো হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ছিলেন তখনই তো দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ থেকে নিউ গড়িয়া মেট্রো লাইনটির উদ্বোধন থেকে স্টেশনগুলির নামকরণ মহানায়ক উত্তমকুমার মেট্রো স্টেশন, কবি নজরুল মেট্রো স্টেশন বা মাস্টারদা সূর্য সেন মেট্রো স্টেশন ইত্যাদি নামকরণগুলি তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তো নিজ হাতেই করেন। যদি আগামী দিনে আমার বাবার নামে কোনও মেট্রো স্টেশন নামকরণ হয়, আশা রাখি, কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের তরফে তাঁর পরিবারের সদস্যদের আহ্বান করা হবে।' এদিকে বেহালাবাসী অধিকাংশের অভিমত, 'বর্তমান সময়কালে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বিরাট সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তাতে ২০১০–এর ২২ সেপ্টেম্বর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শপথ আজ বাস্তবায়িত হওয়াটা খুবই মুশকিল। কোনও সম্ভাবনাই লক্ষ্য করা তো যাচ্ছে না।'

মানুষের ঢল নেই জেলা সবলা মেলায়, কপালে ভাঁজ ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডায়মন্ড হারবারে সাড়ম্বরে চলছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা নবম সবলা মেলা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্তি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এই মেলা। বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রা ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে মেলার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা, স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্তি বিভাগের মন্ত্রী সাধন পান্ডে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সভাধিপতি সামিমা শেখ, স্থানীয় বিধায়ক দীপক হালদার,রায়দিঘীর বিধায়ক দেবশ্রী রায়, ফলতার বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের যুগ্ম সচিব সহ প্রমুখ।

গত ৫ তারিখ থেকে শুরু হওয়া এই মেলা চলবে ৭ দিন। তবে মেলা শুরুর কয়েক দিন কেটে গেলেও কপালে ভাঁজ পড়েছে মেলায় আসা স্বনির্ভর

দলগুলির। কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে এই মেলার আসর বসিয়েছে রাজ্য সরকার কিন্তু মেলায় মানুষের ভিড় একেবারে নেই বললেই চলে। প্রায় ৭০ টির মতো স্টল রয়েছে মেলায়, সবকটির মধ্যে কিছু ফাঁকা স্টল এখনও ভরেনি। মেলা ঘুরে কয়েকজন স্বনির্ভর দল কর্তাকে জিজ্ঞাসা করাতে জানায়, মেলায় তাদের জিনিস পত্রের বেচাকেনা খুবই কম, মানুষের ভিড় নেই মেলাতে। তবে রাজ্য সরকার স্বনির্ভর দলগুলিকে যে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করছে তা বলতে ভোলেনি তারা। তবে মেলায় লোকজনের ভিড় কম হওয়ার জন্য এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে চলা পরীক্ষার দোহাই দেন মেলা কর্তৃপক্ষ। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গুলি তাদের হাতে তৈরি জিনিস পত্র নিয়ে মেলার স্টল–এ হাজির হয়েছে। মেলাকে ঘিরে প্রত্যহ সন্ধ্যায় আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন রয়েছে। সবলা মেলা কর্তৃপক্ষ জানায়, চারিদিকে স্কুল গুলিতে পরীক্ষা চলছে। তাই মেলার উপর প্রভাব পড়েছে। কিন্তু বেচাকেনা না থাকলে মেলায় আসা স্বনির্ভর দলগুলি যে বিপাকে পড়েছে। তা আর বলার কিছু রাখেনা।

হস্তশিল্প মেলারও শোচনীয় অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কয়েক বছর ধরেই বাংলার মেলায় চোখ কাড়ছে হস্তশিল্প মেলা। এ বছরও বেশ ঘটা করেই শুরু হয়েছিল গত ১৮ নভেম্বর। মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধনও করলেন। রাস্তাঘাটে, টিভির পর্দায় প্রচারেরও খামতি নেই। তবে অন্যান্য বারের মতো স্থান এক নয়। মিলন মেলা থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে ইকো পার্কের ১ নম্বর গেটের সংলগ্ন এলাকায়। বিভিন্ন জেলা থেকে শিল্পীরা পুজো আচ্চা করে স্টল খুললেন হাসতে হাসতে। কিন্তু এ কি অবস্থা? মাছি তাড়াতে হচ্ছে তাদেরকে! সকলের একই কাকুতি মিনতি, 'দাদা কিছু একটু নিয়ে যান, আজকে বউনিও হয়নি।' সেকি বউনি হয়নি মানে? কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করতেই বলল, 'সায়েন্স সিটির সামনেই ভালো ছিল, এখানে তো ক্রেতাই নেই। আমাদের ট্রান্সপোর্ট খরচই উঠবে না।' সত্যি তাই। খাপছাড়া –খাপছাড়া ক্রেতা এক একটা স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে দরদাম করছে। কিন্তু কিছুই কিনছেন না। এর কারণ কি? প্রশ্ন করতেই উত্তর এল, 'আমরা তো ঘুরতেই এসেছি, এই টুকটাক কিছু কিনে নিয়ে যাব। কারণ বাসে যা ভিড় হচ্ছে, আর বাস পাওয়াও তো ভাগ্যের ব্যাপার, কি করে বয়ে নিয়ে যাব?' বোঝা গেল এ মেলা সবার জন্য নয়। শুধু যারা গাড়ি হাঁকিয়ে আসতে

পারবে তাদের জন্য। এতটাই দূর যে মানুষ ভরসা করে আসতে পারছে না এ বছরের এই হতভাগা মেলায়। কোচবিহারের একটি বিরাট স্টল, তাতে ঢুকে দেখা গেল স্টলের মধ্যে গুটি কতক জিনিস আর প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় বাসনপত্র রাখা আর স্টলের বাইরে প্রদর্শিত রয়েছে শীতলপাটি, চটি এইসব। জিজ্ঞাসা করতেই বলল, 'কোনও ক্রেতা নেই, তাই বাইরে বার করে রেখেছি যদি কিছু হয়।' তবে হস্ত শিল্প দ্বারা নির্মিত হাতে করা কিছু বুটিকের কাপড়ের স্টলে কিছু ক্রেতার ভিড় আছে। বিক্রি বাট্টাও ভালোই তবে আগের বছরের মতো নয় বললেন, এক বিক্রেতা। উত্তর বাংলার এক টেবিল চেয়ার বিক্রেতা বললেন, 'আমাদের এদিকে তো লোক ঢুকছেই না। যা একটু আধটু হচ্ছে তা পুরোটাই ভাগ্যের ওপর। অথচ আমরা নতুন নতুন জিনিসের ত্রুটি রাখি নি। কেন যে এখানে নিয়ে আসতে গেল কে জানে।' কিছু কিছু বিক্রেতাদের অভিযোগ— 'প্রত্যেক দিনের 'সেল রিপোর্ট' আমরা দিচ্ছি। কিন্তু অফিস থেকে বলছে আমরা নাকি মিথ্যে বলছি, ভুলভাল সেল রিপোর্ট দিচ্ছি, আমরা নাকি কমিয়ে সেল রিপোর্ট দিচ্ছি। আমাদের চাপ দিচ্ছে রিপোর্ট বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আপনিই বলুন কি করে তা সম্ভব?' বিশ্বস্ত সূত্রে খবর 'সেল রিপোর্ট' বেশি বাড়িয়ে না দেখালে অফিসারদের ওপরে কোপ পড়বে বড় সাহেবের। সত্যি দেখে কষ্ট হচ্ছিল। মুখে এদের হাসি নেই। মেলার তাৎপর্যটাই পুরো বদলে গিয়েছে।

মিলনমেলা নতুনভাবে সাজজে, কিন্তু এই মেলার মরশুমে এটা কি খুব প্রয়োজন ছিল? মেলার মরশুম চলে গেলে কি নবরূপদানের পরিকল্পনা করা যেত না? এরপর আসছে বইমেলা। সেই 'এই তিমিরেই'– ইকো পার্কে। কলকাতা বইমেলার ঐতিহ্য এতটাই যে যদি হস্তশিল্প মেলার মতোই অবস্থা হয় তাহলে বাঙালি কিন্তু নিজেদেরকে ক্ষমা করতে পারবে না। প্রশাসনের একটু ভেবে দেখা প্রয়োজন। যদি আর উপায় না থাকে তাহলে অন্তত পরিবহন ব্যবস্থার দিকে যেন নজর পড়ে যাতে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য বইমেলা যেন ম্লান না হয়ে যায়।

গুজরাত নির্বাচন ও বাজেটে চোখ, আপাত স্তব্ধতা অর্থবাজারে

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

ঝড়ের গতিতে ছুটতে থাকা ভারতের অর্থ বাজার আপাতত যেন একটু হল্ট নিতে চাইছে। বিশ্রামের এই পর্বকে অনায়াসে বলা যেতে পারে কনসোলিডেশন ফ্রেজ। বস্তুত একটানা দৌড়ানোর পর ছোটখাটো জিরিয়ে নেওয়ার পালা চলছে যেন। তার মানে এই নয়, বাজারে কারেকশন এসে গিয়েছে। বা সাংঘাতিক কিছু বিক্রিবাট্টা শুরু হয়েছে। বরং এই সুযোগে একটু মেপে নেওয়া যাচ্ছে নিজ নিজ পোর্টফোলিওকে। দরকারে অদলবদলের কাজটাও সেরে নেওয়া যাচ্ছে এই মওকায়। এবার দেখে নেওয়া যাক গত ৯–১০ মাসের দৌড়ের একটা ছোট ফ্ল্যাশব্যাক। তাতে ধরা পড়ছে এই বাজারের দৌড়টা গত মার্চ মাসের প্রথমার্ধে উত্তর প্রদেশে বিজেপি তথা এনডির–র বিপুল জয়ের পর ত্বরান্বিত হয়েছে। যা ৮ হাজারি নিফটিকে অক্লান্তভাবে টেনে নিয়ে গিয়েছে সাড়ে ১০ হাজারে। এই ২৫০০ পয়েন্ট গত কয়েকমাসে একরকম রকেটের গতিতে অতিক্রম করেছে ভারতের শেয়ার বাজার তথা নিফটি। সেনসেক্সও ২৫–২৬ হাজারের জায়গা থেকে পৌঁছে গেছে প্রায় ৩৪ হাজারের কাছে।

যথারীতি বাজার এতটা বাড়ার পর তার আরও শ্রীবৃদ্ধি নিয়ে প্রচুর গপ্পকথা চালু হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে মর্গ্যান স্ট্যানলি বা মুডিজের ইতিবাচক ভবিষ্যতবাণী বলছে নিফটির ৩২–৩৩ হাজার ও সেনেসেক্সের এক লাখি হওয়া নিয়ে। তা নিয়ে যথারীতি প্রচুর মানুষ তথা লগ্নিকারী রীতিমতো তেতে উঠেছেন। যদিও তাঁরা সময়কাল বা টাইম হরাইজনটা মোটেই বুঝছে না। মর্গ্যান স্ট্যানলি যে ভবিষ্যতবাণী করেছে তা রূপায়িত হওয়ার চূড়ান্ত সময়সীমা অবশ্যই ৭–১০ বছর। অর্থাৎ মর্গ্যান বা মুডিজ বলেছে বলেই একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তা ঠিক নয়। যতই অনুকূল অবস্থা থাকুক না কেন বাজারে। মনে রাখতে হবে গত ২০১৬–র ফেব্রুয়ারিতে যে নিফটি ৭ হাজারের নিচে চলে গিয়েছিল

তা সেই নিচু অবস্থান থেকে ৫০ শতাংশ বেড়েছে। নিফটি সূচকের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ বাড়া, তাও মাত্র বছর দেড়েকের মধ্যে এটা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। অতএব যে কারেকশনটা বাকি পড়ে আছে সেটা হয়ে যেতেও পারে। এবার বড় আকারে হবে, না ছোটখাটো কামড় বসাবে বেয়াররা তা নির্ভর করছে কতগুলি ঘটনার ওপর যাকে পোশাকি ভাষায় ইভেন্ট বলে থাকে অর্থবাজার।

তার প্রধান হল আসন্ন গুজরাত বিধানসভা নির্বাচন। সঙ্গে যোগ করতে হবে হিমাচলপ্রদেশের নির্বাচনের কথাটাও। যদি নিজের রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী তথা তাঁর দল বিজেপির সেটব্যাক হয় তাহলে ভারতের অর্থ বাজার কিন্তু বড় কারেকশন করতে পারে। আর প্রত্যাশিত জয় যদি ঠিকঠাকভাবে তুলে নিতে সফল হয় টিম মোদী–অমিত শাহরা তাহলে বড় কোনও বৃদ্ধি না হলেও বাজার আর নিচে আসবে না। সেক্ষেত্রে ১০ হাজারের জায়গাটা হয়ে উঠতে পারে নিফটির ভিত। গুজরাতে যদি কোনওভাবে টিম রাহুল সফলতা পায় তাহলে ভারতের শেয়ার বাজার গড়াতে গড়াতে ৯ হাজারের কাছে চলে আসতেই পারে নিফটির নিরিখে।

আরও একটা দিক যেটা আগামীতে ভারতের শেয়ার বাজারের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে তা দেশের আর্থিক বাজেট। যতদূর সম্ভব খবর ২০১৯–এর লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ২০১৮–র বাজেট হয়ে উঠতে পারে জনমুখী। সেক্ষেত্রে সংস্কার বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর সংস্কারমুখী বাজেট না হয়ে জনমুখী বাজেট হলে তাতে বিদেশিদের বিক্রির হার যে অনেকটাই বাড়বে তা বলাবাহুল্য।

সেক্ষেত্রে অন্য একটা যুক্তিও অবশ্য আছে বুলদের হাতে। তাঁদের বক্তব্য, এখন ভারতের বাজারের সংজ্ঞা অনেকটাই পালটে গিয়েছে। বছরখানেক ধরে এখানে বিদেশিরা আর নিয়ন্ত্রক থাকছেন না। বাজারে রাজত্ব করতে দেখা যাচ্ছে দেশি ফান্ড বা ডোমেস্টিকদের। দেশি বাবুদের এই রমরমার জমানায় বিদেশিদের বিক্রি কতটা প্রভাব ফেলবে তা লাখ টাকার প্রশ্ন। এর পালটা একটা যুক্তিও অবশ্য হাতের কাছে মজুত আছে। সেই তথ্য বলছে, বিদেশিরা যে পেস বা ভলিউমে বিক্রি করেন তার ধারেকাছে যদি তাদের সওদা (অবশ্যই বেচা) শুরু হয় তাহলে ভারতের বাজারের কপালে আরও অনেক দুঃখ নেমে আসতে পারে।

আর্মির স্কুলে সহস্রাধিক শিক্ষক–শিক্ষিকা

কম্বাইন্ড সিলেকশন স্ক্রিনিং এক্সামিনেশন ১৫–১৭ জানুয়ারি

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিদনিধি : দেশের শতাধিক আর্মি পাবলিক স্কুলে শিক্ষকতার যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা কম্বাইন্ড সিলেকশন স্ক্রিনিং এক্সামিনেশন (সিএসএসই) নেওয়া হবে ১৫, ১৬ এবং ১৭ জানুয়ারি। এই পরীক্ষায় বসার জন্য অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। এই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি নম্বর : B/45706/CSB–2017/AWES.

এই পরীক্ষায় সফল হলে দেশের সমস্ত সেনাবাহিনী–পরিচালিত স্কুলে শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করা যাবে। তবে কোনও ক্ষেত্রেই সিএসএসই–তে সফল হলেই নিয়োগ পাবেন না। বিভিন্ন স্কুল তাদের প্রয়োজনমতো শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দিলে এই যোগ্যতা থাকলে আবেদন করতে পারবেন। এই পরীক্ষার সার্টিফিকেট পরিচালিত স্কুলে শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করা যাবে। তবে কোনও ক্ষেত্রেই সিএসএসই–তে সফল হলেই নিয়োগ পাবেন না। বিভিন্ন স্কুল তাদের প্রয়োজনমতো শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দিলে এই যোগ্যতা থাকলে আবেদন করতে পারবেন। এই পরীক্ষার সার্টিফিকেট রেজাল্ট ঘোষণার পর থেকে ৩ বছর পর্যন্ত বৈধ থাকবে।

পরীক্ষায় বসার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা : পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেন্ড টিচার (পি জি টি) নিয়োগ হবে এই সমস্ত বিষয়ে : ইংরেজি, হিন্দি, ইতিহাস, ভূগোল, ইকনমিক্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, বায়োটেকনোলজি, সাইকোলজি, কমার্স, কম্পিউটার সায়েন্স/ইনফর্মেটিক্স, হোম সায়েন্স, ফিজিক্যাল এডুকেশন।

ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (টিজিটি) নিয়োগ হবে এই সমস্ত বিষয়ে : ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি।

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ স্নাতক। সেইসঙ্গে ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ ব্যাচেলর অব এডুকেশন অথবা ২ বছরের ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন বা ৪ বছরের ব্যাচেলর অব এলিমেন্টারি এডুকেশন (বিএলএড)। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক। সঙ্গে ৫০ শতাংশ নম্বর সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএড। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সঙ্গে ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বি–এড।

পলিটিক্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে পলিটিক্স বা পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্তরাও আবেদন করতে পারেন। ম্যাথমেটিক্সের ক্ষেত্রে ম্যাথমেটিক্স বা স্ট্যাটিস্টিক্স অপারেশনাল রিসার্চে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ম্যাথমেটিক্সে এম এসসি এডুকেশন, ফিজিক্সের ক্ষেত্রে ফিজিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা এম এসসি এডুকেশন, কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে কেমিস্ট্রি বা বায়োকেমিস্ট্রি বা ফার্মা কেমিস্ট্রিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা কেমিস্ট্রিতে এমএসসি এডুকেশন, বায়োলজির ক্ষেত্রে জুলজি (সঙ্গে অন্যতম বিষয় হিসেবে বটানি পড়ে থাকতে হবে) বা বটানি (সঙ্গে অন্যতম বিষয় হিসেবে জুলজি পড়ে থাকতে হবে) বা মাইক্রোবায়োলজি বা মলিকিউলার বায়োলজি বা এগ্রিকালচারাল বটানি বা জেনেটিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (স্নাতকোত্তর বটানি বা জুলজি পড়ে থাকতে হবে) অথবা জুলজি বা বটানিতে এমএসসি এডুকেশন ডিগ্রিধারীরা আবেদনের যোগ্য। বায়োটেকের ক্ষেত্রে বায়োটেকনোলজি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। কম্পিউটার সায়েন্স ইনফর্মেটিক্সের ক্ষেত্রে কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজি বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেক্ট্রনিক্স বা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশনে বিই বা বিটেক অথাব এম সিএ অথবা আইটি বা কম্পিউটার সায়েন্সে এমএসসি। অথবা ম্যাথমেটিক্স বা ফিজিক্স বা স্ট্যাটিস্টিক্সে এমএসসি বা কম্পিউটার সায়েন্সে বিএসসি বা বিসিএ অথবা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বা আইটিতে ৩ বছর মেয়াদের ডিপ্লোমা অথবা এআইসিটিই স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা অথবা ডোয়েক বি লেভেল কোর্স করে থাকতে হবে।

বয়স : ১–৪–২০১৮ তারিখে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫৭ বছরের মধ্যে হতে হবে।

অনলাইন পরীক্ষা ১৫, ১৬ এবং ১৭ জানুয়ারি। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা, ব্যারাকপুর, দুর্গাপুর ও শিলিগুড়ি। দু'টি পত্রের পরীক্ষা। তবে যাঁরা প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষকতা করতে চান তাঁদের কেবল প্রথম পত্রের উত্তর দিতে হবে। প্রথম পত্রের (৯০ নম্বর) পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস ধরনের প্রশ্ন আসবে জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস, মেন্টাল এবিলিটি, ইংলিশ কম্প্রিহেনশন, মেথডোলজি এবং শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়ে। দ্বিতীয় পত্রে (৯০ নম্বর) অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। পরীক্ষার মোট সময়সীমা ৩ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ৫ জানুয়ারি থেকে ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে : www.aps.csb.in

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.aps.csb.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর ফটো (১৪০×১৬০ পিক্সেল এবং ৬০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং সই (৬০×৯০ পিক্সেল এবং ৩০ কেবি সাইজের মধ্যে), শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিয়ের মাধ্যমে অথবা অফলাইন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করা যাবে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে। চালান ডাউনলোড করার পরদিন ফি জমা দেবেন। ব্যাঙ্কে ফি জমা দেওয়ার দু'দিন পর দরখাস্তের বাকি অংশ পূরণ করে সাবমিট করুন। দরখাস্ত এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.awesindia.com প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : (০১১)২৬১৫–১৫৬৪/২৬১৫–২৬৪২ অথবা মেল করতে পারেন এই ই–মেল আই ডি তে : awes.school@gmail.com

রাজ্যে ১৭৯ ফুড সেফটি অফিসার

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতর ১৭৯ জন ফুড সেফটি অফিসার নেবে। নিয়োগ করা হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল জেনারেল সার্ভিস ক্যাডারে। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। অস্থায়ীভাবে নিয়োগ হলেও ভবিষ্যতে স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : R/FSO/46(1)/1/2017.

শূন্যপদের বিবরণ : ১৭৯টি (সাধারণ ৬২, সাধারণ–ই সি ২৯, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি জাতি– ইসি ১২, তফসিলি উপজাতি ৮, তফসিলি উপজাতি– ইসি ৩, ওবিসি–এ ১২, ওবিসি–এ ইসি ৬, ওবিসি–বি ৯, ওবিসি–বি–ইসি ৪, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৬)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফুড টেকনোলজি বা ডেয়ারি টেকনোলজি বা বায়োটেকনোলজি বা অয়েল টেকনোলজি বা এগ্রিকালচারাল সায়েন্স বা ভেটেরিনারি সায়েন্স বা বায়োকেমিস্ট্রি বা মাইক্রোবায়োলজি বা মেডিসিনে স্নাতক। অথবা কেমিস্ট্রিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বয়স : ১–১–২০১৭ তারিখে ২১ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে হতে হবে। রাজ্যের তফসিলি, ও বি সি, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন ক্রম : ৯,০০০–৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhrb.in ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দরখাস্ত করা যাবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো, সই এবং ডিগ্রি সার্টিফিকেট (প্রতিটি ১০০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। দরখাস্তের সময় একটি অ্যাপ্লিকেশন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১৬০ টাকা। তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না। চালানের মাধ্যমে গভর্নমেন্ট রিসিপ্ট পোর্টাল সিস্টেম (জি আর আই পি এস)–এ অংশগ্রহণকারী যে–কোনও ব্যাঙ্কে ফি জমা দিতে হবে। চালান ডাউনলোড করা যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর।

ব্যাঙ্কে ফি জমা দেওয়ার পর ওয়েবসাইটে পুনরায় লগ–ইন করে ফি জমা দেওয়ার তথ্যাদি আপডেট করতে হবে। তথ্য আপডেট করার শেষ তারিখ ১৯ ডিসেম্বর।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি–সহ অন্যান্য তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যে–কোনও কাজের দিন ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : ০৩৩–২৩৫৭ ০০৮৫ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা)।

কলকাতা পুলিশে সিভিক ভলান্টিয়ার

৫০ জন সিভিক ভলান্টিয়ার নেবে কলকাতা পুলিশ। ২ সপ্তাহের ট্রেনিং। মহিলারাও আবেদন করতে পারেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট। বয়স : ১–৯–২০১৭ তারিখে ২০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। তবে, কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, নির্বাচিত প্রার্থীরা কলকাতা পুলিশ বা রাজ্য সরকারের অন্য কোনও দফতরে এই নিয়োগকে স্থায়ী চাকরি বলে দাবি করতে পারবেন না।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে। www.kolkatapolice.gov.in দরখাস্তের বয়ান এ–ফোর কাগজে প্রিন্ট করিয়ে নেবেন। দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন : * প্রার্থীর এক কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যায়িত ফটো। ফটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। * বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল। * প্রার্থীর সচিত্র পরিচয়পত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল। * প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যায়িত নকল।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন : APPLICATION FOR THE POST OF CIVIC VOLUNTEER. দরখাস্ত ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে সরাসরি গিয়ে জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় রাখা ড্রপবক্সে : Control Room Body Guard Lines, 7, D. H. Road, Alipore, Kolkata– 700 027.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.kolkatapolice.gov.in

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৯ ডিসেম্বর – ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৭

মেষ : মানসিক চঞ্চলতা না কমালে লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়া যাবে না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায় ভাল ফল পেতে একটু দেরি হবে। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। জল পথে ভ্রমণে যাবেন না।

বৃষ : স্নেহ প্রীতিকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। দায়িত্ব বহুল কাজগুলিতে সাফল্য পাবেন। সহজে কারোর কাছে মাথা নত করবেন না। আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। শরীরের প্রতি যত্ন নিন। কমে সাফল্য আসবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। বন্ধুরা শত্রুতা করবে।

মিথুন : ব্যবসা বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে বিবাদ ঘটতে পারে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হলেও হতে ক্ষতি হবে না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার স্বাস্থ্য চিন্তিত থাকবেন। বন্ধুরা ক্ষতি করতে পারে।

কর্কট : মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সন্তানের উন্নতিতে মানসিক শান্তি পাবেন। সুনাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। আয় ভালই হবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে।

সিংহ : চুপ করে বসে না তেকে সাহস করে এগিয়ে চলুন, অবশ্যই সাফল্য পাবেন। মনের কথা কাউকে না বলাই ভালো। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা আসবে যে কোন শুভকাজে বাধা আসবে। পড়াশুনাতেও বাধা আসবে। সাবধানে চলতে হবে।

কন্যা : অন্যের কথায় কান না দিয়ে নিজের মতানুসারে চলুন। অন্যের সাথে দ্বন্দ্ব করেও আপনার কাজ উদ্ধার করতে পারবেন না। মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অগ্রসর হতে পারবেন। ভ্রমণ যোগ থাকলেও বাধা আসবে। নূতন ব্যবসায় হাত দেবেন না।

তুলা : দায়িত্ব মূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। অতিরিক্ত খরচের জন্য মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। লেখাপড়ায় একটু চেষ্টা করলেই ভাল ফল পাওয়া যাবে। কর্মস্থলে শত্রুরা চেষ্টা করেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

বৃশ্চিক : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সদ্‌গুরুলাভ ও আধ্যাত্মিক চিন্তার উন্মেষ ঘটবে। খুব সাবধানে থাকতে হবে। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় খুব কষ্ট করে সাফল্য আনতে হবে। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য।

ধনু : মনের চিন্তাধারাগুলি অন্যের কাছে সহজে প্রকাশ করবেন না। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অনেক কসরৎ করে অর্থ রোজগার করতে হবে। লেখাপড়ায় মান ভাল হবে। সন্তান বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গৃহ ভূমিসংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকবেন।

মকর : আর্থিক বিষয়ে আগের তুলনায় ভাল ফল পাবেন। মনের শক্তি বাড়বে। ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা শুভ। পড়াশুনায় ভাল ফল পাবেন। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার স্নেহ ভালবাসায় লাভবান হবেন।

কুম্ভ : অন্যের কথা শুনে চললে অগ্রসরের পথে বাধা আসবে, আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ বিদ্যমান। দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে চলতে হবে।

মীন : মানসিকতার দিক দিয়ে নিজেকে দুর্বল করে ফেলবেন না। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। নূতন কর্মলাভ বা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন।

শব্দবার্তা ৫৭

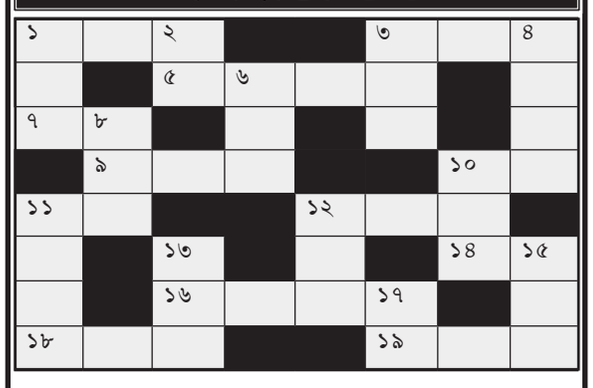

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। ঘুঙুর ৩। সূর্য ৫। বুদ্ধিহীন, বোকা ৭। বিনীত, নম্র, হেঁট ৯। অকস্মাৎ, হঠাৎ ১০। গমের চূর্ণ ১১। পূর্ণতা, ওজন ১২ সৈন্যদলের বাসগৃহ ১৪। সুন্দর ১৬। বিখ্যাত বৈষ্ণব কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের নাম ১৮। জাহান্নাম ১৯। কাজের চাপ।

উপর–নীচ

১। যজ্ঞের প্রয়োজনে বধ ২। 'তুমি —— নীরবে' ৩। লজ্জিত ৪। তাস নিয়ে খেলা ৬। গরুর রোগ বিশেষ ৮। গুটিপোকার সূতা ১০। খনি, পাত্র ১১। বাস্তুভিটা ১২। প্রবল সমর্থন ১৩। চতুর, ধূর্ত ১৫। রং —, আগেকার শিশুসাহিত্যের পত্রিকা ১৭। এক গ্রহ।

সমাধান : শব্দবার্তা ৫৬

পাশাপাশি : ১। ভেদাভেদ। যত্ন ৪। মহরম ৬। রাজীব ৮। তকতক ১১। নাগরিক ১৪। তবলা ১৫। জমিজমা ১৭। তাল ১৮। ছিনিমিনি।

উপর–নীচ : ১। ভেটারাখানা ২। দম ৩। যমদূত ৫। হর্ষিত ৭। বল্লরি ৯। কপোত ১০। কয়লাখনি ১২। গঙ্গাজল ১৩। কবজ ১৬। মাছি।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

ডাকাতির আগেই ৯ ডাকাত পাকড়াও করলো পুলিশ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ক্যানিং : ডাকাতির আগেই ৯ ডাকাতকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দিঘীরপা পঞ্চায়েতের কাটপোল এলাকায়। এদিন রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে ডাকাতির উদ্দেশে জড়ো হওয়া ৯জন ডাকাত কে পাকড়াও করে। ডাকাতদের কাছ থেকে ২৩টি দামি মোবাইল ফোন, দুটি মোটর বাইক, একটি ল্যাপটপ সহ অন্যান্য ডাকাতির সরঞ্জাম উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে এই ৯ ডাকাত হল আসানুল গায়েন,মহব্বত লস্কর,মহসিন গায়েন,মোজাফ্ফর গায়েন, রামপ্রসাদ নস্কর, রবিউল মোল্লা, আবুল সঈদ শেখ, মজিদ হোসেন পুরকাইত, সন্তু সরদার। ডাকাত দলটির আর কোথাও কোন গ্যাং আছে কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পোশাক শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ ডিসেম্বর সারা বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক (দর্জি ইউনিয়নের হুগলি জেলা প্রস্তুতি কমিটি চুঁচুড়ার উদ্যোগে তাদের ৭ দফা দাবি পূরণের জন্য চুঁচুড়ার রবীন্দ্রনগর বাজারের মোড় থেকে একটি মিছিল করে। মিছিলে সংগঠনের সম্পাদক রণজিৎ মন্ডল ও সহ – সম্পাদক চন্দন দাস সহ অন্যান্য সদস্যরা চুঁচুড়া ঘড়ির মোড় পর্যন্ত মিছিল করে যান ও জেলাশাসককে স্মারকলিপি দেন। তাঁদের সাতদফা দাবিগুলি হল যথাক্রমে

শ্রমিক হিসেবে পরিচয়পত্র প্রদান, প্রত্যেক শ্রমিককে বাঁচার মত মজুরি নির্ধারণের ব্যবস্থা, সমস্ত শ্রমিককে সেলাই মেশিন কেনার জন্য সরকারি ব্যবস্থা, শ্রমিকের প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পেনশনের ব্যবস্থা, প্রতিটি পরিবারের জন্য ২ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমা চালু করার দাবি, প্রতিটি পরিবারের ছাত্র – ছাত্রীদের লেখাপড়ার সমস্ত ব্যয়ভার সরকারের বহন করা ও প্রতিটি পরিবারের গৃহনির্মাণে অনুদান দেওয়া। সারা দেশে প্রায় ৪ কোটির বেশি শ্রমিক এই পোশাক তৈরির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। হুগলি জেলার এই সংগঠনের সহ – সম্পাদক চন্দন দাস জানান, এই সংগঠনের হুগলি জেলা শাখাতে সদস্য সংখ্যা প্রায় চারশো। এর মধ্যে মহিলা সদস্য রয়েছে অগণিত। আমরা এই গার্মেন্টস শ্রমিকরা কখনও পোশাক তৈরির কোনও কারখানাতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করি আবার ব্যক্তিগতভাবে দোকানেও পোশাক তৈরি করে থাকি। কারখানাতে প্রায় ১২ – ১৪ ঘন্টা কাজ করতে হয় আমাদের। আমরা পোশাকের পিস পিছু প্রায় ১০ টাকা – ১২ টাকা করে পাই যা আজকের দিনে যথেষ্ট নয়। কোনও শ্রমিক যদি মনে করেন সেলাই মেশিন কিনে ব্যবসা করবেন তাও সম্ভব হয় না। এখন একটি সেলাই মেশিনের দাম প্রায় ২,০০০ টাকা। উপরন্তু আমরা এই কাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। শ্রমিক হিসেবে সরকারি পরিচয়পত্র না থাকায় আমরা ব্যাঙ্ক থেকে কোনও ঋণ নিতে পারি না। ব্যাঙ্ক থেকে কোন আর্থিক সুবিধা না পাওয়ায় সেলাই মেশিন সহ ব্যবসা সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয় ভার বহন করতে খুবই অসুবিধা হয় বলে আক্ষেপের সঙ্গে জানালেন চন্দনবাবু।

উত্তরপাড়ায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তরপাড়ার সিটিজেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত হল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে প্রায় ১২৯ জন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান ও প্রায় ৬৫ জনকে বস্ত্র দান করা হয়। এর পাশাপাশি এক সাংস্কৃতিক অনষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন অয়ন্তিকা সিংহ রায় ও ঈষিকা দাস। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গুরের বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

রাস্তা তৈরিতে ব্যাঘাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এর সদিচ্ছায় হাওড়া জেলার বিভিন্ন অংশের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোতে ইঁটের সয়েলিং, টি ওয়াল করে কংক্রিট ঢালাই, ৪ ইঞ্চির ঢালাই আস্তরণ দিয়ে পুরনো রাস্তাগুলি মেরামতির কাজ চলছে। সম্প্রতি উলুবেড়িয়া ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির হিরাগঞ্জ গ্রামে অনুরূপ ভাবে দক্ষিণ উত্তরে বিস্তৃত হিরাগঞ্জ গ্রামের পশ্চিম প্রদন্ত ১১০০ মিটার সঙ্গে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক পুলক রায়ের মতানৈক্য ঘটে। ফল হিসাবে গত সপ্তাহের ২৭ নভেম্বর থেকে কাজকর্ম বন্ধ থাকে। আলিপুর বার্তার প্রতিনিধি সরেজমিনে তদন্তে গিয়ে জানতে পারেন নিম্নমানের ইঁটের সয়েলিং–এর ব্যবহারে বিধায়ক পুলক রায় রুষ্ট হন, এবং কাজের শিডিউল দেখিয়ে তারপর কাজ শুরু করতে বলেন। ২৬ নভেম্বর বিধায়কের সরেজমিনে তদন্তের পরদিনই শিডিউল পাঠিয়ে দিয়ে কাজ আরম্ভ করা যায় নি। অপরপক্ষে এলাকার বাসিন্দা আতিবুর, শেখ সিয়ানত আলিদের অভিযোগ, ১০ ফুট থেকে ১২ ফুট রাস্তাকে ৭ ফুট,/৬ ফুট চওড়া হিসাবে কোথাও তৈরির চেষ্টাতে তাঁরা রুষ্ট। কোনও এক অজ্ঞাত সিদ্ধান্তের ফলে ২ ডিসেম্বর থেকে পুনরায় কাজ শুরু করা হয়েছে বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ। উক্ত কাজের বরাত পেয়েছে নিউ আলিপুরের অপর্ণা কনস্ট্রাকশন। রাস্তার কাজ বন্ধ থাকাকালীন বিধায়ক প্রতিনিধি তথা আঞ্চলিক টিএমসি সভাপতি উত্তম মাইতিকে প্রশ্ন করে জানা যায়, বিধায়কের সঙ্গে তার সম্পর্কে চিড় ধরেছে। একটু দূরে দূরে।

সোনারপুরে ৫ বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শহরে জিডি বিড়লা স্কুলে যেভাবে একজন ৩২ বছরের শিক্ষক একটি চার বছরের শিশুকন্যার যৌনাঙ্গে রক্ত ক্ষরণ ঘটিয়েছে তার প্রতিবাদে অভিভাবকরা সোচ্চার হয়েছেন । ঠিক একই রকম ভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে বিদ্যাধরপুরের একটি ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করলো একজন ৪৫ বছরের রিক্সা চালক । কিন্তু অসহায় গরিব মানুষের পাশে কেউ দাঁড়াবার নেই । এই ধরনের গরিবরা চিরকাল নির্যাতিত হয়ে থাকে নীরবে । সমাজে কেউ জানতেও পারে না নীরবে নিভৃতে থাকা এই নির্যাতনের কথা । কারণ সমাজের হাই– ফাই ধনী ঘরের এরা শিশু কন্যা নয় ॥ বিদ্যাধরপুরে এক চিলতে ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস করতো নির্যাতিতার মা ও শিশু কন্যা । রিক্সাচালক পাশের ঘরে ভাড়া থাকতো । নির্যাতিতা শিশু কন্যার মা ঘরে ঢুকে দেখে শিশুটি নেই, খোঁজ খবর করতে দেখে পাশের ঘরে রিক্সচালকের ঘরে টিনের দরজার বাইরে শিশুটির জুতো রয়েছে । টিনের দরজা ফাঁক করে মা দেখে শিশুটির জামা প্যান্ট খুলিয়ে ধর্ষণ করার চেষ্টা করছে । সে সময় চিৎকার করে শিশুটির মা । এরপর সোনারপুর থানায় খবর যায়। পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে রিক্সাচালককে। রিক্সাচালক স্বপন চক্রবর্তী যাদবপুরে এলাকায় যাত্রী বহন করতো ।

১১ ডিসেম্বর সুন্দরবন দিবস

সুন্দরবনের উন্নয়নই মূল উদ্দেশ্য ঃ মন্টুরাম

কুনাল মালিক : আগামী ১১ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুন্দরবন দিবস উদযাপন করতে চলেছে। সুন্দরবন দফতরের মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা দিবসের প্রাক্কালে এক সাক্ষাৎকারে জানালেন, সুন্দরবন দিবসের মূল উদ্দেশ্য সুন্দরবনের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা। তিনি বলেন, সুন্দরবন বিশ্বের বিস্ময়। হিঙ্গলগঞ্জ থেকে সাগর পর্যন্ত প্রতিটি সুন্দরবন এলাকার ব্লকে সুন্দরবন দিবস উদযাপিত হবে। দফতর বনসৃজন প্রকল্পে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সুন্দরবনে ৬৮ প্রজাতির ম্যানগ্রোভ আছে। সেই ম্যানগ্রোভকে রক্ষা করাই আমাদের লক্ষ্য। ভূমিক্ষয় রোধ করতে ম্যানগ্রোভ ও বন সৃজন একান্ত দরকার। সুন্দরবন দফতর পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ম্যানগ্রোভ সৃজন করে চরভূমিতে সৃজন করছে। বিচ্ছিন্ন

দ্বীপগুলোতে যোগাযোগের জন্য সেতু নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ, সৌর বিদ্যুৎ সহ চিরাচরিত বিদ্যুৎ পৌঁছানোর কাজ চলছে দ্রুত গতিতে।

সুন্দরবন এলাকার কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী মানুষদের নানা পরিবেশ বিনা মূল্যে দেওয়া হচ্ছে। জিওল মাছ সহ রুই, কাতলা, কৃষি সামগ্রী ও কৃষি যন্ত্রপাতি বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। সুন্দরবন এলাকার জীব মণ্ডলের বৈচিত্র ও ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে সুন্দরবন দিবসে মানুষদের সচেতন করার নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরাকে প্রশ্ন করেছিলাম, ব্যাঘ্র আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিচ্ছে?

সে প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, বাঘ সাধারণত গভীর জঙ্গলের কোর এরিয়ায় থাকে। সেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাই অহেতুক সাধারণ মানুষের সেখানে যাওয়া উচিত নয়। তবুও সরকার মানবিকতার খাতিরে ব্যাঘ্র আক্রান্ত পরিবারগুলির জন্য পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নানা সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে।

সুন্দরবনের নদী বাঁধ সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, আপাতত নদী বাঁধের পরিস্থিতি ঠিক আছে। সেচ দফতর পৃথক ভাবে ব্যাপারটির নজরদারি করছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দফতরও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিবেশ বান্ধব পর্যটনক্ষেত্র গড়ে তোলার জন্য সুন্দরবনে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে সুন্দরবন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

মুড়িগঙ্গার পলি কাটা শুরু, দেখলেন জেলাশাসক

মেহেবুব গাজী, কাকদ্বীপ: বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়ে গেছে মুড়িগঙ্গা নদীর ড্রেজিংয়ের কাজ। মোট ৬টি অত্যাধুনিক ড্রেজারের মাধ্যমে আগামী ১৫ দিন ধরে চলবে এই ড্রেজিং। এই কাজ তদারকি করতে নয়ডা থেকে আর্ন্তদেশীয় জলপথ পরিবহন নিগমের বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার আসছেন। তাঁর তদারকিতে এই কাজ চলবে। বুধবার সাগর মেলার আগাম প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এসে একথা জানান দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক ওয়াই রত্নাকর রাও। তিনি এদিন বেলা ১টা নাগাদ কাকদ্বীপের ৮ নং লটে আসেন। মুড়িগঙ্গা নদীর অবস্থার পাশাপাশি প্রত্যেকটি জেটি ঘাট, বাস স্ট্যান্ড ও অ্যাপ্রোচ রোড ঘুরে দেখেন। ম্যাপ ধরে সবকিছু খতিয়ে দেখেন জেলা শাসক। সমস্ত কাজ ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে নির্দেশ দেন জেলা শাসক। তাঁর সঙ্গে এদিন ছিলেন সুন্দরবনের পুলিস সুপার তথাগত বসু, কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক রাহুল নাথ, বিডিও পার্থ মুখার্জী, হারুড পয়েন্ট কোস্টাল থানার ওসি কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস।

আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে যাবে ২০১৮ সালের সাগরমেলা। সেই মেলার জন্য ইতিমধ্যে প্রশাসনিক স্তরে বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়ে গেছে। সেই বৈঠকগুলিতে ৮ নং লট থেকে কচুবেড়িয়া যাওয়ার পথে মুড়িগঙ্গা নদীর পলি কাটার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। এই খাতে ১৩ কোটি টাকা সরকারি বরাদ্দও হয়ে গিয়েছে। এবার এই পলি কাটার কাজ করবে আন্তর্দেশীয় জলপথ পরিবহন নিগম। কাজে বিলম্ব হচ্ছিল বলে এলাকার মানুষের পাশাপাশি প্রশাসনিক স্তরেও কিছুটা গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। কারণ সময়মত পলি কাটা না হলে ভাঁটার সময় আবারও পুণ্যার্থীদের ভেসেল বন্ধ রেখে দিতে হবে। সেরকম পরিস্থিতি হলে সমস্যায় পড়তে হবে জেলা প্রশাসনকে। এদিন জেলা শাসক এসে প্রশাসনিক বৈঠক করার পর ড্রেজিংয়ের কাজ শুরুর কথা ঘোষণা করেন। এছাড়া এবারের মেলার জন্য পল্টন সাগরিনী' ব্যবহার করবে জেলা প্রশাসন। এই পল্টনে একসঙ্গে ৭০টির মত বড় গাড়ি পারাপার করানো যাবে। এই পল্টন মেলার সময় চালানো হবে বলে জেলা শাসক জানিয়েছেন। জেলা শাসক–সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা এই পল্টন চড়ে কচুবেড়িয়া যান। জেলা শাসক ওয়াই রত্নাকর রাও বলেন, মেলার প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে। প্রত্যেকটি বিভাগ সমন্বয় রেখে কাজ করছে। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়ে যাবে ড্রেজিং। বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার তদারকি করবেন। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করার নির্দেশ আছে। মেলার ঠিক আগে প্রয়োজনে আবার ড্রেজিং করা হবে।'

অনুপম হত্যা মামলা দীর্ঘায়িত করার চক্রান্ত

অরিন্দম রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতের হৃদয়পুরে নিজের বাড়িতেই নৃশংসভাবে খুন হন অনুপম সিংহ। ঘটনাটি ঘটে চলতি বছরের ২ মে। পুলিশি তদন্তে উঠে আসে অনুপমের স্ত্রী মনুয়া মজুমদার ও তার প্রেমিক অজিত ওরফে বুবাইয়ের নাম। তদন্ত চেয়ে পুলিশ ৮৬ দিনের মাথায় ৪৭৮ পৃষ্ঠার চার্জশিট আদালতে জমা দেয়। মঙ্গলবার বারাসত আদালতের ফার্স্ট ট্র্যাক চতুর্থ আদালতে বিচারক আনন্দকুমার তেওয়ারির এজলাসে ছিল মামলার শুনানি এবং সাক্ষ্য গ্রহণের দিন। কিন্তু অনুপম হত্যা মামলার বিচার প্রক্রিয়া নানা কারণে বরাবরই থমকে যাচ্ছে। বিচারপর্ব শুরু হওয়ার পর মনুয়া বারবারই বলে আসছিল, তার পক্ষে কোনও আইনজীবী নেই। কিন্তু উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত আদালতে একাধিক আইনজীবী লড়ছেন মনুয়ার হয়ে। তাদের মধ্যে কে অনুপম হত্যা মামলায় মনুয়ার পক্ষে প্রধান হবে, এই জটিলতায় মঙ্গলবার বন্ধ থাকল শুনানি। পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ২০১৮ সালের ৪, ৫ ও ৬ জানুয়ারি। এদিকে এর মধ্যেই অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ আনন্দকুমার তেওয়ারি বদলি হয়ে যাবেন বলে আদালত সূত্রের খবর। ফলে নতুন বিচারক না আসা পর্যন্ত মামলার শুনানি মুলতুবি থাকবে বলে আইনজীবীদের ধারণা। মনুয়ার আবেদন অনুযায়ী বিচারক জেলা আইনী সহায়তা কেন্দ্র থেকে একজন আইনজীবী নিযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নানাকারণে অনুপস্থিত থেকে মামলার চার্জগঠন প্রক্রিয়াকে দীর্ঘ করেন। পরে ডিএলএস থেকে আরও একজন আইনজীবীকে নিযুক্ত করা হয় মনুয়ার পক্ষে। এরপর ব্যক্তিগত উদ্যোগে মনুয়ার পরিবার মনুয়ার পক্ষে আরও এক আইনজীবীকে নিযুক্ত করে। এই নিয়েই গোলযোগের সূত্রপাত। বারাসত আদালতের আইনজীবী সমর ঘোষাল জানান, এ পর্যন্ত মনুয়ার হয়ে ২ জন সরকারি ও ৩ জন ব্যক্তিগত আইনজীবী নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর মন্তব্য, বারবার আইনজীবী বদলে সুকৌশলে মামলাটি দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে মনুয়ার জামিন সুনিশ্চিত করতে। উল্লেখ্য, এদিন অনুপমের বাবা অসুস্থ থাকায় আদালতে হাজির হতে পারে পারেননি। কিন্তু হাজির ছিলেন অনুপমের মা, কাকা, কাকিমা সহ অন্যান্য পরিজন। এদিকে গুরুত্বপূর্ণ এই মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ সহ বিচার প্রক্রিয়া এত দেরি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ অনুপমের পরিবারবর্গ। প্রতিদিনই তারা আদালতে এসে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে চোখের জল ফেলছেন।

বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে বজবজে বিবিআইটি পাবলিক স্কুলে শুরু হচ্ছে বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা। চলবে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন শিক্ষা ও বিজ্ঞান মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মেলার মঞ্চে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজন থাকর্ছে বিশদ জানতে 8481063312 ও 9831168582 নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

সিঙ্গুরের ইকো পার্কে অশালীন কাজকর্মের অভিযোগে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি: সিঙ্গুরের ইকো পার্কের ভিতরে অশালীন ও অসামাজিক কাজকর্মে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল বলরামপুর ও বাগডাঙার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ পার্ক তৈরির জন্য একদিকে যেমন খালের পাড় কেটে নষ্ট করা হয়েছে, তেমনি আয় বাড়াতে পার্কের মধ্যে ছোট ছোট ঘর তৈরি করা হয়েছে। ওই ঘরগুলিতে প্রতিদিন অশালীন ও অসামাজিক কাজকর্ম চলছে। অবিলম্বে প্রশাসনকে বারবার জানানোর

পরেও কোন পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও জেলাশাসকের কাছে গণস্বাক্ষর করে নালিশপত্র জমা দিয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। এছাড়া পার্কের দক্ষিণ দিকে বাঁধের উপর ব্যয়বহুল সুসজ্জিত একটি খড়ের ঘর তৈরি করা হয়েছে। এই ঘরটিতে নারীপুরুষ যুগলকে পরিচয়পত্র যাচাই না করে অধিক অর্থের বিনিময়ে ঘন্টা হিসাবে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে মূলত অশোভনীয় কাজ করার জন্য।

উল্লেখ্য, এতে পার্কের বেশিরভাগ কর্মচারিরা জড়িত রয়েছেন। এই ইকোপার্কটি সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত বলরামপুর কাট–কুন্তি খালের বাঁধে অবস্থিত। ইকো পার্কটি পরিচালনা করার দায়িত্বে রয়েছেন বাগডাঙা ছিনামোড় গ্রাম পঞ্চায়েত। এর পঞ্চায়েত প্রধান ছায়া দে জানিয়েছেন, পার্কে কোনও অসামাজিক কাজকর্ম হয় না। গ্রামবাসীরা এই ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার করছে। প্রসঙ্গত, ইকো পার্কটি সিঙ্গুর ব্লকের অন্তর্গত হলেও চন্দননগর স্টেশন থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সামনেই পিকনিকের মরশুম রয়েছে। এখান থেকে অটো, ট্রেকার ও বাইকে করে অতি সহজেই পৌঁছানো যায়। এদিকে বিশ্বস্ত সূত্র অনুযায়ী জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৬তে চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করে কলকাতা ফেরার সময় এই জায়গার সৌন্দর্যায়ন করার জন্য নির্দেশ দেন। এরপর সিঙ্গুর ব্লকের বাঘডাঙা ছিনামোড় গ্রাম পঞ্চায়েত কাট–কুন্তি খালের দক্ষিণপাড়ে ইকো পার্ক গড়ে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, প্রায় ৮০০ একর বর্গমিটার এলাকা জুড়ে বৃক্ষরোপণ ও সৌন্দর্যায়ন করে সিঙ্গুরে ইকো পার্ক তৈরি হয়েছে। সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অদৈত্য দাসের ব্যবহার মোটেই ভাল নয়। তিনিই গ্রাম প্রধানের একমাত্র পরামর্শদাতা।

অদৈত্যবাবুর উপর প্রধান ছায়া দে'র আত্মবিশ্বাস আছে যথেষ্টই। তিনিই এই সকল নোংরা কার্যকলাপে চূড়ান্ত মদত দেওয়ার মানুষ বলে অভিযোগ। এই পার্কটি তৈরির জন্য প্রায় ৮২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। যা এমজিএন আরজিএন প্রকল্প থেকে খরচ হয়। এ ঘটনা প্রসঙ্গে বলরামপুর গ্রামের বাসিন্দা পরিবেশ সুরক্ষা সমিতির সভাপতি তারক চন্দ্র সরকার (৭২) জানান, কুন্তি খালের দক্ষিণ পাড়ে সিঙ্গুর ইকো পার্কে কীভাবে নোংরামো চলছে তা স্থানীয় গ্রামবাসীরা ভালো করেই জানেন। কিন্তু এভাবে আয় বাড়ানোর জন্য কী এ ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইকো পার্ক গড়ে তোলার সময়ই আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। যদিও তারকবাবুকে কে বা কারা জোরালো হুমকি দেন।

এসব বন্ধ করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে বারবার জানালেও তাঁরা আমাদের কথায় কোনও কর্ণপাত করছে না। তাই বাধ্য হয়েই জেলাশাসককের দ্বারস্থ হয়েছি আমরা। সম্প্রতি চন্দননগর মহকুমা আদালতে এই বিষয়ে জোরকদমে আইনানুগ মামলা চলছে। সবচেয়ে বড় কথা গ্রামের প্রবীণতম ব্যক্তিরা পার্কের মধ্যে ভ্রমণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

বিজেপির নবান্ন দখলের ডাক মহেশতলায়

দীপক ঘোষ : ১৯ নভেম্বর মহেশতলার ভরত ভবনে ৩০০ বিজেপি কর্মীর উপস্থিতিতে ৫ নম্বর মন্ডল কমিটির সভাপতি উমেশ দাস দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে কর্মী সম্মেলনের সূচনা করেন।

সম্মেলনে বিজেপি রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি রাজকমল পাঠক আগামী বিধানসভা নির্বাচনে নবান্ন দখলের ডাক দিলেন। তিনি বলেন আমরা ১৮টি রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় রয়েছি। কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি । ইতিমধ্যে মুকুল রায় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে চলে এসেছেন। তিনি বলেছেন ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সরকার গড়বে। উপস্থিত কর্মীদের বলেন মহেশতলায় বহু বেআইনি কাজ করে চলছে তৃণমূল। এই কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য কর্মীদের একত্রিত হয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে। রাজ্যের পুলিশ তৃণমূলের কথায় চলছে, তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করতে হবে। কর্মীদের আরও কঠোর হতে হবে এবং দুর্নীতি দমন করতে হবে। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে ২০টির বেশি আসন বিজেপি পাবে। আর ২০২১ সালে নবান্ন দখল করবে বিজেপি।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেত্রী ও চলচ্চিত্র শিল্পী দেবিকা মুখোপাধ্যায়, রাজ্য কমিটির সদস্য বিকাশ ঘোষ, উমেশ দাস সহ বহু নেতা কর্মী। দেবিকা মুখোপাধ্যায় বলেন, রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে যেহেত হবে আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। এদিন সুচিত্রা মণ্ডলের উদ্যোগে কর্মী সম্মেলন ও কার্যকমিটির বৈঠকটিও সম্পূর্ণ শেষ হয়।

পঞ্চায়েতের উন্নয়নে খুশি গ্রামবাসীরা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘন্টা বাজতে আর বেশি দেরি নেই। বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নের জন্য টাকাও এসে গিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সমস্ত পঞ্চায়েত প্রধানরা মাঠে নেমে পড়েছেন গ্রামগুলিকে ঝাঁ চকচকে করার জন্য। রাস্তা ঘাট, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সব কিছু মিলিয়ে নতুন রূপ দিতে চলেছে পঞ্চায়েত প্রধানরা।

সোনারপুর খেয়াদহ–১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গোরা চন্দ্র নস্করের এলাকায় দেখা গেল পুরোদমে কাজ চলছে। রাস্তার ধারে ড্রেন, আলো স্তম্ভ, পাড়ায় পাড়ায় পানীয় জলের ব্যাবস্থা হয়েছে, এছাড়া টিউবওয়েল লাগানো হয়েছে। কোথাও ঢালাই রাস্তা আবার কোথাও ঝামা দিয়ে লম্বা রাস্তা তৈরির কাজ শেষ। পঞ্চায়েত প্রধান গোরাবাবু বলেন, এবার আমাদের কাছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে টাকা এসেছে ৯৫ লক্ষ টাকা। কাজ প্রায় শেষের দিকে।

পঞ্চায়েত অফিসটিকে নিজের মত করে সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন

খেয়াদহ ১

প্রধান। দোতলায় এক ধারে অফিসের কর্মীদের বসার ব্যাবস্থা, অন্য দিকে মানুষকে পরিষেবা দেবার জন্য সিড়ি দিয়ে উঠেই গোরাবাবুর চেম্বার। এরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে কেন? নির্বিঘ্নে কাজের সুবিধার জন্য। দোতলায় কনফারেন্স রুম করেছেন প্রধান, তার পাশেই রয়েছে ১০০ দিনের কাজের পর্যালোচনা করার জন্য এক বিশাল হলঘর। বাড়িটির নিচে একটি ব্যাঙ্ককে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। বলতে গেলে একেবারে সুষ্ঠভাবে কাজ পরিচালনা করার জন্য এই অফিসকে নতুন ভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যন্ত গ্রামের ভিতরে ঢুকে শ্যামল মণ্ডল নামে এক গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায় এরকম উন্নয়ন বিগত ৪০ বছরে হয়নি। অনেক দিন আগে পর্যন্ত পানীয় জল বহু দূর দূরান্ত থেকে নিয়ে আসতে হোত। আর স্নান করতে হোত পুকুরে। আলো বলতে কিছুই ছিল না। মা–মাটি–মানুষের সরকার আসার পরে বাসিন্দারা একটু একটু করে সুখ সাচ্ছন্দের জীবন যাত্রার মধ্যে প্রবেশ করেছে। বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তা ঘাট ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, শৌচালয় ও ১০০ দিনের কাজ অনেক কিছু পাবার পর গ্রামবাসীদের জীবনের মান উন্নত হয়েছে। গোরাবাবু বলেন এসব ছাড়া গরিব মানুষের বিয়ে বা কেউ মারা গেলে বা লেখাপড়া বা বস্ত্র বিতরণের জন্য আমরা সাহায্য করে থাকি পঞ্চায়েতের তহবিল থেকে।

শুধু তাই নয় আমার বাড়িতে প্রায় দিন গরিব দুঃস্থরা আসে সামান্য কিছু সাহায্যের জন্য। ব্যক্তিগত ভাবে আমি সাহায্য করে থাকি। খেয়াদহ– ১ পঞ্চায়েত গ্রামে ঢুকলে বোঝা যাবে আগের থেকে কতটা পরিবর্তন হয়েছে। বাসিন্দাদের বক্তব্য আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা আমাদের প্রধান গোরা নস্করকে পুনর্নির্বাচিত করে আমদের কাছে পেতে চাই। কারণ গ্রামবাসীদের বিশ্বাস জন্মেছে, পঞ্চায়েত প্রধান গোরা নস্করের উন্নয়নের কাজে বদ্ধপরিকর।

ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী

মলয় সুর, চন্দননগর: ভদ্রেশ্বর পুরসভার নিহত চেয়ারম্যান মনোজ উপাধ্যায়ের পর চেয়ারম্যান কে হবেন তা ঠিক করতে গত ৪ ডিসেম্বর সোমবার কলকাতা নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এক বৈঠক হয় পুরসভার সমস্ত কাউন্সিলারদের সঙ্গে। কাউন্সিলারদের নিয়ে হুগলি জেলার পর্যবেক্ষক ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জোরালো বৈঠক করেন। এরই পাশাপাশি জেলার সভাপতি তপন দাশগুপ্ত স্থানীয় বিধায়ক তথা পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও চন্দননগর বিধানসভার অবজার্ভার এবং বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, ২১ নভেম্বর ভদ্রেশ্বর গেটবাজারের জয় ভারত সংঘ ক্লাব থেকে সহকর্মী রমেশ দুবে (চিন্টু) বাইকে করে কলিঙ্গ নগরে বাড়ি ফেরার সময় জিটি রোডের সংলগ্ন গলিতে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান তথা শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মনোজ উপাধ্যায়। ওই ঘটনার পর থেকে পুরসভার সমস্ত কাজকর্ম ও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন উপ–পুরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী (খোকা)। বর্তমানে দল তাঁকেই পুরসভার সমস্ত কাজকর্মের ভার সামলানোর দায়িত্ব দেন। এই ভাবনার সঙ্গে পুরসভার সমস্ত কাউন্সিলার একমত হওয়ার উদ্যোগ নেন। প্রলয়বাবুর ওয়ার্ড ১৮ নম্বর ভদ্রেশ্বর পালবাগানে। তিনি এই ওয়ার্ড থেকেই বিপুল ভোটে জয়ী হন। কাজের লোক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম রয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ৯ ডিসেম্বর – ১৫ ডিসেম্বর

নেতা ও শিল্পপতির কালীঘাট আগমন

কিছুদিন আগে শিল্প সফরে বিলেত গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখা করেছিলেন স্টিল টাইকুন লক্ষ্মী নারায়ণ মিত্তলের সঙ্গে। তার অব্যবহিত আগে মুম্বইতে মুখ্যমন্ত্রী হাজির হন ভারতীয় শিল্পমহল জগতের বেতাজ বাদশা মুকেশ আম্বানির বাড়িতে। বলাবাহুল্য, দুটি ক্ষেত্রেই যে আপ্যায়ন মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছেন তা প্রশ্নাতীত। মুকেশ আম্বানির কথাই বলা যাক প্রথমে। মুখ্যমন্ত্রী যখন তাঁর বাড়িতে যান তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে ছিলেন মুকেশের স্ত্রী নীতা আম্বানি। ঘটনাচক্রে ওইসময় আমেরিকায় থাকার কথা ছিল মুকেশেরও। কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আসবেন খবর পেয়ে একদিন যাত্রা পিছিয়ে দেন মুকেশ ধীরুভাই আম্বানি। রিলায়েন্সের কর্নধারের এই সৌজন্যের পাশাপাশি উল্লেখ করতে হচ্ছে ইস্পাত শিল্পের সর্বাধিনায়ক লক্ষ্মী নারায়ণ মিত্তলের কথাও। বস্তুত ইংল্যান্ডে মিত্তল সাহেবের বাড়ি সটান হাজির হয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

সেই সৌজন্য ষোলোআনা ফিরিয়ে দিয়ে অতি সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে সস্ত্রীক ঘুরে গেলেন এই স্টিল টাইকুন লক্ষ্মী নারায়ণ মিত্তল। একইদিনে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে এসেছিলেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ সিং যাদব। অখিলেশের সঙ্গে ছিলেন এই রাজ্যের বাম জমানার দীর্ঘদিনের মৎস্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির বর্তমান রাজ্যসভা সাংসদ কিরণময় নন্দ। মিত্তল ও অখিলেশ দুজন সম্পূর্ণ আলাদা দুটি জগতে বিচরণ করেন। একজন ব্যবসা বাণিজ্যটাকে গুলে খেয়েছেন। জানেন কখন কোথায় লগ্নি করতে হয়, ও তার জন্য কী করণীয়। হয়তো আগামীতে এই রাজ্যে তেমন কোনও সম্ভাবনার অঙ্কুর প্রত্যক্ষ করেছেন মিত্তল সাহেব। তাই তাঁর মমতা–সাক্ষাতে এত উদগ্রীব হয়ে ওঠা। যদিও রাজ্যে যদি শিল্প আসে, আর তা যদি মিত্তলের মতো হেভিওয়েটের হাত ধরে হয় তবে তাকে স্বাগত জানাতে সবার আগে অগ্রসর হবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীই। সেক্ষেত্রে রাজ্যের লাভও বিশাল। এ রাজ্যে এত বড় কর্মসংস্থানের সুযোগ তো সবসময়ই স্বাগত। টাটা বিদায়ের জন্য যাঁরা কথায় কথায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গাল পাড়েন, সেই তাঁরাও বোঝেন শিল্পের প্রয়োজনীয়তা। এটা ঠিক রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ৬ বছর কেটে গেলেও শিল্পের ভাঁড়ার শূন্যই থেকে গিয়েছে। সুদীর্ঘ বাম আমলে একরকম মরুভূমিতে পরিণত হওয়া শিল্প বন্ধ্যা পরিস্থিতিকে পালটাতে রাজ্যে শিল্পায়নের জোয়ার আনতেই হবে। বড় শিল্প নাই বা হোক, ছোট–মাঝারি শিল্পের আগমন হলেও তাকে কুর্ণিশ জানাতে হবে জোরকদমে। তাই সব ভুলে লক্ষ্মী মিত্তলের এই কালীঘাট আগমনকে ইতিবাচক ভেবেই এগোচ্ছি আমরা। পাশাপাশি অখিলেশ সিং যাদবের তৃণমূল নেত্রীর বাড়িতে আসাটাও জাতীয় রাজনীতির পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ ও বার্তাবহনকারী। গুজরাত নির্বাচনের আগে চাপে থাকা বিজেপিকে আরও ঠেসে ধরতে এক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব যে খুবই জরুরি তা বিলক্ষণ বুঝেছেন মুলায়মপুত্র।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

আত্মা যাহাতে জ্ঞানলাভ করিতে পারে এবং জ্ঞানের দ্বারাই আত্মা নিজেকে মুক্ত করিতে পারে ইহাই প্রয়োজন। যদি সর্বদাই একথা স্মরণ রাখি, তবে কখনই প্রকৃতিতে আসক্ত হইব না, আমরা বুঝিব যে, প্রকৃতি আমাদের একটি পাঠ্যপুস্তক মাত্র। উহা হইতে জ্ঞানলাভ করিবার পর আমাদের নিকট ওই গ্রন্থের আর কোন মূল্য থাকে না। তাহা না করিয়া প্রকৃতির সহিত আমরা নিজেদের মিশাইয়া ফেলিতেছি, ভাবিতেছি আত্মাই প্রকৃতির জন্য। চলিত কথায় আছে, আমরাও মনে করি মানুষখাবার জন্যই বাঁচে, বাঁচার জন্য যে খায়–তা নয়। আমরা ক্রমাগত এই ভুল করিতেছি, প্রকৃতিতেই আমি ভাবিয়া উহাতে আসক্ত হইতেছি। এই আসক্তি হইতেই আত্মার উপর গভীর সংস্কার পড়ে। এই সংস্কারই

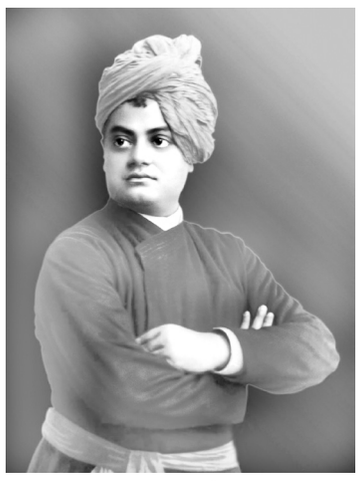

আমাদিগকে বদ্ধ করে এবং স্বাধীনভাবে কর্ম করিতে না দিয়া ক্রীতদাসের মতো কর্ম করায়।

এই শিক্ষার সারমর্ম এই যে প্রভুর মতো কর্ম করিতে হইবে, ক্রীতদাসের মতো নয়। সর্বদা কর্ম কর, কিন্তু দাসের মতো কর্ম করিও না। সকলে কিভাবে কর্ম করিতেছে, তাহা কি দেখিতেছ না? কেহই সম্পূর্ণভাবে কর্মহীন হইতে পারে না। শতকরা নিরানব্বই জন লোক ক্রীতদাসের মতো কর্ম করিয়া থাকে–তাহার ফল দুঃখ, ঐরূপ কর্ম স্বার্থপর। স্বাধীনতার সহিত কাজ কর, প্রেমের সহিত কাজ কর। 'প্রেম' শব্দটি হৃদয়ঙ্গম করা বড় কঠিন। স্বাধীনতা না থাকিলে কখনো প্রেম আসিতে পারে না। ক্রীতদাসের পক্ষে যথার্থ প্রেম সম্ভব নয়। একটি ক্রীতদাস কিনিয়া শৃঙ্খলে বাঁধিয়া তাহাকে দিয়া কাজ করাও, সে বাধ্য হইয়া একটানাভাবে কাজ করিবে, কিন্তু তাহার অন্তরে কোন ভালোবাসা থাকিবে না। এইরূপ আমরাও যখন সাংসারিক ব্যাপারে ক্রীতদাসের মতো কাজ করি, আমাদেরও অন্তরে কোন ভালোবাসা থাকে না। আমাদের এই কাজ প্রকৃত কর্ম নয়।

ফেসবুক বার্তা

রাজনীতিকদের কাছে গণ–আবেগ কী সবরকম আইন–কানুনের উর্দ্ধে?

নির্মল গোস্বামী

আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা বর্তমানে একটা নতুন শব্দবন্ধকে হাতিয়ার করে সবরকমের অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছে খুব সহজেই। শব্দটা হল 'জনগণের আবেগ'। অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন যে শব্দটা তো নতুন নয়। জনগণের আবেগ এতো বহুশ্রুত, বহু ব্যবহৃত একটা শব্দ। হ্যাঁ ঠিকই বহু ব্যবহৃত শব্দ। কিন্তু ইদানিং শাসকরা তাদের দলীয় কর্মীদের অনৈতিক–বে–আইনি কাজকে বৈধতা দেওয়ার জন্য যে ভাবে উক্ত শব্দটির ব্যবহার করছে অতীতে তা হয়নি। দেশের প্রচলিত আইন, সংবিধান, মানুষের মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন যখনই হচ্ছে–আইন রক্ষার অপারগতাকে আড়াল করার জন্য জনগণের আবেগকে অজুহাত হিসাবে খাড়া করছে। নেতাদের কথাবার্তা বা আচার আচরণ দেখেশুনে মনে হচ্ছে যেন জনগণের আবেগের কাছে আইন হার মানবে, মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হবে এটাই সাংবিধানিক নিয়ম। জনগণের আবেগের কাছে আইনের রক্ষকদের কিছু করার নেই এটাই যেন প্রশাসনিক দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে পদ্মাবতী সিনেমাকে নিয়ে যা হচ্ছে এবং দেশের শাসকরা যে ভাবে প্রশাসনিক মদত যুগিয়ে চলেছে তাতে আজ আমজনতা ভাবতে বাধ্য হচ্ছে যে এ দেশে কার অধিকার অগ্রাধিকার পাবে? আইনের না, গণ–আবেগের? দেশে বারোটা রাজ্যে এবং কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় বিরাজ করছে বিজেপি দল। সেই দলের পক্ষে এতোদিন ধরে কোনও নেতা কোনও কথা বলেনি। একের পর এক মুখ্যমন্ত্রীরা তাদের রাজ্যে পদ্মাবতীর মুক্তি হবে না বলে ঘোষণা করেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীরব। কেন পদ্মাবতী দেখানো হবে না? অজুহাত হিসেবে বলা হচ্ছে, না করনি সেনার আপত্তি। কেন করনি সেনার আপত্তি? না ছবিতে পদ্মাবতীর চরিত্রকে বিকৃত করা হয়েছে? কে দেখেছে ছবিটা? না কেউ আজ পর্যন্ত দেখেনি। তাহলে কি করে জানা গেল যে পদ্মাবতীকে অপমান করা হয়েছে? রাজপুত বীরত্বকে লঘু করে দেখানো হয়েছে? কে বলল যে জহর ব্রতকে গুরুত্বহীন ভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে? উত্তর হল কেউ না। সেন্সর বোর্ডে এখনও ছবিটি যায়নি। তাহলে করনি সেনা বা রাজপুত বীরদের ধারক বাহকরা এতো কিছু জানল কী করে? তার উত্তর নেই। তবে ভাবাবেগ আছে। রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসক হল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁরা কেমন ভাবে জানল যে ছবিটি রাজ্যে চালানোর পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ। তাই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে? তাদের উত্তর হল রাজ্যের মানুষের ভাবাবেগের কথা ভেবে আইন শৃঙ্খলার অবনতি যাতে না হয়, তাই অগ্রিম পদক্ষেপ। খুব ভালো কথা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা এমন কাজ করেই থাকে। কিন্তু তারও একটা প্রশাসনিক ভিত্তি থাকে। কোনও বিষয়ে আইবি–রিপোর্ট থাকলে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য আপৎকালীন কড়া পদক্ষেপ করতেই পারে। কিন্তু বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে কী আইবির তেমন কোনও ইনফরমেশান ছিল? যে ছবি রিলিজই হল না, যে ছবি কেউ কোনওদিন দেখলই না, তা আইবিরা কেমন করে জানল যে ছবিটাতে রাজপুত ভাবাবেগকে অসম্মান করা হয়েছে?

যুক্তি কিছুই নেই। এখানেও আবেগ। কিসের আবেগ? না ভোট জেতার আবেগ। সামনে ভোট। প্রতিটি রাজ্যে ১৬–১৭ শতাংশ রাজপুত ভোট আছে। তাই তাদের আবেগকে সুড়সুড়ি দিয়ে নিজেদের দিকে ভোটের ঝোল টানতে ব্যস্ত।

আমরা সকলেই জানি যে আবেগের বশবর্তী হয়ে মানুষ ভালো কাজ যত করে তার শতগুণ বদ কাজ করে। আবেগ যুক্তি মানে না। তাই আবেগের প্রশ্ন এলেই যুক্তি বিবর্জিত কাজের কথাই মনে ভেসে ওঠে।

আবেগের স্বপক্ষে অপযুক্তিই

কাজ করে। আর তাই আইন না মানতেই প্ররোচিত করে মানুষকে। আইন আর আবেগের বৈরিতা সর্বজনবিদিত। উত্তর ভারতে প্রায়ই শোনা যায় কে পারিবারিক সম্মান বজায় রাখার আবেগে অন্য জাতের ছেলেকে বিয়ে করার অপরাধে মা বাবা ভাই মিলে খুন করে নিজের মেয়েকে। আবেগ এমনই অন্ধ যে শুধু অপত্য মমতাকে পদদলিত করে তাই নয়, একজন মানুষের বাঁচার মৌলিক অধিকারটুকুও ছিনিয়ে নেয়। আইনের ফাঁস থেকে যে রেহাই পাবে তারও নিশ্চয়তা থাকে না। তবু 'আশার কিলিং' ঘটে চলেছে। অতি সম্প্রতি উত্তর প্রদেশে একটি শিহরণ জাগানো ঘটনা ঘটেছে। একটি মেয়ে তার পছন্দের ছেলের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। পরে বাড়িতে ফিরে আসার পর তার বাবা, কাকা ও দাদারা মিলে তাকে গণধর্ষণ করে। মেয়েটি নিজে গিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। এগুলি নিছকই পারিবারিক আবেগ। এরপরই আসে গোষ্ঠীর আবেগ। আরও একটু বড় পরিসরে গেলে জাতি বা সম্প্রদায়ের আবেগ এসে পড়বে। যেমন রাজপুত আবেগকে আমরা বর্তমানে প্রত্যক্ষ করছি। ভিত্তিহীন, যুক্তিহীন অথচ নিয়ন্ত্রণহীন।

আমাদের মন্ত্রী বা এমএলএ, এমপিরা যখন শপথ বাক্য পাঠ করে তখন বলে যে 'বিধিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত ন্যায় ও আইনের পথে থেকে কাজ করবে। তারপরই সব ভুলে যায়। তাঁরা ততটুকুই আইনের পথে চলেন যতটুকু দল ও কর্মীদের স্বার্থহানি না হয়। জনগণ যেমন আবেগ বশীভূত হয়ে দাদরি ঘটায়। গো রক্ষার নামে ট্রেনে, বাসে পথেঘাটে আইন হাতে নিয়ে মানুষ মারে। নেতারা চুপ। প্রশাসনের গয়ংগচ্ছ ভাব। আবার কলেজ ছাত্ররা আবেগতাড়িত হয়ে প্রিন্সিপ্যালকে মারধর করে। নেত্রী বাচ্চা ছেলের কাজ বলে ঘটনাকে গুরুত্বহীন করে দেয়। প্রশাসনও হাত গুটিয়ে নেয়। এরকম হাজার ঘটনা ঘটে চলেছে যেখানে আইনের শাসন অচল হয়ে পড়ে। আবার রাজনীতির প্রয়োজনে আবেগকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে 'জনরোষ' বলে দিব্যি চালিয়ে দেয় শাসকরা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বাম আমলের অনেক ঘটনার কথা। সাঁই বাড়ি হত্যাকাণ্ড জনরোষ, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মধুসূদনপুরের হত্যাকাণ্ড জনরোষ। বিজন সেতুতে আনন্দমার্গীদের পুড়িয়ে মারার পরবর্তী জনরোষ। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, অধুনা তৃণমূলের রাজ্যসভার এমপি মানস ভুঁইয়া একবার বর্ধমানের মঙ্গলকোটে কোনও একটা ঘটনার প্রেক্ষিতে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা (পড়ুন বীরপুঙ্গব কমরেডরা) এমন তাড়া করেছিল যে জুতো হাতে কাঁচা খুলে ছুটে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছিল এই চিকিৎসক নেতাকে। বাম নেতারা সেদিন গণরোষের দোহাই দিয়েছিল। প্রশ্ন হল জনরোষ কী আইনের উর্দ্ধে? এমনি জনরোষের নাম করে বাম আমলে কত বিরোধী পক্ষের লোকের ধোপা, নাপিত বন্ধের ফতোয়া দিয়ে শায়েস্তা করেছে তার হিসাব নেই। কত বিপন্ন চাষির ক্ষেত মজুর বন্ধ করে চাষ বন্ধ করে তাকে ভিখারি বানিয়ে ছেড়েছে–হয় মরেছে নয়তো অসহায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। এসবই দল দ্বারা জনরোষের উদাহরণ।

মানুষের আবেগ বা রোষ যে সোজা পথে যুক্তি পথে চলে না তা সবারই জানা। তাই তো মানুষের ভাবাবেগকে প্রশমিত করে সঠিক পথে চালনার জন্যই দেশে আইনের সৃষ্টি হয়েছে। সেই আইন ভঙ্গকারীদের শাস্তি দেবার জন্য আদালতের সৃষ্টি হয়েছে। আইনকে কার্যকরী করে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিশাল প্রশাসন রয়েছে রাষ্ট্রের। আবার প্রশাসন যাতে স্বেচ্ছাচারি হয়ে আইনের বাইরে কাজ না করে তার তদারকের জন্য রাজনৈতিক দল তৈরি করার অধিকার দিয়েছে সংবিধান। ভোটে জিতে প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল যে দল ক্ষমতায় এসেই আইনের শাসনকে বিলম্বিত করে। এটাই যেন তাদের মুখ্য কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষমতায় বসেই মুখ্যমন্ত্রীকে থানা থেকে আসামী ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। আবার ঘৃণ্যতম নারী নির্যাতনের ঘটনায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা গিয়েছে এরকম ঘটনা তো কতই ঘটে। ছোটছোট বিচ্ছিন্ন ঘটনার অভিঘাত কিন্তু গভীরে কাজ করে নিঃশব্দে। অপরাধীরা আইন ভাঙার উৎসাহ পায় সে ব্যক্তি পরিসরে হতে পারে আবার গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে জাত সম্প্রদায়ের নামে সেই জিনিসই চলেছে আমাদের দেশে। করনী সেনার ভাবাবেগ বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠেছে বর্তমানে। হতে পারে ঘটনা নয়। সবই রাজনীতির ফসল। আইন না মানাটাই রাজনীতির অভিমুখ।

ধূমপান সমাজে একটি মারণ ব্যাধি

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান জীব মানুষ। আবার এই মানব জাতিই সমাজের সবথেকে সচেতন ও সহনশীল নাগরিক। এত কিছুর পরও মানুষ কে গ্রাস করছে একটা বিশাল আকৃতির সমস্যা। তা হল নেশাজাত দ্রব এবং নেশা। মানুষ নেশার প্রতি যেন সব সময় একটু দুর্বলতম। এই মানব সমাজ যত রকমের নেশার প্রতি আগ্রহ দেখায় তার মধ্যে অন্যতম ধূমপান। এই মানব সমাজ জেনে বুঝে ও এই নেশার প্রতি আগ্রহ খুব খুবই বেশি। সব দিক জেনে বুঝেও এই ধূমপানের প্রতি মানব জাতির এক দূর্লভ প্রেম। বিড়ি,চুরুট,সিগারেট অন্যতম।

ধূমপান সাধারণত দুই প্রকারের। যারা ধূমপান করেন এবং যারা ধূমপায়ীদের কাছাকাছি থাকেন উভয়ই সমান ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। সুস্থভাবে জীবনে বাঁচতে গেলে প্রকৃতির মনোরম বাতাস না সিগারেটের ধোঁয়া। এটা অবশ্যই এই সভ্য মনুষ্য সমাজের উপর বিচার্য।

ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক এই কথাটি সর্বত্র বিদ্যমান। তাই নিকোটিন আমাদের সুস্থ শরীরে যেভাবে দিনের পর দিন জমছে তা সত্যিই উদ্বেগজনক। কৈশোর থেকে বৃদ্ধ সব স্তরের মানুষজন এই নেশায় আসক্ত। সকালে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার আগেই মানুষের হাতে থাকে জ্বলন্ত সিগারেট। তারপর বাজার,বাসে ,অটো কিংবা ট্রেনে তো আকচার সিগারেট,বিড়ি হাতে মনুষ্যসমাজের শিক্ষিত সচেতন মানুষের দেখা মেলে। সিগারেটের প্যাকেটে বড় বড় হরফে লেখা তামাকজাত দ্রব্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাসত্ত্বেও উজ্জ্বল হাসি মুখে চড়াদামে তা কিনে পকেট বন্দি করছে। আর উঠতি যুব সমাজ বাবা মায়ের কাছ থেকে নানা ফন্দি ফিকির করে টাকা পয়সা নিয়ে স্কুল কলেজ সহ সর্বত্র নেশায় বুঁদ। বর্তমান সমাজে এ এক কঠিন মারাত্মক ব্যাধি।

আবার ডাক্তাররাই নিষেধ করেন ধূমপান ক্ষতিকারক। অথচ সেই ডাক্তারবাবুই জ্বলন্ত সিগারেট হাতে রোগীর প্রেসকিপশন লিখতে ব্যস্ত। এ এক অচেনা অজানা বিচিত্রময় যেন এক নাট্যমঞ্চ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শোনা যায় ধূমপান মানুষকে প্রবল মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হল এই মানসিক চাপ মুক্ত না শ্মশান,কবর স্থানের দরজা উন্মুক্ত?

এব্যাপারে দেখা যাক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। তামাকজাত যেসব পাতা জ্বালিয়ে ধোঁয়া তৈরি হয় তাতে থাকে প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ। আর এই সব রাসায়নিক পদার্থ কে একত্রে টার বলে। আর এই টার জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ শরীরের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক। একে কারসিনোজেনিক পদার্থ বলা হয়। যা মানব সমাজে ক্যানসারের কারণ। ধূমপানে মানবজাতি আজ ব্যাপক ভাবে আসক্ত। সাধারণত ধূমপানের ফলে নিকোটিন প্রায় ১০সেকেন্ডের মধ্যে মস্তিকে পৌঁছে যায়। আর নিকোটিন পৌঁছানোর পরই শরীর নিস্তেজ করে দেয়। ফলে আমরা বলতে থাকি সিগারেট বা ধূমপান মানসিক চাপ কমায়। কিন্তু ফলাফল যে মারাত্মক সে সম্পর্কে আমরা আমল না দিয়েই মৃত্যু পথযাত্রী হতে বসেছি সেদিকেই কোনও রকম ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রকাশিত একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে তামাকজাত দ্রব্য সেবনে আমেরিকায় প্রতিবছর প্রায় এক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। আর মানুষের ফুসফুসের রং যেখানে গোলাপি সেখানে কলকাতার মতো জায়গা যেখানে দূষণের মাত্রা বেশি সেখানে ফুসফুসের রং ছাই রঙের মতো। অতএব একটি জীবন ছাই হতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। আমরা প্রগতিশীল মনুষ্য সমাজ ছাই হওয়ার জন্য আগ্রাসী।

ডাঃ তরুণ মন্ডল

আনোয়ার হোসেন কাসেমী।

ডাঃ লোকনাথ সা

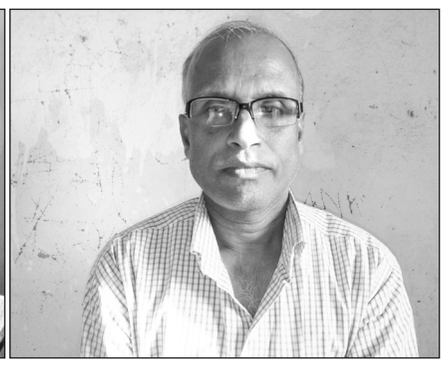

যাদব চন্দ্র বৈদ্য

এই ধূমপান বিষয়ে প্রাক্তন সাংসদ তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ তরুণ মন্ডল বলেন, প্রচার সচেতনতার ফলে বিগত ২০ বছরের তুলনায় বর্তমানে খুব সামান্য কমেছে ধূমপান। আগে পথে ঘাটে ধূমপান দেখাই যেত না,আর বর্তমানে প্রকাশ্যে ধূমপানের মাত্রা বেড়েই চলেছে। আগে অনেক বয়স্ক দোকানদারের কাছে সিগারেট কিনতে যাওয়ার সাহস হতো না ,বর্তমানে কে নাবালক কে সাবালক না বিচার করে দোকানদার ব্যবসার খাতিরে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করেন। যেটা ১০–১৫ বছর আগে হতো না। আগে রাস্তাঘাটে সিগারেট,বিড়ি মুখে কাউকে দেখলে প্রতিবাদ করা সম্ভব হতো আর বর্তমানে সেই প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে গিয়ে মানুষ অম্লানবদনে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। তবে মানুষ ইচ্ছা করলে এই মারণ রোগ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সুস্থ পরিবেশে বাঁচতে পারে।

বিশিষ্ট শিক্ষক যাদব চন্দ্র বৈদ্য বলেন, আজকাল ধূমপানের মাত্রা ব্যাপক হারে বেড়েই চলেছে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্রই ধূমপানের ছায়ায় জর্জরিত। এই নেশায় আক্রান্ত হয়ে অনেক ভালো ভালো ছাত্র–ছাত্রী সমাজের মূল স্রোত থেকে হারিয়ে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। আর প্রকাশ্যে রাজপথে মেয়েরা যেভাবে ধূমপান করছে তা সমাজের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক।

আরও এক বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ লোক নাথ সা বলেন, ধূমপান সমাজের একটা মারাত্মক ব্যাধি। এটা বন্ধ হওয়া উচিত। না হলে এর মাশুল দিতেই হবে। কেউই রোধ করতে পারবে না

বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা শিক্ষক আনোয়ার হোসেন কাসেমী বলেন, ধূমপান স্বাস্থের পক্ষে ক্ষতিকারক জেনেও আমরা ধূমপানের নেশায় আসক্ত হই। ক্যানসার কিভাবে সারবে আমরা সে বিষয়ে ব্যাপক সচেতন। কিন্তু ক্যানসারের উপত্তি স্থল তামাকজাত দ্রব্য সেটা জেনে ও বেশি করে ব্যবহার করা হয়। এবিষয়ে সকল স্তরের মানুষের সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি না হলে এই ব্যাধি রোধ করা সম্ভব নয়।

পাঠকের কলমে

এডু–পলিটিক্স নিপাত যাক

শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির অনুপ্রবেশ নিয়ে আমাদের রাজ্যে বছর খানেক ধরে অনেক আলোচনা চলছে। মাঝেমধ্যে মনে হচ্ছে এবার বুঝি সত্যি সত্যি রাজনীতির হস্তক্ষেপ মুক্ত হবে স্কুল–কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। কিন্তু ভাবাই সার এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থাই হয়নি যার ওপর নির্ভর করে বলা যায় পঠনপাঠনের জগতকে কলুষিত করো না ও রাজনীতির কারবারীরা। তবে আশার কথা কোর্টে বল দ্রুত নড়াচড়া করছে। হয়তো নতুন বছরে এই বিষয়ে ইতিবাচক কিছু সিদ্ধান্ত আসবে। আর এডু–পলিটিক্স নিপাত যাক শীর্ষক লেখাটিকে তাই কুর্ণিশ জানাতেই হচ্ছে সর্বাগ্রে। যত এ ধরনের লেখা হবে তত চাপ বাড়বে সরকার তথা প্রশাসনের ওপর।

প্রদীপ্ত দাস, চাকদা, নদিয়া

আর্তর আড়ালে

অনেক মানুষই আছেন আর্তকে সাহায্য করতে চান বা আগ্রহী। দুঃস্থ বা বিপাকে পড়া মানুষকে উপকার করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না অনেক মহানুভব মানুষ। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা খতিয়ে দেখেন না যাকে বা যাদের সাহায্য করতে যাচ্ছেন তারা কোনও প্রতারক দলের সঙ্গে যুক্ত কিনা। এটা ঠিক অনেক হতদরিদ্র মানুষ আছেন যাদের সাহায্য দরকার। পাশাপাশি রয়েছে ভয়ঙ্কর প্রতারকরাও। যার একটা নমুনা আলিপুর বার্তার গত সংখ্যার 'সাহায্যের নামে নয়া প্রতারণা' শীর্ষক লেখায় হুবহু উঠে এসেছে। এধরনের লেখা আমাদের অনেক অন্ধকার দূর করে দিচ্ছে। আগামী দিনে এরকম লেখা আশা করি আলিপুর বার্তার পাতায় বারংবার উঠে আসবে। যা আমাদের সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

পাঁচুগোপাল দত্ত, বেনিয়াডাঙা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বীরভূম

পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ মূক বধির দম্পতি

অভীক মিত্র : সোশ্যাল মিডিয়া সবসময় যে সম্পর্ক ভাঙে তা নয়। সম্পর্ক জোড়ার কাজেও তা লাগে। ৭ মাস আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ বীরভূম জেলার ঈশ্বরপুর গ্রামের মূক ও বধির যুবতী তুলসী শর্মার সঙ্গে ছত্রিশগড় রাজ্যের বিলাসপুরের ২৯ বছরের বিএ পাশ মূক ও বধির যুবক শুভেন্দু সাহার। সেখান থেকেই দুই পরিবারের সম্মতিক্রমে সম্পর্ক গড়ায় ছাদনাতলায়। ২৯ নভেম্বর আমোদপুর অনুষ্ঠান ভবনে রীতিনীতি মেনে তুলসী–শুভেন্দুর চার হাত এক করলেন দুই পরিবার।

নির্মল ব্লক রাজনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'নির্মল ব্লক' হিসাবে ঘোষিত হল বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লক। ৩০ নভেম্বর বিকালে এক প্রশাসনিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঘোষিত হয় 'নির্মল রাজনগর ব্লক'। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় র‍্যালি দিয়ে। মূল অনুষ্ঠানটি হয় রাজনগর ডাকবাংলো নজরুল ভবনে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক পি মোহন গান্ধি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক চ্যাটার্জী, অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) উমাশঙ্কর এস, অতিরিক্ত জেলাশাসক (এলআর) অভিজিত মুখোপাধ্যায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) রঞ্জনকুমার ঝাঁ, অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলাপরিষদ) দীপেন্দু বেরা, সিউড়ি সদর মহকুমাশাসক কৌশিক সিনহা, রাজনগর ব্লকের বিডিও দীনেশ মিশ্র, রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু সহ বিশিষ্টজনেরা। এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে ঘোষিত হয় 'নির্মল রাজনগর ব্লক'। ২৮ নভেম্বর 'নির্মল ব্লক' হিসাবে ঘোষিত হল রামপুরহাট–২ নং ব্লক।

অভিষেক নির্দোষ, দাবি পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে সবচেয়ে বেশি এখন আলোচ্য বিষয় কলকাতার রানিকুঠি জিডি বিড়লা বিদ্যালয়ে নার্সারি ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত দুই শিক্ষককে নিয়ে। অভিযুক্ত শিক্ষক অভিষেক রায়ের বাড়ি বীরভূম জেলার বোলপুরের খোসকদমপুর গ্রামে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারীরশিক্ষা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছিলো অভিষেক। স্ত্রী রুপা রায় মালদহে বিএড পড়ছেন। অভিষেক নির্দোষ বলে সংবাদমাধ্যমের কাছে দাবি করেছে অভিষেকের মা এবং স্ত্রী। অভিষেক এইরকম একটা জঘন্য কাজ করতে পারে তা মানতে চান নি অভিষেকের পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব থেকে শুরু করে শিক্ষকরা পর্যন্ত।

রহস্যমৃত্যু, আটক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১লা ডিসেম্বর পারশুন্ডি গ্রামের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ভিতর থেকে ওই ব্যাঙ্কের অস্থায়ী কর্মী নন্দিতনন্দন মাঝির (৩৭) ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাকরতলা থানার পুলিশ। ৩০শে নভেম্বর রামপুরহাট থানার নারায়ণপুর গ্রামের রথতলা পুকুর থেকে উদ্ধার হলো তনু শেখ নামে এক দিনমজুরের মৃতদেহ। ২৮শে নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিলো তনু, বলে জানায় পরিবার। পুলিশ দুই যুবককে আটক করেছে। তারাপীঠ গীতাঞ্জলি হোটেল থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হলো ম্যানেজার সুকুমার পালের মৃতদেহ। মৃতের বাড়ি বোলপুরের জাম্বুনি এলাকায়। ২রা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় নলহাটির বাড়ি থেকে নলহাটি হীরালাল ভকত কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র সাহেব সাহুর (১৯) ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

শ্লীলতাহানির দায়ে জুতোপেটা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার সকালে মহিলা কর্মীদের শ্লীলতাহানি এবং কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে সিউড়ি লালদিঘীপাড়ার এক ল্যাবটেরি সেন্টারের মালিক মানস মন্ডলকে প্রকাশ্যে রাস্তায় জুতো, ঝাঁটাপেটা করলো নির্যাতিতা মহিলারা। মারের চোটে নিজের দোষ স্বীকার করেছে অভিযুক্ত। পুলিশ অভিযুক্ত ল্যাব মালিক মানিক মন্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে।

নাবালিকা বিয়ে রুখল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৯ নভেম্বর বোলপুর সুকান্তপল্লীতে এক নবম শ্রেণির ছাত্রীর বিয়ে রুখলো চাইল্ড লাইন। ডিসেম্বর মাসে নবম শ্রেণির ছাত্রীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিলো কাছারিপট্টির এক তরুণ যুবকের। ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত মেয়ের বিয়ে দেবে না বলে মুচলেকা দেয় ছাত্রীর পরিবার চাইল্ড লাইনের কাছে। রামপুরহাটে ১৭ বছর বয়সী এক নাবালিকা ছাত্রীর বিয়ে রুখলো চাইল্ড লাইন এবং প্রশাসন। ২৯ নভেম্বর বিয়ে ঠিক হয়েছিলো ওই ছাত্রীর। খবর পেয়ে ২৭ নভেম্বর বিয়ে বন্ধ করে চাইল্ড লাইন এবং প্রশাসন। ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেবে না বলে মুচলেকা নেওয়া হয় নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে। বীরভূম জেলায় বাড়ছে নাবালিকা বিবাহ।

সিডিপিও দফতরে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শিশু ও প্রসূতি মায়েরা পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছে না কেন এবং সমস্ত অঙ্গনাওয়াড়ি কেন্দ্রে ঘর,পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও শৌচালয় সহ অন্যান্য দাবিতে ২৮ নভেম্বর দুপুরে রামপুরহাট সিডিপিও দফতরে ডেপুটেশন দিলো রামপুরহাট শহর কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন শহর কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক মহ: ইমরান, কংগ্রেস নেতা প্রশান্তকুমার বোস, শহর কংগ্রেস সভাপতি ব্যবসায়ী শাহাজাদা হোসেন (কিনু) ও যুব কংগ্রেস, আইএনটিইউসি র নেতৃত্ববৃন্দ। শাহাজাদা হোসেন বলেন, 'মূল্যবৃদ্ধির কোপ রাজ্য সরকারের উৎসব মোচ্ছবে পড়ে নি। পড়েছে শুধু গরিব পরিবারের ছোটো ছোটো শিশু ও প্রসূতি মায়েদের খাবারের উপর।'

নবী দিবসে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : নবী দিবস উপলক্ষ্যে পাইকর জুলুস কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল পাইকরে গত ২ ডিসেম্বর। উপস্থিত ছিলেন শিবিরের আয়োজক মহম্মদ হাসিমুদ্দিন কাদারি, সমাজসেবী মহম্মদ আসিফ ইকবাল রাসেল। ৮২ জন রক্ত দেন। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবী হজরত মহম্মদের জন্মদিন 'নবী দিবস' রাজনগরে মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল ২ ডিসেম্বর। সুসজ্জিত ট্যাবলো নিয়ে আট থেকে আশি বর্ষীয় ধর্মপ্রাণ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন পরিক্রমা করে গোটা রাজনগর। বিশ্বনবীর শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেন। রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু বলেন, 'সম্প্রীতির এলাকা রাজনগর। এখানে হিন্দু মুসলমান সবাই ভাই ভাই। তাই দুর্গাপুজো, ভাইফোটা থেকে ইদ–মহরম–নবী দিবস সবকিছু উৎসবেই আমরা অংশগ্রহণ করে থাকি।' নবী দিবস উপলক্ষ্যে ১ ডিসেম্বর সাফাই অভিযান হয়ে গেল রাজনগরে। বিশ্বনবী হজরত মহম্মদের জন্মদিনকে সামনে রেখে রাজনগর রাহে ইসলাম কমিটির উদ্যেগে প্রায় শ'দেড়েক স্বেচ্ছাসেবক রাজনগর গোহাট থেকে শুরু করে বাজার থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত পরিস্কার করা হয়। শেখ নাজিম বলেন, 'বিশ্বনবী ভালোবাসতেন পরিচ্ছন্নতা। তাই আমরা নেমেছি সাফাই অভিযানে।'

গণপিটুনি, যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : চোর সন্দেহে এক যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল ইলামবাজার থানার বিলাতি পঞ্চায়েতের কুলুপডাঙা গ্রামে। বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ২৭ নভেম্বর রাতে মারা যায় শেখ এনামূল (৪০)। মৃতের বাড়ি জগদ্দলপুর গ্রামে। পরিবারের দাবি, পরিকল্পিতভাবে তাকে খুন করা হয়েছে।

জেলা পুলিশের সাফল্যে নতুন পালক রাজদীপ গ্রেফতার

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশ তথা দত্তপুকুর থানার সাফল্যের মুকুটে নিঃসন্দেহে এক নতুন পালকের সংযোজন কুখ্যাত প্রতারক রাজদীপ ওরফে কৌশিক দাসের গ্রেফতার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত রাজদীপের বয়স ৪০ বছর। সে কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়ে বিপদগ্রস্থ মানুষের থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১০ কোটি টাকা প্রতারণা করেছে। উত্তর চব্বিশ পরগনার অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (নর্থ) অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'খড়দহের বাসিন্দা বিধানচন্দ্র রায় জুলাই মাসে রাজদীপের বিরুদ্ধে একটি প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলাও রুজু করা হয়। যার কেস নম্বর ৬৬০/১৭। ধারাগুলি হল ৪৬০, ৪৭১, ৪২০, ১২০ বি আই পি সি। এরপর পুলিশ অনুসন্ধান চালায়। মোবাইল টাওয়ার লোকেট করে তাকে হেয়ার স্ট্রিট থেকে গ্রেফতার করা হয়।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজদীপের বাড়ি দত্তপুকুর থানা এলাকাধীন বামনগাছিতে। এখানে তার একটি অফিসও আছে। রাজদীপের নেতৃত্বে প্রতারণার একটি র‍্যাকেটও চলে। যে র‍্যাকেটে পঙ্কজ দাস ও বাপি দাস নামে তার দুই ভাই এবং গুমার বাসিন্দা দেবমালা হালদার নামে এক মহিলাও রয়েছে। পঙ্কজ অন্য কেসে

গ্রেফতার হয়ে রয়েছে। এই কেসে তাকে পিসিতে (পুলিশ কাস্টডিতে) আনা হয়েছিল। আবার অন্য কেসেও পিসিতে গিয়েছে সে। তবে বাপি ও দেবমালা এখন পলাতক। প্রসঙ্গত, আই সি সুরিন্দর কুমার সিং, বারাকপুর থানার সাইবার ক্রাইম বিভাগ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে চলতি বছরের ৮ জুলাই দত্তপুকুর থানার ভারপ্রাপ্ত হন। দত্তপুকুরে জয়েন করার দু'তিন দিন পরেই এই অভিযোগটি আসে এবং এই মর্মে মামলাও রুজু হয়। ফলে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই তাঁর অভিযান শুরু হয়। দত্তপুকুর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়দহের বাসিন্দা বিধানচন্দ্র রায় তার মেয়ের জন্য জামাইয়ের বিরুদ্ধে একটি বধূ নির্যাতনের (৪৯৮) মামলা করেন। পরে এই চক্রের খপ্পরে পড়েন। জানতে পারেন, জামাই তার মেয়ের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা ৪২০ মামলা করেছে। এই নকল হাইকোর্টের উকিল রাজদীপ বিধানবাবুকে আশ্বাস দেয়, জামাইয়ের করা ৪২০ ধারার কেসটিকে সে হাইকোর্ট থেকে 'ওয়াশ' করে দেবে অর্থাৎ মামলা থেকে বাদ দিয়ে দেবে এবং ৫০ লক্ষ টাকার মানহানির মামলা করে তা পাইয়ে দেবে। বিনিময়ে সে ৩৫ লক্ষ টাকা দাবি করে। পরে আবার ১ কোটি টাকা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে মোট ৬২ লক্ষ টাকা নেয়। যার মধ্যে ৩৫ লক্ষ টাকা চেক এবং বাকি টাকা নগদে নেয়। গত ৩০ নভেম্বর হেয়ার স্ট্রিট থানার সহযোগিতায় তাকে হেয়ার স্ট্রিট থেকে গ্রেফতার করে আনা হয়। পরদিন তাকে আদালাতে তোলা হলে বিচারক ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বলে পুলিশ জানায়। রাজদীপের বিরুদ্ধে মধ্যমগ্রাম থানায় একটি মামলা সহ মোট ৫টি মামলা আছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর। রাজদীপের গ্রেফতার এবং পুলিশ হেফাজতের খবর পেয়ে ইতিমধ্যে তার প্রতারণার শিকার হয়েছেন এমন অনেকেই দত্তপুকুর থানায় যোগাযোগ করেছেন বলে আইসি জানান। তিনি এও জানান, রাজদীপ ও তার চক্রের ফাঁদে পড়ে প্রতারিত হওয়ার তালিকায় যেমন রয়েছে বধূ নির্যাতন ও বধূ হত্যা মামলা থেকে আইনি সহায়তা লাভেচ্ছু ব্যক্তি, তেমনই আছেন মদের দোকানের লাইসেন্স প্রাপ্তির কিম্বা জমি নিয়ে বিবদমান গোষ্ঠীর লোকজন। এরকম অনেকগুলি অভিযোগ এসেছে। আপাতত ৩টি অভিযোগের উপর মামলা হয়েছে। আরও প্রায় ৫ টি আছে।

শিশু নির্যাতন বন্ধে র‍্যালি ক্যানিংয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃক্যানিং– স্কুলে স্কুলে শিশুদের উপর যৌন হয়রানি ও নির্যাতন–নিগ্রহ বন্ধ করতে সোচ্চার হলেন অভিভাবকরা। স্কুল পড়ুয়া সহ কচিকাঁচাদের নিয়ে পথে নেমেছেন তাঁরা। শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার

ক্যানিং মহকুমা তালদিতে বাগমামি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট মিশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন বয়সের শতাধিক মহিলা প্ল্যাকার্ড হাতে তাম্বুলদহ গ্রাম পরিক্রমা করেন এবং অন্যান্য অভিভাবকদের সচেতনতা করেন।

ইউনিসেফ সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বাগমারির এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এমন কর্মসূচি পালন করে চলেছে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক পক্ষকাল ব্যাপী নারী ও শিশুর অধিকার রক্ষা, নির্যাতন বন্ধ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। সেই উপলক্ষ্যে এদিনের এই কর্মসূচি বাগমারি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট মিশন–এর ডিরেক্টর সামসুল আলম খান বলেন, শিশুকন্যারাও নিরাপদ নয়। শ্বশুর বাড়িতে নানান কারণেই গৃহবধূরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। পথেঘাটে কম বয়সী মেয়েদের উপর উত্যক্ত করা,নিগ্রহ করা প্রায় প্রতিনিয়তই ঘটছে। ইদানিং আবার বিদ্যালয় গুলিতে শিশুকন্যাদের উপর যৌন নির্যাতন খুবই বেড়েই চলেছে। এই ঘটনায় স্কুল শিক্ষক থেকে শুরু করে পরিবার, প্রতিবেশীদের উপর অভিযোগ উঠছে। এই পৈশাচিক অমানবিক কাজ বন্ধ হওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি।

এদিন গ্রামের মানুষজনদের নিয়ে পথসভা করার পর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেয়েদের আরো বেশি প্রতিবাদী এবং অধিকার আদায়ের বিষয়ে সচেতনতা করা হয়। অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তা সংস্থার প্রজেক্ট কো–অর্ডিনেটর আলমগীর মল্লিক, অজয় নস্কর, দিলীপ শীল সহ স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

শিশু ছাত্রীকে লাগাতার যৌন নির্যাতন, অধরা অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ, ৮ ডিসেম্বর: বাবার বন্ধু। তার জন্য প্রায়শই বাড়িতে আসত বছর চল্লিশের প্রশান্ত দাস। বাড়িতে আসার সুযোগে ৭ বছরের ছোট্ট মেয়েটা কাকু' কাকু' বলে ছুটে যেত প্রশান্তর কাছে। প্রশান্তর কাছে একটি দামি মোবাইল আছে। সেই মোবাইলে একাধিক ভিডিও গেম লোড করা আছে। ছোট্ট মেয়েটা সেই গেম খেলার জন্য কাকুকে একটু বেশিই পছন্দ করত। কিন্তু পাষণ্ড কাকু সেই সুযোগে গত ৪ মাসের বেশি সময় ধরে ছোট্ট মেয়েটার গোপনাঙ্গে আঙুল ঢুকিয়ে দিত বলে অভিযোগ। যন্ত্রণাও হত। কিন্তু কাকু ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দিত ছোট্ট মেয়েটিকে। কিন্তু বুধবার বিকেলে মেয়েটির ঠাকুরমার সন্দেহ হয়। তখন বাড়ির লোকের বকাবকিতে সব কথা বলে দেয় সে। বৃহস্পতিবার হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানায় প্রশান্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাততা ছাত্রীর মা। ধর্ষণ ও পকসো আইনে মামলা করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে ট্রলারে মাছ ধরতে চলে গিয়েছে অভিযুক্ত। মাছ ধরে ফিরে এলেই পুলিশ গ্রেপ্তার করবে অভিযুক্তকে। নির্যাতিতার মেডিক্যাল টেস্ট করানো হয়েছে কাকদ্বীপ হাসপাতালে। শুক্রবার আদালতে গোপন জবানবন্দীও দিয়েছে নির্যাতিতা।

হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার কাশীনগরের মধুসূদনপুরের বাসিন্দা এক মৎস্যজীবী পরিবার। পরিবারের এক ছেলে ও এক মেয়ে। বছর সাতের মেয়েটি বড়। পড়ে স্থানীয় স্কুলের ক্লাস টু–তে। বাবা মৎস্যজীবী হওয়ায় বেশিরভাগ সময় বাড়িতে থাকেন না। তবে প্রশান্তও মৎস্যজীবী হওয়ায় পরিচয় ছিল। সেইসূত্রে কাকদ্বীপের শিবকালীনগরের বাসিন্দা প্রশান্ত ছাত্রীর বাড়িতে আসত। কিন্তু গত বুধবার সব প্রকাশ্যে চলে আসে। ওইদিন ছাত্রীর মা ছোট ভাইকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন। ছাত্রী একা বাড়িতে ছিল। তখন প্রশান্ত বাড়িতে ঢুকে যৌন নির্যাতন চালায়। ছাত্রী বাথরুমে যাওয়ার সময় ঠাকুরমার সন্দেহ হয়। এছাড়া পোষাকেও রক্ত দেখেন তিনি। তখন ছাত্রী সব কথা খুলে বলে পরিবারের লোকজনের কাছে।

নবজাতকের কাছে নব প্রভাতের দিশারী

বর্তমানের শৈশবই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ স্রষ্টা। তাই নবজাতকদের কাছে প্রকৃত শিক্ষা, শিক্ষা আনে চেতনা। চেতনা আনে সমাজ সংস্কারের পথ। তাই প্রত্যেক অভিভাবকদের মধ্যেই চাই সচেতনতা। কারণ প্রকৃত স্কুলের আঙিনায় গড়ে ওঠে শিশুর মনের বিকাশ। লক্ষ্য একটাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। বর্তমানের পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে আলোকিত হতে কে না চায়। যাদের আছে উন্মুক্ত পরিবেশ, আছে খেলার মাঠ, আছে অডিটোরিয়াম, আছে ই–ক্লাস রুম, ই–লাইব্রেরি এবং মডার্ন ল্যাব। অঙ্ক, জীবন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, কম্পিউটার, সঙ্গে বিএড এবং টিচার ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা, আছে সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবস্থা। আছে সব ক্লাসরুমে ফায়ার ব্যবস্থা। কিন্তু দক্ষিণ শহরতলির গোবর ঝুড়ি মেন রোডের পাশেই রয়েছে একমাত্র এমন একটি স্কুল যেখানে রয়েছে শিক্ষার উন্মুক্ত পরিবেশ। বিবিআইটি পাবলিক স্কুলে ঢেলে সাজানো হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে। সঙ্গে রয়েছে খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, ১০০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম। এছাড়াও স্কুলে যে সব বাচ্চারা পড়াশোনা ঠিকমতো বুঝতে পারে না, তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা।

প্রত্যেক বছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, পাশপাশি অভিভাবক, অভিভাবিকাদের নিয়েও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করা হয়। অধিকাংশ স্কুলের গাড়ি বাচ্চাদের মেন রোডের ধারেই নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু বিবিআইটি পাবলিক স্কুলের গাড়ি ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে ক্যামপাসের মধ্যে ঢুকে যায়। এর ফলে বাচ্চাদের বাবা মায়েরা ভীষণ খুশী ও চিন্তামুক্ত থাকে। এর পাশাপাশি আছে স্কুলের নিজস্ব ক্যান্টিন ও তার সঙ্গে হেলথ চেক আপের ব্যবস্থা। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর স্কুল বলতে যা বোঝায় তার সমস্ত কিছুই পাওয়া যাবে এই বিবিআইটি পাবলিক স্কুলে। এবং একমাত্র এই স্কুলটিকেই সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর স্কুল আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই স্কুলের পরিচালন কমিটি শুধু এইসব ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। এই সব বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা মাথায় রেখে সিবিএসসি বোর্ড অনুমোদিত স্কুল থেকে বি বি আই টি কলেজে B. Tech, Diploma ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। এই সব বাচ্চারা যখন ভবিষ্যতে বড় হয়ে এই সব কোর্স পড়বে তখন তারা একটি বিশেষ ছাড় পাবে। তাই সমস্ত দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিণ শহরতলির একমাত্র এই বিবিআইটি পাবলিক স্কুল হল নবজাতকের কাছে নব প্রভাতের দিশারী। Advt.

BBIT
(Premiere Management & Technology Institution)
After Their Grand Success in
Management & Technical Education
has successfully launched :
BBIT Public School
(Play group to Class XII, English Medium CBSE Affilated)
(Started in April, 2014)
Addmission for **2018–19** session from Play Group in Class IX
Commences from September, **2017**
Enquiry : E–mail : school@bbit.edu.in
Mob : **8420116666/842013333/9831168582**
Budge Budge, Kolkata–**700 137**

জেলাতেও শ্লীলতাহানির ঘটনা

পার্থ ঘোষ, বারাসত : রাণীকুঠির জিডি বিড়লা স্কুলের ঘটনায় যেখানে সারা রাজ্য তোলপাড়, সেখানে এখনো শিশু ও কিশোরী মেয়েদের উপর অত্যাচার বাড়ছে বই কমছে না। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কদম্বগাছি ও গাইঘাটায় শ্লীলতাহানির ঘটনা প্রায় স্তম্ভিত করেছে সকলকে। কদম্বগাছিতে সপ্তম শ্রেণির এক কিশোরী মেয়ের উপর শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে ওহিদ আলি নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলাও রুজু করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে সোমবার বাড়িতে নিজের ঘরে একাই ছিলেন ছাত্রী মেয়েটি, তার মা তার অন্য বোনকে শ্বশুরবাড়ি দিতে গিয়েছিলেন, ভ্যানচালক বাবা ভাড়া খাটতে গিয়েছিল প্রতিদিনের মতো। অভিযুক্ত ওহিদ ওই বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই ওই ঘরে ঢুকে পড়ে। প্রতিবেশি এক মহিলা বিষয়টি লক্ষ্যও করেন, পাশের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন অভিযুক্ত ওহিদ মেয়েটিকে ধর্ষণের চেষ্টা করছে। তা দেখে মহিলা তড়িঘড়ি ঘরে ঢুকলে তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায় ওহিদ। পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর নির্যাতিতা ছাত্রীর গোপন জবানবন্দী বৃহস্পতিবার নেওয়া হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, জেলার

আর এক প্রান্তে গাইঘাটার আনন্দপারা এলাকা খবরের শিরোনামে এসেছে এরকমই এক নক্কারজনক ঘটনায়, শ্লীলতাহানি করা হয় ১০ বছরের এক ছাত্রীকে। ছাত্রীটির মা, বাবাকে ছেড়ে অনেকদিন আগেই চলে গিয়েছে। বাবা বাড়ুড়িয়া এলাকায় ভ্যান চালিয়ে দিন গুজরান করেন। ওই শিশুটি মামা বাড়িতে থাকত, রবিবার সকালে দাদুর ভাই মনোরঞ্জন কাইপুত্র (৫২) শিশুটিকে ধর্ষণ করে। সেই সময় শিশুটির চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে ও শিশুটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অভিযুক্তকে ধরে ফেলে। পরে এলাকাবাসী অভিযুক্তকে গাইঘাটা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ঘটনা শুনে অভিযুক্তের ছোট ছেলে মাদার কাইপুত্র (১৭) বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বনগাঁ হাসপাতালে সে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্তকে বনগাঁ আদালতে তোলা হয়েছে। সামাজিক এই অবক্ষয়ে স্তম্ভিত ওই দুই এলাকারই সাধারণ মানুষ।

ক্যানিংয়ে আধার কার্ড করাতে এসে নিখোঁজ শিশু,উদ্ধারকর্তা বিডিও

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ ক্যানিংয়ে আধার কার্ড করাতে এসে নিখোঁজ হওয়া শিশুকে উদ্ধার করে এক অনন্য মানবিক নজির গড়লেন ক্যানিং১নং

ব্লকের বিডিও নিলাদ্রী শেখর দে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার বিদ্যাধরী কলোনীতে।ক্যানিং বিডিও সূত্রে জানা গেছে –ক্যানিং এর খাস কুমড়ো খালী গ্রামের বাসিন্দা নুধীরাম নস্কর তাঁর ৩ বছরের শিশুপুত্র ঘন্টে নস্কর কে এদিন ক্যানিং ১নং বিডিও অফিসে নিয়ে আসে নতুন আধার কার্ড করার জন্য। এদিন আধার কার্ড করার জন্য বিডিও অফিস চত্বরে বিশাল লাইন পড়ে। নুধীরাম নস্কর শিশু কে নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিকাল ৫টা নাগাদ দেখেন শিশুটি কাছে নেই। এরপর শিশু সন্তানকে না পেয়ে বিডিও অফিস চত্বরে কান্নাকাটি শুরু করে দেন । এরপর শিশু নিখোঁজের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ক্যানিং ১নং বিডিও হিমাদ্রী শেখর দে। তিনি নিখোঁজ শিশুটির সম্পর্কে হোয়াটস্ অ্যাপ গ্রুপে বিস্তারিত জানান। এরপর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ খবর পেয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে নুধীরাম নস্করের হাতে তুলে দেন। নুধীরাম নস্কর কৃতজ্ঞতার সাথে জানান বিডিও সাহেব সাহায্য না করলে আমার ছেলে কে খুঁজে পেতাম না।

বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা শিক্ষক আনোয়ার হোসেন কাসেমী বলেন বিডিও যে এমন মানবিক হতে পারে তা ক্যানিং এর ১নং বিডিও নিলাদ্রী শেখর দে পমাণ করিয়ে দিলেন মানবিক কাকে বলে।

২৮তম সোনারপুর বইমেলার উদ্বোধন হল গত ৮ ডিসেম্বর। শিব্রাম চক্রবর্তী মঞ্চে বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন দূরদর্শনের প্রাক্তন সঞ্চালক ও কবি–সাহিত্যিক পঙ্কজ সাহা। নিজস্ব চিত্র

হাত ধরতে পারে কংগ্রেস

প্রথম পাতার পর : এখনও পর্যন্ত যা খবর পঞ্চায়েতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই লড়াই হবে তৃণমূলের। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিম্নস্তরে ব্যাপক সমঝোতাও হতে পারে কং–তৃণমূল–এর মধ্যে। আবার শত গোষ্ঠীতে বিভক্ত কংগ্রেসের কোনও কোনও নেতার মদতে সিপিএমের সঙ্গেও 'বলা–কওয়া' গড়াপেটা করতে পারে হাত ব্রিগেড। অর্থাৎ কংগ্রেসের অবস্থানটা পঞ্চায়েত ভোট পর্যন্ত হাসজারু আকার নেবে। সেটাই সম্ভবত কাটবে অন্য দলে (পড়ুন বিজেপি) হেভিওয়েট কেউ বেরিয়ে গেলে। তখন সুরসুর করে তৃণমূলের সঙ্গে জোট করে হয়তো লোকসভায় টিম মোদীকে সামলাবে প্রদেশ কংগ্রেস।

মধ্যমগ্রামে খাদিমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের উদ্যোগে উত্তর চব্বিশ পরগনার মধ্যমগ্রামের সুভাষ ময়দানে 'জোনাল লেভেল খাদি মেলা–২০১৭' অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার ২ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর ব্যাপী এই খাদি মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। প্রধান অতিথি পদে উপস্থিত ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি রেহানা খাতুন, সহ সভাধিপতি কৃষ্ণ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধ্যমগ্রামের বিধায়ক ও পুরপ্রধান রথীন ঘোষ, বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প ও বিদ্যুৎ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রবীর ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা আধিকারিক তপনজ্যোতি দাস।

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : সুভাষ চন্দ্র দাশ –৮৫৩৭০৪৫২৯৫

মহানগরে

স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প ও মুক্তিধারা

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : তাঁর দফতরের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পে নানা ধরণের কাজ হয়। কিন্তু অধিকাংশ শাসক ও বিরোধী দলের বিধায়কই সেগুলির বিশেষ খোঁজখবর রাখেন না বলে আক্ষেপ ও অনুযোগ করলেন স্বনিযুক্তি প্রকল্প ও ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের পূর্ণমন্ত্রী সাধন পাণ্ডে। সরকার পক্ষের ও বিপক্ষের সব বিধায়কই যাতে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের তথ্য জানার চেষ্টা করেন, গত ২৮ নভেম্বর বিধানসভা অধিবেশনে সেই অনুরোধই জানান সাধনবাবু। এবারের লেখায় তাঁর দফতরের দু'টি প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরা হল।

প্রকল্পের নাম : স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : রাজ্য জুড়ে সফল উদ্যোগী গড়ে তোলা। শহর ও গ্রাম দু'জায়গাতেই বেকার যুবক–যুবতীদের স্ব–নিযুক্তির উদ্দেশ্যে এটি একটি পথিকৃৎ প্রকল্প। প্রকল্পটি 'পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার নিগম লিমিটেডে'র (West Bengal Swarojgar Corporation Limited) মাধ্যমে রূপায়িত হচ্ছে। যাঁরা নিজের উদ্যোগে কোনও ব্যবসা বা কর্মসংস্থানের কাজ করবেন এবং একই অঞ্চলের ৫ বা ততোধিক ব্যক্তি মিলে দল তৈরি করে কোনও আর্থিক উদ্যোগ শুরু করবেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের সরকারি ভরতুকি দেওয়া হবে। ছোটো ছোটো উৎপাদন ক্ষেত্র, নির্মাণ শিল্প, ব্যবসা, পরিষেবা, কৃষিভিত্তিক শিল্প, ফুল চাষ, উদ্যানপালন, প্রাণীপালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয়ের ৩০ শতাংশ ভরতুকি বাবদ পাওয়া যাবে অর্থাৎ ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং দলগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কমপক্ষে পাঁচজনের দল হতে হবে। একটি পরিবারের শুধু একজন সদস্যই দলে থাকবেন।

ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে এর নাম 'আত্মমর্যাদা' এবং প্রকল্প ব্যয় ১০ লক্ষ টাকা। দলগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে এর নাম 'আত্মসম্মান' এবং প্রকল্প ব্যয় ২৫ লক্ষ টাকা। উদ্যোক্তা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫ শতাংশ ব্যয় বহন করবেন। কেবলমাত্র মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে এই সরকারি ঋণ দেওয়া হবে। ২০১২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দে'র নামে এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়। তাদের ভরতুকি দেওয়ার পাশাপাশি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। যেহেতু রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলের যুবক–যুবতীদের স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হচ্ছে, তাই আঞ্চলিক ক্ষেত্রে কাঁচামাল প্রাপ্তির ভিত্তিতে নানা ধরনের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের কথা ভাবা হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে যেসব কাঁচামাল পাওয়া সহজ, সেগুলিকে ভিত্তি করে নানা ধরনের প্রয়োজনীয় এবং নতুন জিনিস তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এমন অনেক কাঁচামাল বাংলার গ্রামাঞ্চলে সুলভ যেগুলির এতোদিন ব্যবহার অজানা থাকায় কাজে লাগানো যায়নি। বর্তমানে যথাযথভাবে সেগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি হচ্ছে। রাজ্যের বাইরেও সেগুলির চাহিদা থাকছে। ফলে সহজে আয় হচ্ছে। তাছাড়া বাংলার চিরাচরিত শিল্পকর্ম তো আছেই।

কারা আবেদন করতে পারবেন : যাঁদের পারিবারিক মাসিক আয় ১৫ হাজার টাকার উর্ধ্বে নয় এবং শিল্প, বাণিজ্য ও পরিষেবা সংক্রান্ত ইউনিট নতুন করে তৈরি করতে উদ্যোগীরা আবেদন করতে পারবেন।

যোগাযোগ : পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার নিগম লিমিটেডের (WBSCL) সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্ত দফতর, ইস্ট ইন্ডিয়া হাউস (প্রথম তল), ২০ বি আবদুল হামিজ স্ট্রিট, কলকাতা – ৬৯, ই–মেল : WBSCL@YAHOO.COM

জেলা বা মহকুমা : যে কোনও যোগ্যতা সম্পন্ন উদ্যোগী ব্লক বা পুরসভা বা বরো স্তরের স্বনিযুক্ত দফতর ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে ফর্ম সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রকল্প সহায়কের কাছে প্রকল্প প্রতিবেদনসহ জমা দিতে হবে। প্রকল্প সহায়করা এ কাজে সাহায্য করবেন। আরেকটি প্রকল্পের নাম : মুক্তিধারা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : দারিদ্র থেকে মুক্তি, উন্নয়নের ডানায় ভর করে বাঁচার স্বপ্ন দেখা, দলগতভাবে দারিদ্র্যের মোকাবিলা করা এবং স্থায়ী উন্নয়নের পথে হাঁটা– এইভাবেই 'মুক্তিধারা' বাংলার প্রান্তিক জীবনে পরিবর্তন আনছে। রাজ্য সরকার এবং নাবার্ডের আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণে 'মুক্তিধারা' পুরুলিয়াতে শুরু হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে প্রকল্পটি রূপায়ণ করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে বহুমুখী পরিকল্পনায় উন্নয়নের কাজ চলছে। গ্রাম বাংলার চিরাচরিত পেশাগুলিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রশিক্ষিত করে তাঁদের জীবন–জীবিকার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের চেষ্টা চলছে।

২০১৩–র ৭ মার্চ স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনিযুক্তি দফতরের মাধ্যমে 'মুক্তিধারা' প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে পুরুলিয়ায় শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বলরামপুর এবং পুরুলিয়া–১ এর ১৩৯টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের এই প্রকল্পে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় 'পুরুলিয়া মডেল' চালু করা হয়েছে। পুরুলিয়াতে এই প্রকল্পে সফল হওয়ায় প্রথমে পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রকল্পটি চালু হয়, বর্তমানে হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং বর্ধমানেও 'মুক্তিধারা' চালু হতে চলেছে। কারা আবেদন করবেন : রাজ্যের যে জেলাগুলিতে এই প্রকল্প চলছে সেসব জেলার দরিদ্র মানুষজন স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করে এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন। পূর্ব গঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য আবেদন করতে পারবেন। পূর্ব গঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য যাঁরা কোনও সরকারি প্রশিক্ষণ পাননি, তাঁরাও এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারেন।

যোগাযোগ : এই প্রকল্পের জন্য জেলাস্তরের জেলা প্রশাসনিক টিম তৈরি করা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন পদাধিকারী সঙ্গে উন্নয়নের সঙ্গে মূল ধারায় যুক্ত সরকারি দফতরগুলি, যেগুলিকে লাইন ডিপার্টমেন্ট বলে, সেগুলিকেও যুক্ত করা হয়েছে। জেলার স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি আধিকারিক, ব্লকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সুপার ভাইজারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর নিগম লিমিটেড এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছে।

দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে বাবরি মসজিদ মামলাকে কেন্দ্র করে দেশবাসীর প্রাপ্তি–অপ্রাপ্তির বিবরণ শীর্ষক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিল মোবাইল–ই–পেপার। হিন্দু, মুসলমান, শিখ বক্তাদের মধ্য থেকে উঠে এসেছিল শুধু ধিক্কার আর আবার ও দেশের নাগরিকদের শীর্ষ আদালতের উপরে আস্থা প্রকাশ পেল। তা নিয়ে প্রেস ক্লাবে বক্তব্য রাখেন সঞ্জয় সোনকার শুখনন্দন আলুওয়ালিয়া, একলাখ আমেদ, সাংবাদিক মেহুল রাজা প্রমুখ।

ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তে সুরক্ষা গ্রিড

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর: ২০১৭ দেশের সীমান্ত এলাকাগুলিতে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা জোরদার করে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং। একইসঙ্গে, বৈধ ব্যবসা–বাণিজ্যের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চালানো যায় তাও নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার কলকাতায় ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে এক বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সদ্ভাব ও মৈত্রী সম্পর্ক রয়েছে। তাই, সীমান্ত নিরাপত্তা আরও জোরদার করে তোলার মাধ্যমে আন্তঃসীমান্ত বরাবর সাধারণ মানুষের যাতায়াত এবং সেইসঙ্গে ব্যবসা–বাণিজ্যের কাজও অব্যাহত রাখা যাবে। তবে, যে কোন ধরনের সন্ত্রাস, বেআইনি অনুপ্রবেশ, গবাদি পশুর চোরাচালান, জাল ভারতীয় নোটের রমরমা এবং মাদক পাচারের ঘটনা কঠোরভাবে দমন করতে হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকাগুলি দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের এ দেশে বেআইনি কাজকর্ম করার প্রবণতাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। কারণ, এই ধরনের অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে অনেকেরই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে নানা ধরনের যোগসাজশ রয়েছে। সুতরাং, কোনভাবে তাদের প্রশ্রয় দেওয়া হলে জাতীয়তা বিরোধী কার্যকলাপকেই পরোক্ষে উস্কানি দেওয়া হবে যা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খুবই বিপজ্জনক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীর্ঘ ৪,০৯৬ কিলোমিটারব্যাপী ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলে অসম, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ– এই পাঁচটি রাজ্য অবস্থিত। এ পর্যন্ত ৩,০০৬ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় বেড়া, সড়ক পরিকাঠামো, ফ্লাড লাইট এবং বর্ডার আউটপোস্টের ব্যবস্থা রয়েছে। অবশিষ্ট ১,০৯০ কিলোমিটার এলাকায় এই ধরনের সীমান্ত নিরাপত্তা পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ এখনও শুরু হয়নি। এর মধ্যে, ৬৮৪ কিলোমিটার এলাকা বরাবর বেড়া বসানোর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। বাকি ৪০৬ কিলোমিটার এলাকা বরাবর অ–ব্যবহারিক পদ্ধতিতে সুরক্ষা ও নিরাপত্তাকে জোরদার করে তোলা হবে। কিছু কিছু এলাকায় ইতিমধ্যেই পরিকাঠামোগত সুযোগ–সুবিধার প্রসার ঘটানো হয়েছে এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজও বর্তমানে চলছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও কোনও এলাকায় মূলত জমি অধিগ্রহণ সমস্যার কারণে পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ এখনও শুরু করা যায়নি। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে জমি অধিগ্রহণের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীদের ব্যক্তিগতভাবে সচেষ্ট হয়ে ওঠার আহ্বান জানান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। প্রত্যুত্তরে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা রাজনাথ সিং–কে জানান যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জমির ব্যবস্থা করতে তাঁরা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

যে সমস্ত এলাকায় অ–ব্যবহারিক পদ্ধতিতে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে তোলার কথা চিন্তাভাবনা করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে – নদী, নালা, জলাভূমি ইত্যাদি। কারণ, এই সমস্ত এলাকায় বেড়া বসানো কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তাই, এই অঞ্চলগুলিতে সুরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করে তুলতে র‍্যাডার, ক্যামেরার মাধ্যমে দিন–রাত নজরদারি এবং বিভিন্ন ধরনের সেন্সরের ব্যবস্থা সহ প্রযুক্তিগত সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

দেশের সীমান্ত অঞ্চলে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কাজে বর্ডার প্রোটেকশন গ্রিড, অর্থা বিপিজি পদ্ধতি অবলম্বন করার বিষয়টিও মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে পরিষ্কার করে দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। ব্যবহারিক এবং অ–ব্যবহারিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা, নজরদারি, গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় এবং রাজ্য পুলিশ, সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও কেন্দ্র ও রাজ্য পর্যায়ের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে এই গ্রিড গড়ে তোলা হবে। গ্রিডের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য রাজ্য পর্যায়ে গঠন করা হবে একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মুখ্য সচিবরা থাকবেন এই স্ট্যান্ডিং কমিটির নেতৃত্বে। সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষার বিষয়টি সার্বিক করে তুলতে বিপিজি এক সহায়ক ভূমিকা পালন করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে। রাজ্য সরকার সহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে এজন্য এগিয়ে আসার আর্জি জানান রাজনাথ সিং।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ আমাদের কৌশলগত সম্পদ। সুতরাং, তাঁদের আর্থ–সামাজিক বিকাশের উপযোগী সমস্ত রকম পরিকাঠামোর প্রসার ঘটানো একান্ত জরুরি। এছাড়াও, সড়ক ও রেলপথ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এবং সীমান্ত অর্থনীতিকে জোরদার করে তোলার ওপরও বিশেষ জোর দেন তিনি। রাজনাথ সিং বলেন, এই কাজে রাজ্য সরকারগুলিকে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্র সর্বতোভাবে প্রস্তুত। তাই, রাজ্য প্রশাসনের উচিত এই এলাকাগুলির ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া।

প্রসঙ্গত, সীমান্ত প্রহরার কাজে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর দক্ষতা, সাহসিকতা, নিষ্ঠা ও সঙ্কল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। তিনি বলেন, কর্তব্য পালনের সময় বাহিনীর কর্মীদের আরও সতর্ক ও যত্নবান থাকতে হবে।

সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সমস্ত রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়ার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।আজকের বৈঠক বিশেষভাবে সফল বলে বর্ণনা করেন তিনি। নবান্নে আয়োজিত এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পরে এক সাংবাদিক বৈঠকে রোহিঙ্গা সমস্যা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, অনুপ্রবেশকারীদের পরিচিতি যাই হোক না কেন, অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনা বন্ধ করার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

আজকের এই বিশেষ বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরেন রিজিজু, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লাল থানহাওলা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব রাজীব গাউবা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সীমান্ত ব্যবস্থাপনা সচিব এবং মেঘালয়ের মুখ্য সচিব ও ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্র সচিব। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য মন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিকরা ছাড়াও, রাজ্য সরকারি আধিকারিকরাও যোগ দেন এদিনের বৈঠকে।

জিভে জল আনা আহারে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : খাদ্য রসিকদের জন্য ৭ ডিসেম্বর নিউ টাউন মেলা গ্রাউন্ডে শুরু হল আহারে বাংলা। উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কলকাতার মেয়র তথা দমকল ও পরিবেশ মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও অন্যান্যরা। ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই খাদ্য উৎসব। প্রত্যেক দিন দুপুর ১২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। বিভিন্ন স্টল রয়েছে এই উৎসবে। বাংলার বিখ্যাত রেস্তরাঁর স্টল তো রয়েছেই এছাড়াও রয়েছে চিন, জাপান, রাশিয়ার স্টলও। সে সব দেশের বিখ্যাত খাবার চেখে দেখতে পারবেন খাদ্যরসিকরা। এছাড়াও ৩৪টি স্টল আছে যেখান থেকে কাঁচামাল কিনে নিয়ে বাড়িতে রান্না করা যাবে। বিভিন্ন নাম না জানা ডিস উপহার দিচ্ছে 'আহারে বাংলা'।

রান্নাটাও যে এক শিল্প— তাই বাঙালির ঘরে ঘরে যে রান্না প্রায় অবলুপ্ত হয়ে পড়েছে তাকেও ফিরিয়ে আনছে এই আহারে বাংলা। তাতে রয়েছে শাক ভাজা অবশ্যই বড়ি দিয়ে, সিঙ্গি মাছের ঝোল আবার কচি পাঠার ঝোলও। বিভিন্ন জায়গার মিষ্টিও এসে উপস্থিত নিউ টাউন প্রাঙ্গণে যেমন, বর্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, কাটোয়ার পরানের পান্তুয়া আর বাংলার সদ্য জিআই প্রাপ্ত রসগোল্লা তো আছেই। এছাড়াও সব থেকে ভালো রান্নার প্রণালী বিচারকরা বেছে নেবেন তাতে রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। এছাড়াও থাকছে রান্নার প্রতিযোগিতাও। এখন দেখার কতটা হাসি ফোটাতে পারে এই 'আহারে বাংলা'। তবে একটাই জিনিস ভাবাচ্ছে সুদূর নিউটাউনে ক'জন খাদ্য রসিক গিয়ে পৌঁছতে পারবেন। কারণ যত রাত বাড়ে ততই যানবাহনের ব্যবস্থা অপ্রতুল হয়ে পড়ে। দেখা যাক 'আহারে বাংলা' বাংলার গৌরবময় খাবারকে আবার গৌরবের শীর্ষে পৌঁছে দিতে পারে কিনা।

মারক মহামারি আর চায়ে মারি নিয়ে ঘর করি

সুকুমার মণ্ডল

আজকাল ঘরে ঘরে মারি শোভা পায়, মারি বিস্কুটের সঙ্গে রোজ সকালে দিন শুরু করি অনেকেই। কিন্তু কবি–রা মারি বিস্কুট নিয়ে আশঙ্কা করেছেন, এমন হদিশ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। ওঁদের দুশ্চিন্তা মহামারী নিয়ে। মানুষের নিরলস গবেষণা অনেক মহামারী–কেই আজ প্রায় নির্মূল না হয় নিয়ন্ত্রণ–সীমার মধ্যে কব্জা করে ফেলেছে। তবু মারণ ব্যাধির আক্রমণের বিরাম নেই।

বসন্ত, কলেরা, প্লেগ, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, পোলিও ইত্যাদি কত শত ব্যাধি শত শত বছর ধরে আমাদের জ্বালিয়েছে, কাঁদিয়েছে, ছারখার করে দিয়ে তারপর বশে এসেছে। কিন্তু তারপরেও কেউ স্বস্তিতে দিন কাটাতে পারছে না। নিত্য নতুন দুষ্টু ব্যামোরা এসে উৎপাত শুরু করে দিয়েছে। কিছুতেই আপনাকে স্বস্তিতে থাকতে দেবে না এরা। কখনও এইডস্, কখনও ক্যান্সার, কিংবা ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া এমন সব গাদা গাদা রোগ যা গুনে শেষ করা যাবে না। গুণধর এই সব রোগেরা কেবল রোগীকে ছিনিয়ে নিয়ে ক্ষান্ত দেয় না, যাওয়ার আগে চিকিৎসার ব্যয়ভারের বিপুল বোঝা চাপিয়ে দিয়ে যায় পরিজনদের কাঁধে। সেই চাপে নাজেহাল হতে থাকে রোগীর পরিবার পরিজনেরা। এ যেন ওঝার ভূত ছাড়ানোর খেলা। শুনেছি, ভূত ছেড়ে যাওয়ার আগে একটা চিহ্ন রেখে যেতো, এখনকার রোগ–ব্যাধি সেকালের ভূত–প্রেতের কয়েক গুণ ওপর দিয়ে যায়। পর্যাপ্ত টাকা জোগাড় করে উঠতে না পারলে, হাসপাতালের বিল হাতে নিয়ে রোগীর পরিবারের ধাত ছেড়ে দেওয়ার জোগাড় হয়।

চারপাশে ডেঙ্গুর উৎপাতের পিলে–চমকানো বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড–কারখানা রোজকার খবরের কাগজে আর টিভি–তে দেখে দেখে মাখন বাবু বেজায় আতঙ্কে ভুগছেন। বেশ কয়েক বছর হল মশারির পাট চুকিয়ে ফেলেছিলেন। সেদিন দুম করে ফের নতুন মশারি কিনে ফেললেন। তার আগেই মিস্ত্রি ডাকিয়ে জানালায় মশা–আটকানোর জাল আটকে নিয়েছেন। সকাল বিকেল দরজা একটু ফাঁক করে বেরিয়ে পড়ছেন আর অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় দরজা অল্প ফাঁক করে সুড়ুৎ করে সেঁধিয়ে যাচ্ছেন। অফিস থেকে ফিরে মাখন বাবু ব্যাডমিন্টনের ব্যাটের মতো প্লাস্টিকের হাতল ওয়ালা ব্যাট শূন্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘরের আনাচে–কানাচে উড়ন্ত মশা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ওইসব মশা–মারি ব্যাট নাকি চিন দেশ থেকে আমদানি। চিনে ব্যাট দিয়ে ব্যাড মশা নিধনের রণ–দামামা থামছে রাত এগারোটা নাগাদ। গিন্নি, ছেলেমেয়ে কারোর কথায় যুদ্ধ–বিরতি দিতে নারাজ উনি। বিড়বিড় করে বলে চলেছেন, আয় না ব্যাটা, আজ তোকে শেষ না করে ছাড়বো না। ভেবেছিস্ পুটুস করে কামড় দিয়ে আমাকে ডেঙ্গুর লেঙ্গী মেরে যাবি, কভি নেহি ..জান থাকতে তা হতে দিচ্ছি না,

উল্টোপাল্টা

দূর হও বাছাধন , আজ আর তোর নিস্তার নেই – এমন সব হুঙ্কারোক্তি সহযোগে এ–ঘর থেকে ও–ঘরে প্রতি সন্ধ্যায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন মাখন বাবু।

মশা গুলোও কম বজ্জাত নয়। আপনার আমার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেই চলেছে। ডেঙ্গু–ভীতির চাপে মুখচোরা বলাই বাবু পর্যন্ত মুখ খুলে ফেললেন সেদিন। নিজের বাড়ির ছাদে উঠে টবের জমা জলের হিসেব নিকেশ নিতে গিয়ে পাশের বাড়ির ছাদে নজর বুলিয়ে শিউরে উঠলেন। পরক্ষণেই চেঁচামেচি করে পাশের বাড়ির শোভনা দেবীকে ছাদে হাজির করিয়ে ছি ছিক্কারে মুখর হয়ে হয়ে উঠলেন। আপনার ছাদে ওগুলো কি এ্যাঁ ..বাড়িতে মশার মেটারনিটি হোম বানিয়ে রেখেছেন ! পুরোনো প্লাস্টিকের ফাটা খানদুয়েক গামলা আর দু–টো বালতিতে দেখছি জল জমে রয়েছে ...কর্পোরেশন থেকে এত যে সাবধান করছে, সেসব কথা কানে তোলেন না দেখছি, আর কবে হুঁশ হবে, মশা–রা তো আর বাড়ি বাছে না, বেআক্কেলের মত আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়বে না এমন গ্যারান্টি কি আপনি দিতে পারবেন ...ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজের ছাদে যা খুশি করবো, তাই নিয়ে পড়শীদের উপদেশ কিংবা নিন্দেমন্দ কেই বা কবে ভালো মনে নিয়েছে বলুন। ফলে সেদিন ঘন্টা খানেকের বাক্–যুদ্ধের পরে দু–বাড়ির মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গেছে।

আপনার বাড়ির কেউ জ্বরে পড়লে এখন পরিচিতরা অন্য দিক দিয়ে হাঁটছেন। পিংকির মা–র ঘ্যানঘ্যানে জ্বর তিনদিন ধরে চলছে শোনা পর থেকেই পিংকির সঙ্গে দেখাসাক্ষাত বন্ধ করে দিয়েছে সুরেশ। ফট করে বলেও দিল, অফিসের কাজে কয়েকদিনের জন্য অরুণাচলে যাচ্ছি, জানো তো ওখানে আবার এই নেটওয়ার্ক কাজ করে না !

যার আসল অর্থ, তুমি যেন এর মধ্যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা কোরো না। সুরেশকে বললাম, তুমি কেমন প্রেমিক হে, ৫ বছরের প্রেমিকা, তার পরিবারের বিপদের সময়ে তুমি নিজেকে এভাবে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে কি করে ! এক বিচিত্র ধরণের হাসি মুখে ঝুলিয়ে রেখে সুরেশ বললে, দাদা এ যাত্রা ডেঙ্গুরু খপ্পর থেকে বেঁচে বর্তে থাকলে, ফের প্রেমিকা জুটিয়ে নিতে পারবো, কথায় আছে আপনি বাঁচলে ....।

মাঙ্গলিকী

সৌপ্তিক নাট্যসংস্থার আয়োজনে কল্যাণী ঋত্বিক সদনে ৭ম নাট্যমেলা

সব্যসাচী সান্যাল : আলিপুর বার্তার নাটক নিয়ে পর্যালোচনার বিভাগটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। নাটক প্রদর্শনের সাথে সাথে দর্শক তা কিভাবে গ্রহণ করছে সেটাও নাট্যদলগুলির জানা দরকার। নাটক নিয়ে দর্শকদের মতামতের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। দর্শকরা তাদের নিজস্ব আবেগ, উপলব্ধি নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে নাটক দেখতে আসে। দর্শকদের মধ্যে কোনও একজনকে সম্মান জানিয়ে তার নাটক নিয়ে বক্তব্যকে মঞ্চে উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে সৌপ্তিক সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কয়েক বছরের গড়ে ওঠা নাট্যদল কল্যাণী সৌপ্তিকের উদ্যোগে গত ২২ নভেম্বর থেকে ২৬ নভেম্বর বেশ কিছু নতুন ধরণের ভাল নাটক ঋত্বিক সদনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

নাটক দর্শককে মনোরঞ্জনের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিষয়গুলি মানুষের চিন্তার স্তরে নিয়ে আসে ও ভাবাতে সাহায্য করে। রবীন্দ্র সদনের মুক্তমঞ্চের মতো পরিবেশ তৈরি করে সুসজ্জিত আলোকসজ্জায় ঋত্বিক সদন প্রাঙ্গণে প্রতিদিন নতুন আঙ্গিকে স্থানীয় এবং তাদের নতুন শিল্পীদের নিয়ে গড়া নাট্যদলগুলিকে দর্শকদের কাছে উপস্থাপনা করার সুযোগ ও উৎসাহ জোগাতে সৌপ্তিক নাট্যসংস্থা সাহায্য করেছে। প্রায় প্রতিদিন নাটক দেখতে আসা নাট্যচর্চা দলের সাথে যুক্ত কল্যাণীর বাসিন্দা প্রত্যুষা সরকার নামে এক তরুণীর সাথে আলাপচারিতায় এই প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, কোন ধরণের নাটক দেখতে দর্শকরা বেশি পছন্দ করে। প্রত্যুত্তরে প্রত্যুষা জানালেন, প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা বা অভিনেত্রীর অংশগ্রহণ করা নাটকগুলি যা সবসময় কল্যাণীতে দেখতে পাওয়া যায় না, যার একটা আলাদা আকর্ষণ থাকে। এর সঙ্গে পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে নাটকের সাথে বর্তমান সমাজের বিবিধ সমস্যার মেলবন্ধনের নাটক

দেখতে দর্শকরা বেশি পছন্দ করে। সৌপ্তিক নাট্যসংস্থা আয়োজিত বিভিন্ন নাটকগুলির মধ্যে দুটি নাটক নিয়ে দর্শকের সুচিন্তিত মতামত পাওয়া গেল।

সৌপ্তিকের নিজস্ব প্রযোজনার নাটক 'পদ্মাপারের পদাবলী' দেহতত্ত্ব ও মন নিয়ে যে নাটক পরিবেশন করা হয়েছে তা অনেকটা উচ্চমার্গের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে কিন্তু সাধারণ দর্শকদের বোঝার সুবিধার জন্য আরও সহজভাবে পরিবেশনের প্রয়োজন ছিল আর হাওড়া ব্রাত্যজনের প্রযোজনায় আমেরিকান উপন্যাস, John Stcinbeck এর 'of mice and men' বাংলা রুপান্তর 'ইঁদুর ও মানুষ' নাটক। বিদেশি চরিত্রগুলোর নাম বজায় রেখে এবং নাটকের ভাব বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে পাশ্চাত্য সমাজের সাথে এখানকার সমাজের একই ধরণের মিলকে তুলে ধরা এবং প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য একজন যথার্থ সঙ্গীর প্রয়োজন তা এই নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপনা করা হয়েছে। নানা ঘটনা ও সংলাপ পরিবেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের নাটকে বর্ণিত চরিত্রগুলির সাথে একাত্ম হয়ে অসাধারণ অভিনয় সকলের ভীষণ ভাল লেগেছে।

অন্যান্য পরিবেশিত নাটকগুলির মধ্যে ইদানিংকালের জনপ্রিয় নাট্যদল বেলঘরিয়া অভিমুখের প্রযোজনায় 'হাওয়ার্ডফাস্টের সাইলাস টিম্বারম্যান' এর অবলম্বনে নাটক কোজাগরী উপস্থিত দর্শকদের অকুন্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। নাট্যরূপ ও নির্দেশনা কৌশিক চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন শৈলেশ কাষ্ঠর ভূমিকায় অশোক মজুমদার, ময়ূরী–জয়তী চক্রবর্তী, জাগরী– স্বাতীলেখা কুন্ডু, বিনায়ক সেন– জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা রায়– সুপ্রিয়া রায়চৌধুরী, লীলাময় গাঙ্গুলি– কল্যাণব্রত ঘোষ মজুমদার, সোমনাথ– অনুজয় চট্টোপাধ্যায়, তীর্থ– উজান চট্টোপাধ্যায়, তিস্তা– বর্ণালী চ্যাটার্জী, ভাস্কর– কৌশিক শীল, অধ্যক্ষ– শান্তনু সাহা, সদস্য ১– ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, সদস্য ২– বারিশ ভট্টাচার্য্য, সদস্য ৩ –দিব্যেন্দু বর্মণ রায়/অয়ন মন্ডল, অধ্যাপক– বাণীব্রত রায়, পুলিশ– শুভম চক্রবর্তী, পিয়ন– সঞ্জীব বিশ্বাস, ছাত্র– সুজয় রাজ মৈত্র, অরূপ দাস, সৌরভ দেবনাথ, কৌশিক শীল। এই নাটকে বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশে কিছু ছাত্রের অসহিষ্ণু আচরণ এবং রাজনীতির ছত্রছায়ায় কলেজের অধ্যাপকদের তোয়াক্কা না করা এবং কলেজ চত্বরের গাছ কেটে বেআইনিভাবে অর্থ উপার্জন করার লোভের প্রতিচ্ছবি বর্তমান যা বিভিন্ন কলেজে আমরা প্রায়শই দেখতে পাই তা সাহসিকতার সাথে তুলে ধরা হয়েছে। নাটকের মূলচরিত্রে শৈলেশ একজন ভীতু প্রকৃতির কলেজের বাংলা বিষয়ের অধ্যাপক।

যাকে কলেজের পরিচালন সমিতি উগ্রপন্থী রাজনীতি করার দায়ে চাকরির ভয় দেখানোর জন্য ডেকে আনে কিন্তু সে অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে কলেজের নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। এর জন্য অন্যান্য অধ্যাপকদের সাথে কলেজের এক শ্রেণির উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের কাছে লাঞ্ছিত হতে হয়। তাও সে সমস্ত বিষয়ে প্রতিবাদ করে সুস্থ স্বাভাবিক গণতন্ত্র বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। এই ঘটনার পর কলেজের এক ছাত্রীকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে ষড়যন্ত্র করে বাংলার অধ্যাপকের বিরুদ্ধে লাঞ্ছনার অভিযোগ আনা হয় এবং পরিচালন সমিতির কাছে অপমানকর মন্তব্যের স্বীকার হতে হয়। পরে অবশ্য ছাত্রীটি তাকে দি য়ে অধ্যাপককে অপবাদ দেবার ষড়যন্ত্রের জন্য দু:খ প্রকাশ করে এবং ক্ষমা চায়।

দক্ষিণ দিনাজপুরে সাহিত্যিককে শারদ সম্মাননা

অমিয় কুমার অধিকারী: সম্প্রতি উষাহরণ পত্রিকার সম্পাদককে রনজিত সরকারকে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত করা হল। তাঁর কাব্য এবং সাহিত্যরসে আস্বাদিত হয়ে সাপ্তাহিক 'মোহিনী, কলিকন্ঠ–র সাহিত্য উৎসবে 'কথা কোলাজ'–র সাহিত্য সম্মান 'রহিলা' সংস্কৃতি সংঘ–র সম্বর্ধনা, 'সাহিত্য সেবক' সাহিত্যরত্ন সম্মান এবং সাহিত্য সেবক হেমচন্দ্র সাহিত্য মন্দিরের উপাধি–পত্র করা হয় রনজিত বাবুকে।

উত্তরপাড়া বইমেলা

রিম্পি ঘোষ: উদ্বোধন হয়ে গেল সপ্তদশতম উত্তরপাড়া বইমেলার। উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখার্জী। এই বইমেলা চলবে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বইমেলায় এইবার প্রায় ৮০ টি বইয়ের ষ্টল রয়েছে। মেলা কমিটি সূত্রে জানা যায়, গত বছর প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। এইবার বই বিক্রির সেই লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ১ কোটি রাখা হয়েছে।

চুঁচুড়া বইমেলা শুরু ৯ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া : কলকাতা বইমেলার আগে জেলায় যেকটি বইমেলা আছে তাদের মধ্যে অন্যতম হুগলি–চুঁচুড়া বইমেলা শুরু হচ্ছে ৯ ডিসেম্বর। চলবে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বাম মনস্ক সংগঠন সমন্বয় পরিচালনায় চুঁচুড়া ময়দানে বইমেলা এবার ৯ম বছরে পা রাখছে। প্রতিবছরই বইমেলায় বিভিন্ন জেলার ঐতিহ্য সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়। এ বিষয়ে বইমেলার সাধারণ সম্পাদক শান্তনু চক্রবর্তী বুধবার এক প্রেসমিটে বলেন, বইমেলা উপলক্ষে 'বই ও সুস্থ সংস্কৃতির জন্য আগামী ৮ ডিসেম্বর পিপুলপাতির এইজ আই টি কলেজের কাছ থেকে বইমেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা থাকছে। এবারে কলকাতার বড় প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৪৫টি বইয়ের স্টল বসবে। জেলার ছোট পত্র–পত্রিকার জন্য লিটিল ম্যাগাজিনের বিশেষ স্টল বসবে। বইমেলাটি উদ্বোধন করবেন প্রখ্যাত অতিথি হিসাবে থাকবে বিশিষ্ট সাহিত্যিক চিন্ময় গুহ। ওই দিন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও চন্দননগর ডুপ্লেক্স কলেজের অধ্যাপক দেবাশিস সরকার, 'বিজয় মোদক স্মারক ' বক্তৃতা দেবেন। যাঁদের স্মরণে বইমেলার সাংস্কৃতিক মন্তব্যটির নামকরণ করা হয়েছে সম্প্রতি নিহত প্রাক্তন অধ্যাপিকা ডঃ সুলেখা মুখোপাধ্যায়, ডাঃ পি আর দাশ, ছাত্রনেতা অর্ণব বসু ও বিদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কবিতা ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা থাকছে। এরই সঙ্গে পুরস্কার আছে। এই বইমেলার প্রধান উদ্যোক্তা সিপিএমের প্রাক্তন সংসদ অনিল বসু।

তাঁরই প্রচেষ্টায় এই প্রাচীন শহরে বইমেলা হয়ে চলেছে। অনিলবাবু জানান, চুঁচুড়া শহরের বইপ্রিয় মানুষরা ও বই পড়ুয়ারা এখানে বইমেলা হওয়ার জন্য খুবই খুশি। এখানে কোনও নোংরা রাজ্য রাজনীতি ঘটানোর জায়গা নয়। অন্যদিকে জানা গেল এই বইমেলা যে চুঁচুড়া ময়দানে হচ্ছে তার জন্য হুগলি ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে ৩০ হাজার টাকা জমা দিতে হয়। একই মঞ্চে সন্ধ্যায় সমকাল ও বিবৃতি সম্পাদিত হুগলি–চুঁচুড়া শহরের ইতিহাস সম্বলিত বই 'গঙ্গার তীরে জোড়া শহর' প্রকাশিত হবে। থাকছে ৪৫ জন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীকে 'বিজয় মোদক স্মারক' মেধা স্কলারশিপ। এদিকে বাজেট ধার্য হয়েছে ৭ লাখ টাকা। কোনও প্রবেশমূল্য থাকছে না।

বেহালা বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রণেতা দেশিকোত্তম হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্ধশত জন্মবর্ষে নিবেদিত 'বেহালা অথরস আর্টিস্টস পাবলিশার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন' আয়োজিত চতুর্থ বর্ষের 'বৃহত্তর বেহালা বইমেলা' আগামী ৮ থেকে ১৭ ডিসেম্বর বেহালার চৌরাস্তাস্থিত 'ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল' প্রাঙ্গণে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হতে চলেছে।

এবারের বইমেলার উদ্বোধনের প্রদীপ প্রজ্বলিত হবে ৯ ডিসেম্বর মেলা প্রাঙ্গণের ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ–নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মঞ্চে। উদ্বোধন মঞ্চে থাকবেন উদ্বোধক সাহিত্যিক অনিতা অগ্নিহোত্রী।

বইমেলার কর্মসূচিতে রয়েছে বিদ্যালয় দিবস, বাংলা গানের সন্ধে, মোবাইল ফটোগ্রাফি, সাহিত্য প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা, বইপ্রকাশ, শিল্প শিবির এমন বিবিধ অনুষ্ঠান।

৫৩তম বার্ষিক জেলা শারীর শিক্ষণ শিবির ২০১৮

(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর এবং মধ্য শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত বে–সরকারী প্রচেষ্টায় রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ শারীর শিক্ষণ প্রকল্প)

পরিচায়নায় :– দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ

স্থান :– বেলসিনহা শিক্ষায়তন, বেলসিনহা, থানা :– ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,

তারিখ : ২৪শে জানুয়ারী থেকে ২৮শে জানুয়ারী ২০১৮

মিডিয়া পার্টনার :– আলিপুর বার্তা

বড়িশায় সমীর গুহ ঠাকুরতার জমজমাট জাদুর আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ নভেম্বর জাদু আড্ডায় অংশ গ্রহণ করলেন মোট ১২ জন। সঞ্চালক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে আড্ডায় স্বাগতঃ জানিয়ে বলেন, গত ২ মাস তিনি আড্ডায় আসতে পারেননি নানা কাজের চাপে। এজন্য তাঁর মনের ভিতর রয়ে গিয়েছে গ্লানি। আড্ডায় আসতে না পারার জন্য তিনি দুঃখিত।

গত বছরে ১০ নভেম্বরে প্রয়াত হন জাদু আড্ডার রূপকার সমীর গুহ ঠাকুরতা, দেখতে দেখতে ১ বছর কেটে গেল। এদিন তাই সকলে উঠে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করলেন সমীর গুহ ঠাকুরতার জ্যোর্তিময় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। এরপর আড্ডার অন্যতম আহ্বায়ক অসীম গুহ ঠাকুরতা আড্ডার প্রয়াত রূপকারকে শ্রদ্ধা জানালেন সেই শাশ্বত গান, 'তুমি চলে গেলে' পরিবেশনের মাধ্যমে। এরপর আড্ডায় উপস্থিত প্রত্যেকেই নিজের মতন করে সমীর গুহ ঠাকুরতার স্মৃতিচারণ করলেন : অশোক বিশ্বাস (আড্ডার গোড়ার কথা বললেন), ভি এম ঘোষ (আমি এই আড্ডাতেই উষ্ণ পারিবারিক পরিবেশে সংবর্ধিত হয়েছি— সমীর সকলের সাথে ফোনে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি ছিলেন বড় মনের মানুষ'), সুশীল দে ('আমি আড্ডায় অনেক পরে এসেছি গোরা দত্তের সাথে— সমীরদার ভালবাসায় মুগ্ধ। সকলের কাছে অনুরোধ, আড্ডা বাঁচিয়ে রাখুন'), তরুণ জাদুকর শুভায়ন শিকদার ('মাত্র কয়েক বছর হল আড্ডায় আসছি কাকুর ভালোবাসার টানে সেই টান রয়ে গিয়েছে তাই কাকু চলে গেলেও আড্ডায় অনেকদিন পরে এলাম, আবারও আসব'), সুরজিত ('আসগর আলির সাথে আড্ডায় প্রথম আসি; সমীরদার ভালবাসার টানেই আগেও যেমন এসেছি, এখনও আসছি— সমীরদা নেই তা আড্ডায় এলে মনে হয় না'), অনুপ চক্রবর্তী ('সমীরদা শুধু জাদু ভালবাসতেন না।

জাদুকরদেরও সমানভাবে ভালোবাসতেন), গোরা দত্ত (অনেকদিন হল আড্ডায় আসছি; ভালো লাগে এই আড্ডায় আসতে। এখানে সকলে প্রাণ খুলে মেশেন। সমীরদার কাছ থেকে একটা পিকক মেমেন্টো উপহার পাই, যার মাধ্যমে তাঁর ভালবাসার কথাই তিনি বলেন), মানস সিনহা ('আজ আর কিছু বলব না'), সতিপ্রসাদ সরকার (সমীরদার জন্যেই আড্ডা চালু রাখতে হবে তাঁর শেষ ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্যে')।

যথারীতি এদিনও আড্ডা জমে উঠলো বৈচিত্রময় বৈঠকী ও স্ট্যান্ড আপ জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে। জাদু দেখালেন গোরা দত্ত, শুভায়ন শিকদার, ভি এম ঘোষ, মাস্টার সূর্য্য, সুরজিত, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ চক্রবর্তী, অশোক বিশ্বাস। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন সম্প্রতি রাজস্থান ভ্রমণের সময়ে মাউন্ট আবুতে দেখা তরুণ মাদারি জাদুকরের অনবদ্য জাদু দেখানোর কথা। এই আড্ডার বিশেষত্ব হল শুধু জাদু প্রদর্শনীই নয়, জাদুর খেলাগুলি নিয়ে নানান বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ আলোচনাও হয় যার নেতৃত্বে থাকেন প্রাজ্ঞ জাদুকর, আড্ডার রেসিডেন্ট লেকচারার শ্রদ্ধেয় জাদুকর গোরা দত্ত। অপর দিকে মাঝে মাঝে আড্ডায় আসেন সেই সুদূর সল্টলেক থেকে ৮২ বছরের 'তরুণ জাদুকর' ভি এম ঘোষ– দেখান কিছু পুরাতন জাদু, আসর হয় সমৃদ্ধ। এদিনও আড্ডার সভানেতৃ আড্ডার 'জননী' শ্রীমতি গুহঠাকুরতা সকলকে চা জলযোগের মাধ্যমে 'স্নেহের আঁচলে ঢেকে রাখলেন'। আড্ডার সমাপ্তি টানলেন অসীম ঠাকুরতা আরও একটি চিরন্তনী সঙ্গীতের মাধ্যমে, 'মুছে যাওয়া দিনগুলি'– না 'সমীরদা' আপনি কোনও দিনই মুছে যাবেন না আমাদের মন থেকে... 'দিনগুলি' মুছে গিয়েছে ঠিকই কিন্তু আপনার জাদু আড্ডা চলতেই থাকবে।

আরও : আড্ডা শুরু হওয়ারয আগে মানস সিনহা তাঁর মোবাইলে দেখালেন বিদেশী মহিলা হরবোলা শিল্পীর অনবদ্য হরবোলা কলা প্রদর্শন— মানস সিনহাকে ধন্যবাদ এই প্রদর্শনের জন্যে। এদিন যুবা জাদুকর অনুপ চক্রবর্তী আড্ডায় নিয়ে এসেছিলেন তাঁর সদ্য কেনা কয়েকটি অতি আধুনিক ইংরাজি জাদুর বই। এই বইগুলি নিয়েও কিছু আলোচনা হয়; এও হল বরিশা সমীর গুহঠাকুরতা জাদু আড্ডার বিশেষত্ব।

পত্র –পত্রিকা আলোচনা

ক্রন্দসী সাহিত্যপত্র

(সম্পাদক – রঞ্জনা বসু / উতসব সংখ্যা / মূল্য ৪০ টা) একচল্লিশ বছর অতিক্রান্ত কর এগিয়ে চলেছে এই পত্রিকাটি, তথ্যটি সত্যিই গৌরববাহী। সম্পাদকীয়টি সুলিখিত, সময়োচিত। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে এক গুচ্ছ নিবন্ধ (সাগর বিশ্বাস, শ্যামল মৈত্র ও স্বপন দত্ত) আমাদের সচেতন করে। গল্প ও অণুগল্প গুলি বেশ উজ্জ্বল। ছন্দা চট্টোপাধ্যায়, রতন শিকদার, কেদারনাথ দাস, পার্থজিত ভক্ত, অরুণ মজুমদার ভালো লিখেছেন। কবিতা অংশও সমৃদ্ধ হয়েছে কমলেশ পাল, রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক, সুনির্মল কুণ্ডু,শ্যামল সেন, আব্দুল মান্নান চৌধুরী, প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধেশ্যাম অধিকারী প্রমুখের লেখায়। মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডুর ছড়াটি অনবদ্য। সনত বসুর পুনঃপ্রকাশিত গল্পটি পাঠকদের আপ্লুত করে। ছিমছাম প্রচ্ছদে রুচির ছাপ। (পত্রিকার ঠিকানা – ২/১৭ শরত পল্লী, বেলঘরিয়া, কলকাতা – ৭০০ ০৫৬ / 9432385222 / sanatbasu11@gmail.com)

ছন্দের ঘ্রাণ

(সম্পাদক – বিবেকানন্দ নস্কর / ৬ষ্ঠ বর্ষ শারদ ১৪২৪ সংখ্যা / মূল্য ১০ টাঃ) ছোটদের জন্য নিবেদিত এই পত্রিকাটির আয়োজন সামান্য কিন্তু এ সময়ের বহু নামী শিশু–সাহিত্যিকের রচনা সংকলিত হয়েছে। ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, প্রবীর জানা, মনোরঞ্জন পুরকাইত, রামচন্দ্র ধাড়া. ষষ্টীপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা হাজির। ছোটদের বিজ্ঞান বিভাগটি মূল্যবান। ছড়া ছোটগল্পগুলি ছোটদের ভালো লাগবে। প্রচ্ছদ–চিত্রটির কিছুটা মুদ্রণ–বিভ্রাট ঘটেছে। অক্ষর বিন্যাসে বেশ খাপছাড়া কাজ পাঠে বিঘ্ন ঘটায়। অক্ষরের আয়তনের সুনির্দিষ্ট ফন্ট ব্যবহার না করে যেমন–খুশী আকারের অক্ষর দিয়ে বইটি নির্মাণ করা হয়েছে। মাত্র কুড়ি পাতার পরিসরে সম্পাদক মশাই–এর কবিতা ও তিন তিনটি গল্প এক পঞ্চমাংশের দখল নিয়ে নেওয়া, একটু দৃষ্টিকটূ নয় কি !

মন ক্যামেরা

(সম্পাদক – রূপালি বিশ্বাস / শারদ ২০১৭) চমতকার কাব্যিক নামের পত্রিকাটির পাঁচ বছর চলছে। সম্প্রতি মন ক্যামেরার উদ্যোগে একটি কাব্য সংকলন প্রকাশিত হল। মন ক্যামেরার এই সংখ্যাটি বড়ই শীর্ণ কবিতার ফোল্ডার আকারে বেরিয়েছে। মাত্র সাতটি কবিতা রয়েছে। বাকী কবিতার সংগ্রহ কি সংকলনের পুষ্টিতে ব্যবহৃত হয়ে গিয়েছে! অদৃশ্য নাথ, সনত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা মাজি, রূপালি বিশ্বাস প্রমুখের কবিতা এতে প্রকাশিত হয়েছে। ছাপা যথাযথ তথাপি শারদ–সংখ্যা হিসাবে কবিতার ফোল্ডার আমাদের হতাশ করেছে। (পত্রিকার ঠিকানা – উত্তরপাড়া, হুগলী)

শ্রীশ

(সম্পাদক – ইলা দাস / উতসব সংখ্যা ১৪২৪ / মূল্য ৬০ টাকা) ষাণ্মাষিক পত্রিকাটির নব পর্যায়ে একাদশ বর্ষ চলছে। প্রচ্ছদে ঘোষিত হয়েছে এটি মেধা ও মনোষ্কতার পত্রিকা। মনস্কতা শব্দটিই কি ছাপার বিভ্রাটে মনোষ্কতা হয়ে গেছে! শুরুতেই পবিত্র সরকারের তুকতাকের ওপর লেখা রম্য রচনাটি পাঠকদের আকর্ষণ করেছে। শংকর ব্রহ্মের গল্পটির শ্লেষ লিটল ম্যাগাজিনের লেখকদের স্পর্শ করবেই, ইলা দাসের গল্পটি দীর্ঘ এবং আগাগোড়া মেলোড্রামায় আক্রান্ত। বধূ নির্যাতনের বিষয়–টি আর কবে ক্লিশে হবে। আরও একটি কথা বলতেই হচ্ছে, পত্রিকার ঘোষণা অনুযায়ী গল্পের শব্দ সীমা ১০০০ শব্দ, অথচ সাত পাতা–জোড়া আলোচ্য গল্পটি কিভাবে সেই নিয়মের ফাঁক গলে গেল জানিনা। অনেকগুলো বলিষ্ঠ কবিতা পাওয়া গেল – ভীম ঘোষ, জয়ন্ত দত্ত, তপন কুমার দাস, মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বসু, নিতাই মৃধা, স্বপন দত্ত, প্রশান্ত মাইতি, তিস্তা বেজ প্রমুখ পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছেন। প্রয়াত পুঁথি–বিশ্লেষক ও সংগ্রাহক অক্ষয় কুমার কয়ালের জীবন ও অবদানের কথা সুন্দর ভাবে লিখেছেন সাথী শূর। অনাড়ম্বর এই পণ্ডিত মানুষটির যোগ্য–মূল্যায়ণ আজো হয় নি। বর্তমান নিবন্ধ সেই অপবাদ কিছুটা হলেও ঘোচাবে।

(পত্রিকার ঠিকানা – এফ/১৬৬ বৈষ্ণবঘাটা–পাটুলি টাউনশিপ্, কলকাতা–৭০০ ০৯৪ / 9830665684)

মনের দর্পণে কবিতা তুমি

(রীতা দত্তের কাব্য সংকলন / প্রকাশক – লেখিকা, দাম – উল্লেখ নেই) ১৬ পাতার শীর্ণাকৃতি বইয়ে চব্বিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতা লেখায় কবি বিশেষ কোনও ঘরাণার ধার ধারেন নি। মনের অনুভব সোজা কথায় প্রকাশ করেছেন, তাই অলঙ্কারের আধিক্য হয়তো নেই, কিন্তু মনের কাছাকাছি ছুঁয়ে ফেলেন তিনি। হতাশা, কবিতা তুমি, ওরা, মনের মানুষ, অনেকদিন পর ইত্যাদি কবিতা বেশ উজ্জ্বল। কবিতার সঙ্গে দেওয়া স্কেচগুলি ভালই সঙ্গত করেছে।

(লেখিকার ঠিকানা – নিকুঞ্জ বিল্ডিং, ৩৭/৪এ, নর্দান এভিনিউ, কলকাতা–৭০০০৩০।

ইচ্ছে কুসুম

(সম্পাদক – কেদারনাথ দাস/দেবকুমার মুখোপাধ্যায় / ৩৪ তম সংখ্যা / শারদ ২০১৭ / মূল্য ৬০ টাকা) পত্রিকাটির গর্বের অংশ এর একগুচ্ছ নিবন্ধ । ভবানী মুখোপাধ্যায় (প্রেমেন্দ্র কথা), সুজিত দাস (..বর্ণ পরিচয়ের গুরুত্ব), দীপ্তি চট্টোপাধ্যায় (বৌদ্ধযুগে ..নারী প্রগতি), রবি রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (নানান কথা) পাঠকদের চিন্তা–ভাবনায় নতুন ইন্ধন যোগাবে। গল্প বিভাগে আশাপূর্ণা দেবীর অসাধারণ (দুরূহ) গল্পটির পুনর্মুদ্রণের জন্য সম্পাদকদ্বয়কে ধন্যবাদ। এছাড়াও শ্যামল জানা, তারক গেজ, অঞ্জনা রেজ ভট্টাচার্য, নিভা দে– গল্পগুলি উল্লেখ্য। প্রচুর কবিতাও সংকলিত হয়েছে। শ্যামল মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, আরণ্যক বসু, শুভ মিত্র, শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারনাথ দাস, শ্রীময়ী চক্রবর্তী, বিশ্বজিত্ নস্কর, রঞ্জন চৌধরী প্রমুখের কবিতাগুলি বেশ উজ্জ্বল। ছাপা ও প্রচ্ছদ রুচিপূর্ণ। সব মিলিয়ে বেশ সমৃদ্ধ পত্রিকা। (পত্রিকার ঠিকানা – ১৬ অশোকগড়, ফ্ল্যাট নং ২০৩, কলকাতা–৭০০ ১০৮ / 033 25100224 / 8100008671)।

আকাশ বলাকা

(সম্পাদক – সুনীল গুহ / শারদ ২০১৭ / ৪র্থ বর্ষ) / মুল্য ২৫ টাঃ) – ষাণ্মাষিক এই পত্রিকাটির শারদ সংখ্যাটির প্রচ্ছদ মনোগ্রাহী কিন্তু একটু ধন্দে পড়ে যেতে হল – পত্রিকাটির নাম আকাশ বলাকা থেকে কি কবিতা ভবন হয়ে গেল! রত্নেশ্বর হাজরা, কৃষ্ণা বসু (কবিতাটির পুনর্মুদ্রণ হলেও স্বাগত), ইলা দাশ, বিশ্বনাথ প্রামাণিক, আরতি দে, ভীম ঘোষ, জয়ন্ত দত্ত, প্রদীপ সাহা, উদয় চক্রবর্তী, পলাশী মাল, প্রশান্ত মাইতি উল্লেখের দাবী রাখে। অদৃশ্য নাথের কবিতার পাশাপাশি সম্পাদকের (সু গুহ?) জবাবি কবিতা কেন দিতে হল বোঝা গেল না। কবিতার আসরে তরজার গন্ধ! পত্রিকার আনাচে কানাচে বিবেকান্দ, রবি ঠাকুর প্রমুখের বাণী / উক্তির আশেপাশে খোদ সম্পাদকের প্রচুর উক্তি (তার মধ্যে কোন কোনটার সুরে রীতিমত লড়াই এর আস্ফালন !)। সম্পাদক কি ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন! এও বাহ্য, আধুনিক কবিতার গতি–প্রকৃতি নামক নিবন্ধে নীল নক্ষত্র রীতিমত কবিতার ক্লাশ নেওয়া মহড়া নিয়েছেন। কবিতা অত্যন্ত স্পর্শ–কাতর বিষয়, কাজে কাজেই তার রূপরেখা কেমন হবে বা হওয়া উচিত তার নির্দেশ–নামা রচনায় আরও সতর্কতার প্রয়োজন ছিল।

গল্পগুলি নিত্যকার ক্লিশে ঘটনার গুলির সংবাদ–চিত্রের (বৃদ্ধ বাবা–মাকে বহিষ্কার, অবাঞ্ছিত সন্তান–বর্জন) ঊর্ধে উঠতে পারল না, পাওয়া গেল না কোনও উত্তরণের দিশা। প্রবীর নন্দীর গল্পে শ্মশান–বৈরাগ্যের চিত্র পাঠকদের দাগ কাটতে অসমর্থ কারণ ভবানী বাবুর দুঃখের প্রকৃত কারণটিই পাঠকদের জানান নি লেখক। চিঠিপত্র বিভাগে পাঠকদের চিঠিগুলির প্রতিটার শেষে সম্পাদকের জবাবী চিঠি ছাপার দরকার হল কেন, বোঝা গেল না। চিঠিগুলিকে স্থান সংক্ষেপ করে ছাপলে, হয়তো আরও কিছু লেখা প্রকাশের মূল্যবান জায়গার সৃষ্টি হত ।

পত্রিকার ঠিকানা – গীতাঞ্জলি, বি–২ রবীন্দ্র আবাসন, ২১০৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কোওড়াপুকুর, কলকাতা–৭০০ ০৮২ / 9088818335 /8017334148)

এই মেঘ এত আলো

(বৈশাখী সাহা–র কবিতার বই / প্রকাশক – তাপস কু.সাহা, পানিহাটী, উত্তর ২৪ পরগণা / দাম ১০০ টাঃ) – প্রায় পঞ্চাশের অধিক কবিতা দিয়ে গড়া কবির এই প্রথম গ্রন্থটি পাঠকদের সমাদর পাবে । প্রকৃতি, ভ্রমণ, মানুষের দুঃখ–দুর্দশার বেদনা, নিজের মনের আঙিনায় নানান চিন্তা ভাবনার আসা যাওয়া সবই উঠে এসেছে একাধিক কবিতায় । নারীর অমর্যাদা, বঞ্চনা কবিকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে । কবিতার শব্দ–চয়নে প্রচ্ছনতা সৃষ্টির চেষ্টা নেই, সোজা কথা সোজা ভাবেই তাঁর কলমে উঠে এসেছে ।

তবে সেসব ছাপিয়ে এক গভীর অবসাদ ও স্মৃতি মেদুরতার ছবি বারে বারে ঘুরে এসেছে (জীবনের সায়াহ্নে, ভুলতে পারিনি, হারিয়ে যাওনি, অশরীরী ইত্যাদি) । কবিতা রচনায় কবির নিজস্ব কোনও স্টাইল বা বিশিষ্টতা এখনও চোখে পড়ে নি । আশা রাখি কবি অচিরেই নিজস্ব ভাষার সন্ধান করে নিতে পারবেন ।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা **কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১**

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

রবিবাসরীয় ডার্বি বাগানের পকেটে, মুহ্যমান লাল–হলুদ ব্রিগেড

অরিঞ্জয় মিত্র

বছর হয়তো এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু নিঃসন্দেহে মরশুমের প্রথম ডার্বি ছিল রবিবার। আর সেই

রবিবাসরীয় ডার্বি জিতে আই লিগ তথা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচ পকেটে ভরলো বাগান। শুধু পকেট ভরাই নয়, এদিন সবুজ–মেরুনের খেলা যেন আবেগ–উচ্ছ্বাসের ঝলককে আরও উসকে দিয়েছে অনেকটাই। বিশেষ করে মোহন সমর্থকদের আর পায় কে। সত্যি বলতে গেলে তুল্যমূল্য বিচারে বাগান এদিন যোগ্য দল হিসেবেই জিতেছে। ইস্টবেঙ্গল এই ম্যাচে এমন কিছু করেনি বা খেলেনি যে তা মনে দাগ কেটে যাবে। বরং অনেক বেশি প্রাণবন্ত ছিল সবুজ–মেরুনের খেলা। বস্তুত এদিনের ম্যাচ দুজন প্রায় ব্যাকবেঞ্চার হতে বসা ফুটবলারকে ফের ফিরিয়ে আনল হাজার বাতির ঝলকানির সামনে। তাঁদের মধ্যে প্রথম যার কথা উল্লেখ করতে হবে তিনি হলেন মোহন রক্ষণের নাইজেরিয়ান ডিফেন্ডার কিংসলে। সনি নর্ডির ড্রপ খাওয়া কর্নারে যেভাবে শেষ মুহূর্তে মাথা ঝুঁকিয়ে গোলটা পেলেন তা করতে পারলে অনেক স্ট্রাইকারই বর্তে যেত। বস্তুত কলকাতার ফুটবলে আগে একাধিকবার হয়েছে ফরওয়ার্ডের তারকারা গোলের রাস্তা খুলতে না পারায় স্টপার ব্যাক ওপরে উঠে গোল করেছেন। ১৯৮৬–র বিশ্বকাপ ফাইনালে এমন একটি গোল পেয়েছিলেন সেবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার স্টপার ব্রাউন। সেবারও সেটপিস থেকেই এই মুভমেন্ট গড়ে উঠেছিল। কিংসলে যেন সেই ট্র্যাডিশনেরই পুনরাবৃত্তি ঘটালেন। একইসঙ্গে ফের লাইমলাইটে প্রত্যাবর্তন ঘটালেন তিনি। আরেকজনের কথা না বললে এই ডার্বি লড়াই তথা লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি হলেন বাগানের শেষ রক্ষণ অর্থাৎ গোলকিপার শিল্টন পাল। বিশেষ করে ম্যাচের মোক্ষম সময়ে লাল–হলুদের ওই আক্রমণ বা শটগুলো না আটকালে খেলার রঙই হয়তো পালটে যেত। বেশ কিছুদিন পর শিল্টন পাল ফিরে এলেন ফোকাসে। আর যদি বলতে হয় এই ম্যাচে মোহন বাহিনীর বহ্মাস্ত্র কে ছিলেন? সেক্ষেত্রে আবারও সেই ঘরের ছেলে হয়ে ওঠা হাইতিয়ান সনি নর্ডির কথা বলতে হবে। নিচে, ওপরে, ডাইনে, বাঁয়ে যেখানেই বল ধরছিলেন সনি নর্ডি সেখানেই যেন থরহরিকম্প হয়ে উঠছিল ইস্টবেঙ্গলিরা। সনি ভীতিও এদিন লাল–হলুদের গুটিয়ে থাকার একটা বড় কারণ। যা বেরিয়ে আসছে বিশেষজ্ঞদের করা ম্যাচ পরবর্তী পোস্ট মর্টেমে।

এছাড়াও বলতে হবে বাগানের নতুন জাপানি রিক্রুট ইউতা কিনোয়াকির কথাও। যাকে ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে রীতিমতো গাল পাড়ছিলেন বাগান সমর্থকদের একটা বড় অংশ সেই কাতসুমি ইউসা যখন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে প্রায় ল্যাজেগোবরে হচ্ছেন তখন তাঁরই স্বদেশি ইউতা বাগান মিডফিল্ডে হাজার ওয়াটের আলো জ্বালাচ্ছিলেন। ডিফেন্সিভ ব্লকার হিসেবে খেলে প্রথম ডার্বিতেই ফুল মার্কস পাবেন তিনি। বিশেষ করে যেভাবে ইস্টবেঙ্গলের যাবতীয় আক্রমণ গড়ে ওঠার আগেই তার পায়ের কাছে আটকে যাচ্ছিল তা মোহন ব্রিগেডকে অনেকটাই চাপমুক্তভাবে খেলতে সাহায্য করে। এই যে কিংসলে মাঝেমধ্যেই বিপক্ষ বক্সে উঠে আসছিলেন তার নেপথ্যে ইউতার কঠিন লড়াইয়ের কথা স্বীকার করতেই হবে।

সেদিক থেকে এদিনের ডার্বিতে প্রথম থেকেই কেমন যেন রবিবারের ছুটির মেজাজে ছিল ইস্টবেঙ্গল। গতবার আইজলকে আই লিগ দেওয়া তারকা কোচ খালিদ জামালকে আগাগোড়া দারুণ বিভ্রান্ত মনে হল। সেদিক থেকে অনেকটাই মুক্ত মনে খেলছিল সঞ্জয় সেনের প্রশিক্ষণাধীন মোহনবাগান। তাছাড়া লাল–হলুদ বাহিনীর সেই ম্যাচ টেম্পোর লেশমাত্র এদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বিভ্রান্ত আল আমনা, গুরবিন্দর সিং, কাতসুমি, প্লাজারা নিজেদের মধ্যে যেভাবে তর্কে জড়িয়ে পড়ছিলেন তাতে ভালোই বোঝা যাচ্ছিল এবার তাদের টিম স্পিরিট পুরো 'ঘেঁটে ঘ'। বাগানের দিপান্দা ডিকা যেভাবে দুবার সহজ সুযোগ নষ্ট করলেন, আর ক্রোমার শট যেভাবে পোস্টে লেগে ফিরল তা না হলে বড় ব্যবধানে জিততে পারত টিম মোহনবাগান।

ফুটবল যুদ্ধে গত কয়েকবছর মোহনবাগানের পারফরমেন্স ইস্টবেঙ্গলের থেকে অনেকটাই ভাল। বহু যুগ পর বছর তিনেক আগে আই লিগ ঘরেও তুলেছে বাগান। মোটের ওপর সেই এক টিম ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে টিম মোহনবাগান তথা কোচ সঞ্জয় সেন। তবে এ বছর মোহন ফিজিও গার্সিয়া ও বাগান সম্পদে পরিণত হওয়া কাতসুমিকে নিয়ে নির্ঘাত বড় চমক দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

এর সঙ্গে গতবারের বিজয়ী লাজং এফসির কোচ খালিদ জামালকে টেনে নিজেদের আরও শক্তিশালী করে তুলেছে লাল–হলুদ। ফলে রবিবারের লড়াই ছিল হাড্ডাহাড্ডি।ঘটি–বাঙালের পুরনো লড়াই তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একদা মোহনবাগানের ঘরের ছেলে জাপানি বোমারু বলে ময়দানে পরিচিত কাতসুমি ইউসা বনাম সনি নর্ডির লড়াই হিসাবে। যদিও তাতে সনি ১০–১০ পেলেও কাতসুমি পাশ মার্কস তুলতেই ব্যর্থ। এছাড়াও আরও বহু রসদ আছে যা এই ডার্বি লড়াইকে সমৃদ্ধ করেছে। দীঘ বিরতির পর যুবভারতীর ডার্বিতে কলকাতা তথা ইস্ট–মোহন ক্লাব কর্তৃপক্ষ প্রমাণ করে দিল শহরের আবেগ এখনও তাদের হাতেই। হাজারো টাকা খরচ করা, জাঁকজমকের বহর তোলা আইএসএলের থেকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে তিলোত্তমার ফুটবল সমর্থকদের আবেগ উচ্ছ্বাস। যেভাবে মাঠ ভরিয়েছিলেন দু–দলের সদস্য–সমর্থকরা তা গ্ল্যামারাস আইএসএলে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

তিরন্দাজিতে তিনটি স্বর্ণপদক লাভপুরের ছাত্রছাত্রীর

স্বীকৃতি সূত্রধর এবং সৃজা দত্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় আন্তঃ সাই তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় তিনটি স্বর্ণপদক সহ চারটি পদক জিতলো বীরভূম জেলার লাভপুরের ছাত্রছাত্রীরা। কলকাতার সাই সেন্টারে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সাব জুনিয়র বিভাগে স্বীকৃতি সূত্রধর এবং মেয়েদের বিভাগে সৃজা দত্ত স্বর্ণপদক পেয়েছে। জুনিয়ার বিভাগে অর্জুন হাজরা রুপো এবং আজিজা খাতুন সোনাপেয়েছে। 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী' থেকে এই খবর পাওয়া গিয়েছে। ২০১২ সাল থেকে পথ চলা শুরু হয় লাভপুরের 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'র তিরন্দাজি প্রশিক্ষণকেন্দ্রের। স্বীকৃতি, সৃজা, অর্জুন, আজিজা – চারজনই লাভপুরের 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'র তিরন্দাজি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিতো। ঘরের ছেলেমেয়েদের তিনটি সোনার মেডেল সহ চারটি পদক জয়ের খবরে উচ্ছ্বাসে ভাসছে গোটা লাভপুর এলাকা।

'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী' –র কর্ণধার শিক্ষক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'জাতীয়স্তরের যে চারটি পুরস্কার এলো তার ভিত তৈরি হয়েছে লাভপুরের বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী থেকে।' পদকজয়ী লাভপুরের চার ক্রীড়াবিদকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে বলে ফোনে জানান আইএনটিইউসি প্রভাবিত রামপুরহাট ক্ষুদ্র ফুটপাত ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক ব্যবসায়ী শাহাজাদা হোসেন (কিনু)। সবচেয়ে আনন্দের কথা, 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী' –র কর্ণধার শিক্ষক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় কলকাতার ৫১ বছরের ঐতিহ্যবাহী 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক নিজেই।

'রোল মডেল' পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২রা ডিসেম্বর শনিবার নবী দিবসের সকালে নলহাটির বাড়িতে গিয়ে 'রোল মডেল' পুরস্কার প্রাপক ৫৮ বছরের প্রতিবন্ধী কোচ মহম্মদ বদরুজ্জোহা শেখ কে সংবর্ধনা দেন এবং তার মনোবল সাহসিকতাকে কুর্ণিশ জানায় আইএনটিইউসি প্রভাবিত রামপুরহাট ক্ষুদ্র ফুটপাত ব্যবসায়ী সমিতি। উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক ব্যবসায়ী শাহাজাদা হোসেন (কিনু)। বীরভূম জেলার স্বর্ণপদকজয়ী প্রতিবন্ধী সাতারু সামিমা খাতুনের কোচ মহম্মদ বদরুজ্জোহা শেখ।

নলহাটি পুরসভার ৬নং ওয়ার্ডে বাড়ি মহম্মদ বদরুজ্জোহা শেখের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগেও বীরভূম জেলার স্বর্ণপদকজয়ী প্রতিবন্ধী সাতারু সামিমা খাতুন এবং তার কোচ মহম্মদ বদরুজ্জোহা শেখ কে নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার ৫১ বছরের ঐতিহ্যবাহী 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকায়।

৪ দিনের দাবা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬৪ স্কোয়ার আয়োজিত চারদিন ব্যাপী এক দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে আগামী ২২ থেকে ২৫ ডিসেম্বর বাঘা যতীনের কোলাতানে। 'অল বেঙ্গল ফাইড রেটেড ওপের চেস টুর্নামেন্ট ২০১৭' শীর্ষক এই দাবা প্রতিযোগিতায় ২৫০ জন অংশগ্রহণ করবেন। যার মধ্যে ১০০ জন হলেন অন্যান্য জেলা থেকে। এই চার দিনের প্রতিযোগিতায় ৮ রাউন্ডের খেলা সংঘটিত হবে। দুটি করে রাউন্ড থাকবে প্রত্যেক দিন। এছাড়াও যে সব খেলোয়াড়রা খেলতে আসবেন তারা খেলার পরে কলকাতার বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান ঘুরে দেখতে পারবেন। এবং ২৫ তারিখ পার্ক স্ট্রিটে ক্রিসমাসের পর্ব চাক্ষুস করতে পারবে।

ওপেন ক্যাটেগরি, রেটিং ক্যাটেগরি, ১৩ বছরের নীচে ছেলে এবং মেয়ে, ১১ বছরের নীচে ছেলে এবং মেয়ে, ৯ বছরের নীচে ছেলে এবং মেয়ে, ৭বছরের নীচে ছেলে এবং মেয়ে, শারীরীক প্রতিবন্ধী এবং ৬০ বছরের উপরে, এই সাতটি বিভাগে প্রতিযোগিতা হবে। এবং বিজেতাদের জন্য থাকবে আকর্ষণীয় পুরস্কার।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ আয়োজিত ৪০তম জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৭ কুলপির 'বিবেক ময়দানে'। উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন বুনিয়াদি, মাদ্রাসা, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। এছাড়া বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্যও বিশেষ ক্রীড়ার ব্যবস্থা ছিল।

সমগ্র ক্রীড়া অনুষ্ঠানের এই বিশাল যজ্ঞ সম্পন্ন করার দায়িত্বে ছিল– কুলপি ১ ও ৩ নং চক্র, করমজলী চক্র ও কুলপি ব্লক প্রশাসন। জেলার ক্যানিং,

কাকদ্বীপ, বারুইপুর, আলিপুর ও ডায়মন্ড হারবার এই পাঁচটি মহকুমার ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। সুসজ্জিত বিশাল মঞ্চে অধিষ্ঠিত অতিথি অভ্যাগতদের বরণ করা হয়। জেলার শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান ঘনশ্রী বাগ প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার এবং মহকুমার পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যালয়ের অবর পরিদর্শকরা। জেলার একাধিক হাই স্কুলের পিটি টিচাররা মাঠে খেলা পরিচালনার দায়িত্ব সম্পন্ন করে নিপুণ ভাবে। আগের দিনে আগত বিভিন্ন মহকুমার ছাত্রছাত্রী অভিভাবক ও প্রতিনিধি শিক্ষকদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত ও প্রতিযোগিতার দিন প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার মানুষের খাওয়ার দায়িত্ব বহন করার যে অমানুষিক শ্রম, নিষ্ঠা, পরিচালন দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল তার জন্য শুধু প্রশংসা যথেষ্ট নয়, আন্তরিক ধন্যবাদের দাবিদারও।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

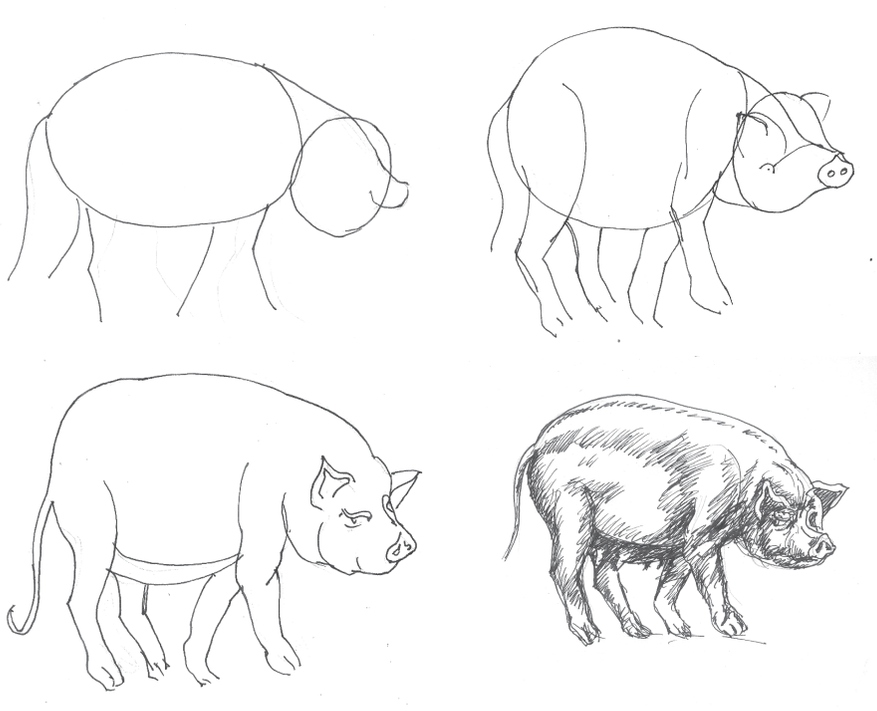

খাঁচার পাখি

কাকলি চৌধুরী

নানা ধরনের পাখি ঋতুর খুব পছন্দ। তাই তার দাদু গত বছরের জন্মদিনে তাকে চারটি বদ্রি পাখি উপহার দিয়েছিলেন। বাড়িতে ওদের সাথেই ঋতুর যত খেলা। একদিন স্কুলে ঋতু ক্লাসের মধ্যে আপন মনে পাখির ছবি আঁকছিলো। অন্যমনস্কতার জন্য দিদিমণি তাকে একটা ছোট্ট ঘরে আটকে রাখলো সারাটা দিন। সঙ্গে দিল শুধু জলের বোতল আর টিফিন। সেদিন ঋতুর না হল কোনও পড়া, না হল খেলা। ঘরের খোলা জানলা দিয়ে দেখতে পেল মাঠে সবাই খেলা করছে। বাইরে বেরোনোর কোনও উপায় নেই বলে, ঋতু একা একা হাঁফিয়ে উঠছিল।

বাড়ি ফিরে এসে ঋতু কাউকে কিছু না বলে আগে বারান্দায় ঝোলানো খাঁচার দরজাটা খুলে দিল। পাখিগুলো সব এক এক করে উড়ে গেলো ডানা ঝাপটে। ঋতুর দাদু অবাক হয়ে বললো, একি করলি ঋতু? ঋতু বলে, ওদের খুব কষ্ট। তুমি, জান না দাদু, আমি জানি, আজকে না স্কুলে . . .

কথা শেষ না করেই ঋতু ছুট্টে ছাদে চলে গেল তার পাখি বন্ধুগুলোর খুশি দেখতে।

শায়েস্তা পারভীন, ষষ্ঠ শ্রেণি, এ.কে. ফজলুল হক গার্লস স্কুল

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com